আবদুস শহীদ নাসিম

কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 978-984-645-084-9
শ. প্র. : ৭২

১ম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণ
আল্ ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৮০.০০ টাকা মাত্র

QURAN BUJAR POTH O PATHEO by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka 1217, Phone : 8311292, Mob. 01753122296, E-mail: saamradka@yahoo.com,
1st Edition : December 2010.
Price : 80.00 only.

আমাদের কথা

আমাদের স্রষ্টা, প্রভু ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করার ভাষা আমার নেই, যিনি আমাদের জন্যে আল কুরআন নাযিল করেছেন, যিনি আমাকে কুরআন পড়ার সৌভাগ্য দান করেছেন, কুরআনকে আমার জীবন যাপনের গাইডবুক হিসেবে গ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন এবং কুরআনকে আমার জীবনের 'নূর' বানিয়ে দিয়েছেন।

বিভিন্ন সময় আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন গ্রুপের সামনে স্টাডি ক্লাসের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কালাম পেশ করার যেসব আয়োজন ও প্রয়োজন হয়, সেসব উপলক্ষে নিজেরও বিশেষভাবে কুরআন স্টাডি করার সুযোগ হয়। তার ফলে কুরআনের যে বুঝ ও তাৎপর্য নিজের উপলব্ধিতে উন্মোচিত হয়েছে, সাথে সাথে তা অন্তরে অন্তরগত এবং কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ করে নেয়ার চেষ্টাও করেছি। এতে করে আমার পরম দয়াময় দাতা প্রভুর অনুকম্পায় কয়েকটি বইও তৈরি হয়ে গেছে। তাঁর কৃপার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে আমি অক্ষম।

আলহামদুলিল্লাহ্! এযাবত আল্লাহ্‌র কিতাব আল কুরআন সম্পর্কে লেখা নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো প্রকাশ হয়ে বিদগ্ধ পাঠকগণের হাতে পৌঁছেছে :

১. আল কুরআন আত তাফসির।
২. কুরআন পড়বেন কেন? কিভাবে?
৩. কুরআনের সাথে পথ চলা।
৪. কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ।
৫. আল কুরআনের দু'আ।
৬. কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়।

তালিকার ষষ্ঠ নম্বর-এর বইটি এ বই। এটি এখন প্রকাশ হলেও এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বক্তৃতার শীট আকারে আগেই পাঠকবর্গের হাতে পৌঁছেছে। এ বইটির প্রায় পুরোটাই রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত কুরআন ভিত্তিক TOT ক্লাসে প্রদত্ত বক্তব্য।

প্রতিটি বক্তব্য উপস্থাপনকালে বক্তব্যের শীটও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হাতে দেয়া হয়েছে।

তাই, এ বইয়ের বক্তব্য টট্ ক্লাসে যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা আগেই শুনেছেন, পড়েছেন। তবে তারা এখন সেগুলো বই আকারে পাচ্ছেন।

উপরোল্লেখিত কুরআন ভিত্তিক অন্যান্য বইগুলোর মতোই এ বইটিও আশা করি কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে পাঠকবর্গের সামনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে। বিশেষ করে 'কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়' শিরোনামের অনুচ্ছেদগুলোতে কুরআন বুঝার জন্যে কয়েকটি বিশেষ ও প্রয়োজনীয় বিষয় পেশ করা হয়েছে। আশা করি এ আইডিয়াগুলো একজন বিদগ্ধ পাঠকের সামনে কুরআনকে আলোর মিনারের মতো ফোকাস করবে। প্রতিটি অনুচ্ছেদভিত্তিক স্টাডি ক্লাস বা স্টাডি সার্কেল করা গেলে উপলব্ধির দুয়ার অনায়াসে খুলে যাবে।

কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে বইটি থেকে পাঠকবর্গ উপকৃত হলেই সার্থক হবে লেখকের প্রচেষ্টা। আল্লাহপাক বইটি কবুল করুন- আমিন!

আবদুস শহীদ নাসিম
২৬ অক্টোবর ২০১০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. কুরআন বুঝার সহজ ও সঠিক উপায়	৯
২. আল কুরআন : এক জীবন্ত মু'জিযা	১৩
১. মু'জিযা কী?	১৩
২. মু'জিযার উদ্দেশ্য কী?	১৪
৩. মু'জিযার প্রকারভেদ	১৪
৪. আল কুরআন : মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর সা. মু'জিযা	১৫
৫. কুরআন সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ মু'জিযা (Perfect Miracle)	১৬
৬. আল কুরআনের জীবন্ত ও বিস্ময়কর মু'জিযা সমূহ	১৭
৭. কুরআন এক শাশ্বত ও জীবন্ত মু'জিযা	১৯
৩. মুক্তির মনুমেন্ট আল কুরআন	২০
১. আল কুরআন আল্লাহর অনির্বান আলো	২০
২. শান্তির পথ মুক্তির পথ আল কুরআন	২১
৩. অনুসরণ করা ছাড়া সুফল লাভ করা যায়না	২৩
৪. মানার কিতাব বুঝার কিতাব আল কুরআন	২৫
৫. আপনার বিবেক কী বলে?	৩০
৪. আল্লাহর কিতাব আল কুরআন	৩২
১. কুরআনের পরিচয় কুরআনে	৩২
২. আল কুরআন সকল সন্দেহের উর্ধ্বে অনির্বাণ সত্য	৩৩
৩. কেন নাযিল হলো আল কুরআন	৩৫
৪. বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তিতে কুরআন মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে	৩৬
৫. কুরআন মানুষকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভক্ত করে	৩৭
৬. কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী মানব সমাজ	৩৮
৭. কুরআন অমান্যকারীদের ভয়াবহ পরিণতি	৩৯
৮. কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের বর্তমান অবস্থা	৪০
৯. কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪২
১০. কুরআন গোপন করার অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষা করুন	৪৩
১১. যারা আল্লাহর কিতাব বুঝার চেষ্টা করেনা তারা গাধা নয় কি?	৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা

৫. **আল কুরআন : বিষয়বস্তু, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়** ৪৫
 ১. কুরআন কার বাণী ৪৫
 ২. কুরআনের মূল বিষয়বস্তু কী? ৪৬
 ৩. কুরআনের মূল লক্ষ্য কী? ৪৭
 ৪. কুরআনের মূল উদ্দেশ্য কী? ৪৮
 ৫. কুরআনের আলোচ্য বিষয় কী? ৪৯
 ৬. কুরআন মানা না মানার ফলাফল ৫১
 ৭. আলোচনার সারকথা : একটি নকশার সাহায্যে ৫২
৬. **কুরআনের প্রতি কর্তব্য** ৫৩
 ১. অনুসরণ করো পূর্ণরূপে ৫৩
 ২. আল্লাহর কিতাব আংশিকভাবে মানার কঠিন পরিণতি ৫৪
 ৩. আল্লাহ কিতাব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করো ৫৫
৭. **কুরআন অধ্যয়নের আদব** ৫৬
৮. **কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-১: হৃদয় জুড়তে হবে কুরআনের সাথে** ৫৮
 ১. কুরআনের সাথে পথ চলুন ৫৮
 ২. যারা কুরআন জানে আর যারা জানেনা তাদের উপমা ৫৯
 ৩. কুরআনের সাথে পথ চলতে হলে বুঝতে হবে কুরআন ৬০
 ৪. কুরআন বুঝার মানে কি? ৬১
 ৫. কুরআন বুঝার উপায় কি? ৬৩
৯. **কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-২ : লক্ষ্য ঠিক করুন এবং কুরআনকে প্রশ্ন করুন** ৬৫
 ১. নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করুন ৬৫
 ২. কুরআনের সাথে কথা বলুন, প্রশ্ন করুন কুরআনকে, প্রয়োগ করুন ৬৭
 ৩. জিজ্ঞাসার জবাব খুজুঁন কুরআনের মধ্যেই ৬৮
১০. **কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৩ : কুরআন দ্বারা কুরআন বুঝুন** ৭৫
 ১. কুরআনই কুরআন বুঝার সর্বোত্তম পাথেয় ৭৫
 ২. কুরআন দ্বারা কুরআন ব্যাখ্যার উদাহরণ ৭৬
১১. **কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৪ : কুরআন বুঝতে হলে বুঝতে হবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা.কে** ৮১
 সীরাত ও সুন্নাহ দ্বারা কুরআন বুঝার উদাহরণ ৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা

১২. কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৫ : আল্লাহর বাণী বাহক নবী রসূলগণের মূল দাওয়াত কী ছিলো? ৮৬
১৩. কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৬ : রসূলের বিরুদ্ধে অপবাদ অভিযোগ দাবি দাওয়া ৮৯
১. রসূলের প্রতি আরোপিত মন্দ উপাধি ও অপবাদ সমূহ৮৯
২. কুরআনের বিরুদ্ধে প্রত্যাখ্যানকারীদের অপবাদ ৯১
৩. রসূলের নিকট প্রত্যাখ্যানকারীদের অভিযোগ ও দাবি দাওয়া ৯২
৪. দরবেশ, সুফী-সাধক ও দুনিয়া বিমুখ হবার দাবি ৯৫
১৪. কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৭ : বিরোধিতা ষড়যন্ত্র অত্যাচার নির্যাতন এবং আল্লাহর সাহায্য ৯৭
১. বিরোধিতা ও প্রতিরোধের প্রেক্ষাপট তৈরি ৯৭
২. নবী রসূলগণের বিরোধিতাকারীদের কর্মকান্ড ৯৯
৩. কুরআনের কাজে বিরোধিতাকারী কারা? ১০০
৪. শত্রুতা, বিদ্রূপ, বিবাদ ও বাধা প্রদানের ধরণ ১০১
৫. ষড়যন্ত্র যুলুম নির্যাতন হত্যা ১০৩
৬. বিরোধিতা ও যুলুম নির্যাতনের মোকাবেলায় করণীয় ১০৫
৭. ইসলাম এবং মুমিনরাই বিজয়ী হবে ১০৬
১৫. কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৮ : আংশিক নয় সমগ্র কুরআন দৃষ্টিতে রাখুন ১০৮

১

কুরআন বুঝার সহজ ও সঠিক উপায়

কুরআন যিনি বুঝতে চান, তার জন্যে কুরআন বুঝাটা কঠিন নয়, সহজ। এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম, যিনি যে কাজ করতে চান, তার জন্যে সে কাজ করাটা সহজ, অন্যদের জন্যে কঠিন। যিনি যে লক্ষ্যে পৌঁছুতে চান, তার জন্যে সে লক্ষ্যে পৌঁছাটা সহজ, অন্যদের জন্যে কঠিন।

যিনি চান তার জন্যে সহজ হবার কারণ হলো, তিনি চেয়েই বসে থাকেননা, বরং তিনি কার্যসিদ্ধির জন্যে এবং লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে-

১. প্রস্তুতি গ্রহণ করেন,
২. প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেন,
৩. পদক্ষেপ নেন, কাজ করেন,
৪. লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যান এবং
৫. ফল বা সাফল্যকে সার্বজনীন কল্যাণকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কুরআন বুঝার বিষয়টিও সেরকম। এর জন্যেও এ পাঁচটি কাজ অপরিহার্য। যিনিই এ পাঁচটি পদক্ষেপ নেবেন, তার জন্যে কুরআন বুঝা সহজ।

অপরদিকে স্বয়ং কুরআন মজিদও এতোটা সহজ যে, তাকে বুঝার জন্যে যে কেউ মনোযোগ দেবে, কুরআন উপলব্ধি করতে এবং কুরআনের মর্মার্থ বুঝতে তার কোনো প্রকার অসুবিধা হবে না। কুরআন নাযিলকারী মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

অর্থ : আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? (সূরা ৫৪ আল কামার : আয়াত ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

যিনি কুরআন জানার ও বুঝার জন্যে সংকল্প গ্রহণ করেন, প্রস্তুতি নেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যান, এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন :

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

অর্থ : যারা আমার উদ্দেশ্যে চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যায়, আমি অবশ্যি তাদেরকে

আমার পথ দেখাবো- আমার পথে পরিচালিত করবো। আর অবশ্যি আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন, যারা ভালো কাজ করে। (সূরা ২৯ আনকাবুত : আয়াত ৬৯)

যারা কুরআন বুঝতে চান তাদের জন্যে পরামর্শ

যারা কুরআন বুঝতে চান, তারা মূলত বুঝের লোক (man of understanding)। তারা যে বুঝের লোক, তাদের কুরআন বুঝার সংকল্পটাই সেটার প্রমাণ। আল্লাহ্র কালাম মহাগ্রন্থ আল কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে তাদের জন্যে আমাদের কয়েকটি পরামর্শ এখানে উপস্থাপন করছি।

১. আল কুরআনের সঠিক মর্যাদা উপলব্ধি করুন : আল কুরআন কার কিতাব? তিনি কেন এ মহাগ্রন্থ নাযিল করেছেন? এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় কি? এর উদ্দেশ্য কি? এর চূড়ান্ত লক্ষ্য কি? এ মহাগ্রন্থ মানা এবং না মানার পরিণতি কি? এসব বিষয়ে সঠিক বুঝ ও স্পষ্ট ধারণা অর্জন করুন।

২. কুরআন বুঝার সংকল্প করুন : এ বিষয়ে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, আপনার সংকল্পই আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

৩. কুরআন ভালোভাবে পড়তে শিখুন : যে কোনো গ্রন্থের পাঠ শিখা তা বুঝার প্রথম পদক্ষেপ। কুরআনের সঠিক ও সুললিত পাঠ আপনার হৃদয়কে কুরআন বুঝার জন্যে উর্বর করে তুলবে।

৪. কুরআনের ভাষা শিখুন : কুরআনের ভাষা আরবি। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে। বাংলা ভাষায় অগণিত আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আরবি ভাষা শিখা সহজ। আপনি আরবি শিখে নিন, কুরআন বুঝার দুয়ার আপনার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

৫. উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে শিখুন : শুধু কুরআনের ভাষা শিখলেই কুরআন বুঝা সম্ভব নয়, কুরআন সম্পর্কে সঠিক ও যথাযথ জ্ঞান এবং ধারণা রাখেন, এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট থেকে কুরআন শিখুন। তবেই এগিয়ে যেতে পারবেন কুরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধির পথে।

৬. যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে তাঁকে জানুন : মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে। কখন কি অবস্থায় তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি কিভাবে কুরআন শিক্ষা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সমাজে কিভাবে কুরআন প্রবর্তন করেছেন এবং কিভাবে কুরআনের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ মানব সমাজ তৈরি করেছেন? এসব ইতিহাস জেনে নিন।

৭. হাদিস পড়ুন : হাদিস কুরআনেরই ব্যাখ্যা। রসূলুল্লাহ সা. কুরআনে যে শিক্ষা ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যে পদ্ধতিতে কুরআনের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করেছেন, কুরআনের অনুসারী এবং কুরআনের বিরোধীদের সাথে যে যে আচরণ করেছেন- সেগুলোরই বাস্তব বিবরণ হলো হাদিস। হাদিস পাঠ করলে কুরআন বুঝার পথে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

৮. শানে নুযুল বা প্রেক্ষাপট জানুন : কুরআনের কোন্ অংশ, কোন্ হুকুম এবং কোন্ বিধান কোন্ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে- তা জানুন। এভাবে কুরআনি বিধানের উদ্দেশ্য অনুধাবন সহজ হবে।

৯. আমল ও অনুসরণ করুন : কুরআন বুঝার মোক্ষম উপায় হলো, কুরআনের উপর আমল করা, কুরআনের অনুসরণ করা, কুরআনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করা। মনে রাখবেন যারা কুরআনের অর্থ বুঝে, কিন্তু মেনে চলেনা তারা মূলত কুরআন বুঝেনি। কুরআন তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি।

১০. শিক্ষা দিন : আপনি কুরআনের যতোটুকু বুঝেছেন, তা অন্যদের শিক্ষা দিন। যিনি কুরআন অন্যদের শিক্ষা দেবেন, তার কুরআন বুঝার গতি হবে অন্যদের চাইতে অনেক অনেক বেশি। কারণ শিক্ষাদানের জন্যে নিজেকে শিখতে হয়, মনোযোগ আরোপ করতে হয় এবং ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হয়। এটা কুরআন বুঝার অতি উত্তম পদ্ধতি।

১১. কুরআনের দাওয়াত দিন : মানুষকে কুরআনের দিকে ডাকুন। কুরআনের উপদেশ, আদেশ ও বিধানের দিকে মানুষকে ডাকুন। মানুষকে কুরআন বুঝার দাওয়াত দিন, কুরআন পড়ার দাওয়াত দিন, কুরআন মানার দাওয়াত দিন। একাজ আপনার কুরআন বুঝার কাজকে তড়িৎগতি দান করবে।

১২. আংশিক নয়, সমগ্র কুরআন অধ্যয়ন করুন : বেছে বেছে কুরআনের কিছু কিছু অংশ অধ্যয়ন করা, কিছু কিছু অংশের দাওয়াত দেয়া, কিংবা কিছু কিছু অংশের দারস দেয়ার জন্যে কুরআনের দু'চারটে খণ্ডাংশের প্রস্তুতি নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়া দ্বারা কুরআন বুঝা সম্ভব নয়। আপনাকে গোটা কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। গোটা কুরআন একটি একক বিষয়বস্তু সম্বলিত গ্রন্থ। গোটা কুরআন আপনার দৃষ্টিতে রাখুন। এটাই কুরআন বুঝার সঠিক পথ।

১৩. উপহাস অপবাদ ও গালি সইয়ে চলুন : আপনি যখনই কুরআনের অনুসরণ করবেন এবং কুরআনের দাওয়াত দেয়া শুরু করবেন, তখনই আপনাকে শুনতে হবে তিরস্কার, উপহাস আর অপবাদ। আপনাকে গালি দেয়া হবে। -

এসবই আপনাকে ধৈর্যের সাথে সইয়ে যেতে হবে। এ অবস্থায় আপনি কুরআন পড়তে থাকুন এসময় আপনার করণীয় কী- কুরআন আপনাকে অবিরামভাবে তা বলে যেতে থাকবে। এ অবস্থায় আপনি দেখতে পাবেন কুরআন আপনার হৃদয়ের সাথে একাকার হয়ে যাবে।

১৪. বাধা ও অত্যাচার নির্যাতনের মোকাবেলা করুন : আপনি যখন উপহাস, অপবাদ ও গালি উপেক্ষা করে কুরআনের পথে এগিয়ে যেতে থাকবেন, তখন সমাজের ভিন্ন স্রোতের লোকেরা আপনাকে বাধা দেবে, কেউ আপনার কলার টেনে ধরবে, কেউ আপনাকে ঢিল ছুড়বে, আপনাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে, কেউ অস্ত্রাঘাত করবে, আপনাকে জখম করা হবে, এমন কি হত্যাও করা হতে পারে। আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হবে, আপনাকে উৎখাত করার চেষ্টা করা হবে।

কুরআনের কাজে এগিয়ে চললে এ সবই হতে পারে। আপনি এসবের মোকাবেলা করুন উত্তম পন্থায়, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আপনি কিভাবে এ অবস্থার মোকাবেলা করবেন- কুরআন পড়তে থাকলে, সবই ভেসে উঠবে আপনার চোখের সামনে। কুরআনের পরামর্শ মতো আপনি এগিয়ে চলুন। দেখবেন, কুরআনের উপলব্ধি আপনার জীবন প্রবাহের সাথে একাকার হয়ে গেছে। কুরআন আপনাকে বানিয়ে দেবে এক অসীম সাহসী দুর্জয়ী বীর।

১৫. কুরআনের পথে চলুন কুরআনের পথিকদের সাথে : যারা কুরআন পড়ে, কুরআন বুঝে, কুরআন বুঝায়, কুরআনের অনুসরণ করে, কুরআনের পথে চলে, কুরআনের দাওয়াত দেয়, আপনি তাদের সাথি হয়ে যান, দেখবেন আপনার সাথিরা কুরআনের পথে আপনাকে এগিয়ে নেবে পদে পদে।

১৬. কুরআনকে জীবনের গাইডবুক হিসেবে গ্রহণ করুন : কুরআন পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। কুরআনকে আপনার জীবন যাপনের 'গাইড বুক' হিসেবে গ্রহণ করুন। কুরআন জীবন যাপনের 'মাস্টার কী' (Master Key)। আপনার মুক্তি ও সাফল্যের সব পথের তালা খুলে দেবে এই কুরআন। তাই নিয়মিত বুঝে বুঝে কুরআন পড়ুন। কুরআন আপনার জন্যে সমস্ত কল্যাণের পথ খুলে দেবে। তখন দেখবেন আপনার সমস্ত চিন্তা চেতনা, ধ্যান ধারণা, জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া কুরআনের সাথে একাকার হয়ে যাবে।

❖❖❖

২

আল কুরআন : এক জীবন্ত মু'জিযা[১]

১. মু'জিযা কী?

মু'জিযা (معجزة) আরবি শব্দ। এটি এসেছে عجز (ইজ্য্) এবং اعجاز (ইজায) শব্দদ্বয় থেকে। ইজ্য্ এবং ইজায মানে- অক্ষমতা, দুর্বলতা, অসহায়ত্ব; অলৌকিক এবং বিস্ময়কর কোনো কিছু। সুতরাং মু'জিযা মানে- এমন অলৌকিক ও বিস্ময়কর জিনিস, যার মতো করতে বা তৈরি করতে বা সৃষ্টি করতে বা ঘটাতে মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম এবং সম্পূর্ণ অসহায়।

মু'জিযা হলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে নবী রসূলগণের এমন কোনো ঘটনা সংঘটিত করা, বা এমন কোনো জিনিস উপস্থাপন করা, বা কোনো অদৃশ্য কিংবা ভবিষ্যত ঘটনা বলে দেয়া, যা বিস্ময়কর এবং সম্পূর্ণ অলৌকিক; যা নবী রসূলগণ ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সংঘটিত করা, উপস্থাপন করা, বা বলে দেয়া অসম্ভব। এ ধরনের অলৌকিকত্ব চ্যালেঞ্জ করতে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় ও ব্যর্থ।

পারিভাষিক দিক থেকে মু'জিযা শব্দটি শুধুমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের সাথে সম্পর্কিত, বিশেষভাবে আখেরি নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের সাথে সম্পর্কিত।

নবী রসূলগণের মু'জিযাকে কুরআন মজিদে আয়াত (اٰية বহুবচনে اٰيات) বলা হয়েছে। আয়াত মানে নিদর্শন (sign)।

নবীগণ ছাড়া সমস্ত মানুষই মু'জিযা ঘটাতে অক্ষম এবং নবীগণের মু'জিযার সামনে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়। আর নবী রসূলগণও মু'জিযা আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করে থাকেন। তাঁরা ইচ্ছা করলেই নিজেদের পক্ষ থেকে মু'জিযা সংঘটিত করতে পারেন না : وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط

অর্থ : আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আয়াত (মু'জিযা) উপস্থাপন করা কোনো রসূলের কাজ নয়। (সূরা ১৩ আর রা'দ : আয়াত ৩৮)

---

১. এটি ১৭ জুলাই ২০০৯ তারিখে রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি আয়োজিত মাসিক টট্ (TOT) ক্লাসের ২৫তম অধিবেশনে প্রদত্ত লেখকের বক্তব্য।

২. মু'জিযার উদ্দেশ্য কী?

নবী রসূলগণকে প্রদত্ত আয়াত বা মু'জিযার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, নবী রসূলগণ যে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত, সে বিষয়ে অবিশ্বাসীদের আশ্বস্ত করা এবং তারা যেনো ঈমান আনার মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের অনুসারী হয় সে চেষ্টা করা।

মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে বলেছিলেন :

قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ○

অর্থ : (মূসা এবং হারুণ ফেরাউনকে আরো বলেছিল) আমরা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আয়াত (মু'জিযা) নিয়ে এসেছি, সুতরাং হিদায়াতের অনুসারীই শান্তি লাভ করবে। (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৪৭)

রসূলগণ অবিশ্বাসীদের দাবির প্রেক্ষিতে আল্লাহর নিকট মু'জিযার প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু মু'জিযা প্রদর্শনের পর তারা ঈমান আনতে অস্বীকার করে এবং মু'জিযাকে ম্যাজিক বলে আখ্যায়িত করে।

রসূলগণ আশা করতেন, হয়তো তাদের দাবি অনুযায়ী মু'জিযা প্রদর্শন করলে তারা ঈমান আনবে, তাই তারা আল্লাহর কাছে মু'জিযার প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ তায়ালা নবীগণের সান্ত্বনার জন্যে মু'জিযা প্রদান করতেন, তবে বলে দিতেন :

وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ج

অর্থ : তারা সব আয়াত (মু'জিযা) দেখলেও তাতে ঈমান আনবেনা। (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৪৬)

৩. মু'জিযার প্রকারভেদ

নবী রসূলগণকে প্রদত্ত আয়াত বা মু'জিযা প্রধানত তিন প্রকার। সেগুলো হলো :

১. কোনো অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করা,

২. গায়েব-এর সংবাদ বলা এবং

৩. আল্লাহর বাণী।

অতীতের রসূলগণকে আল্লাহ পাক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করার মু'জিযা বেশি বেশি প্রদান করেন। তিনি মূসা আলাইহিস সালামকে নয়টি সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রদান করেন।[২] এর মধ্যে ছিলো লাঠির মু'জিযা, বগলে হাত ঢুকিয়ে জ্যোতির্ময় হাত বের করা, রক্ত বর্ষণ, ব্যাঙের উৎপাত ইত্যাদি। সালেহ আলাইহিস সালামকে

---

২. সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ১০১; সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৩৩।

দিয়েছিলেন উটনির মু'জিযা।[৩] ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত করা এবং গায়েব-এর সংবাদ বলে দেয়ার মু'জিযা প্রদান করেছিলেন। ভূমিষ্ট হবার সাথে সাথে তিনি ইসরায়েলীদের নিকট নিজের নবুয়্যতের ঘোষণা প্রদান করেন।[৪] তাঁর মু'জিযা সমূহের বিষয়ে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে :

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

অর্থ : (ঈসা ইসরায়েলীদের বলেছিল:) আমি তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের জন্যে আয়াত (মু'জিযা) নিয়ে এসেছি : আমি কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করে তাতে ফু দেবো। ফলে আল্লাহর হুকুমে তা (জীবন্ত) পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দেবো এবং মৃতকে জীবিত করবো আল্লাহর হুকুমে। আর তোমরা ঘরে যা খাও এবং যা সঞ্চয় করো সে বিষয়ে তোমাদের খবর দেবো। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৪৯)

৪. আল কুরআন : মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র সা. মু'জিযা

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-কে ইন্দ্রীয় মু'জিযার পরিবর্তে জ্ঞানগত মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। তাহলো আল কুরআন। আল কুরআনের মু'জিযা হবার অর্থ- এ কিতাব অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর বাণী। কোনো মানুষের পক্ষে অনুরূপ কোনো গ্রন্থ রচনা করা, এমনকি এটির একটি ছোট অধ্যায়ের (সূরার) মতো কোনো অধ্যায় (সূরা) রচনা করাও একেবারেই অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে কুরআনের মোকাবেলায় মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় এবং কুরআনের প্রতিপক্ষ হতে মানুষ সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

বিরুদ্ধবাদীরা মুহাম্মদ সা.-এর নিকট তাঁর নবুয়্যতের পক্ষে মু'জিযা দাবি করতো। রসূল সা. নিজেও ভাবতেন, ওদের দাবি অনুযায়ী কোনো মু'জিযা দেখিয়ে দিলে হয়তো লেঠা চুকে যাবে, তারা আমার নবুয়্যত মেনে নেবে। কিন্তু অতীতে কোনো নবীর বেলায় এমনটি হয়নি। তাদেরকে মু'জিযা দেয়া হয়েছিল, তারা তা জনসমক্ষে প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তারপরও বিরোধিতাকারীরা ঈমান আনেনি।

---

৩. সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৬৪।

৪. দ্রষ্টব্য : সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ২৭-৩৫।

তাই মুহাম্মদ সা.-কে জানিয়ে দেয়া হলো :

وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ج

অর্থ : তারা আমার প্রতিটি আয়াত (মু'জিযা) দেখলেও তাতে ঈমান আনবেনা। (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৪৬)

আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল সা.-কে জানিয়ে দেয়া হলো এবং পরামর্শ দেয়া হলো :

وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ط قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ج هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ○

অর্থ : তুমি যখন তাদের সামনে কোনো আয়াত (মু'জিযা) পেশ করছোনা, তখন তারা বলে : তুমি নিজের (নবুয়্যত প্রমাণের) জন্যে কোনো আয়াত বেছে নাওনি কেন? তুমি তাদের বলো : আমি তো কেবল অহির অনুসরণ করি, যা আমার প্রভু আমার কাছে পাঠান। এটি তো অন্তর্দৃষ্টির আলো তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এবং পথনির্দেশ ও অনুকম্পা তাদের জন্যে, যারা মেনে নেয়। (সূরা ৭ : ২০৩)

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ○

অর্থ : তাদের জন্যে কি (মু'জিযা হিসেবে) যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি, যা তাদের তিলাওয়াত করে শুনানো হয়। এতে অবশ্যি রয়েছে অনুকম্পা এবং উপদেশ তাদের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে। (সূরা ২৯ আনকাবুত : আয়াত ৫১)

৫. কুরআন সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ মু'জিযা (Perfect Miracle)

কুরআন মজিদ সকল দিক থেকে, সর্বাঙ্গীনভাবে এবং সকল বিবেচনায় এক অপ্রতিদ্বন্দী ও অপ্রতিহত মু'জিযা। এই মু'জিযা শাশ্বত, চিরন্তন ও জীবন্ত। এই মু'জিযা সর্বব্যাপী ও চিরবিস্ময়। আল কুরআনের এই মু'জিযা প্রধানত এর :

১. ভাষাগত, ২. ভাবগত, ৩. গুণগত, ৪. জ্ঞানগত, ৫. বোধগত, ৬. বুদ্ধিগত (যুক্তিগত), ৭. ফলগত, ৮. প্রভাবগত, ৯. প্রত্যয়গত, ১০. সত্যতাগত, ১১. শুদ্ধতাগত, ১২. সুরক্ষাগত।

এই সকল দিক থেকেই কুরআন বিস্ময়কর মু'জিযা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি কুরআন মজিদে মু'জিযাকে বলা হয়েছে আয়াত। আয়াত-এর আভিধানিক

অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা নিজেই কুরআন মজিদের একটি নাম নির্ধারণ করেছেন আয়াতুল্লাহ (آيَاتُ اللهِ) অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন। আবার কুরআনের প্রতিটি বাক্যকেও পৃথক পৃথক ভাবে আয়াত (নিদর্শন) বলা হয়। এর অর্থ সামগ্রিকভাবে গোটা কুরআন এবং পৃথকভাবে এর প্রতিটি বাক্য একেকটি মু'জিযা।

৬. আল কুরআনের জীবন্ত ও বিস্ময়কর মুজিযা সমূহ

০১. অদৃশ্য স্রষ্টার দৃশ্য বাণী : মানুষ তার স্রষ্টাকে দেখেনা, তিনি অদৃশ্য। কিন্তু আমরা তাঁর বাণী পড়ি, দেখি, শুনি, পড়ে আন্দোলিত হই। কুরআন অনুভব ও বিশ্বাসে আমাদেরকে স্রষ্টার সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। আমরা কথা বলি আমাদের প্রিয় প্রভুর সাথে কুরআনের ভাষায়।

০২. কুরআন বার্তা প্রেরণ এবং গ্রহণের বিস্ময় message sending and receiving miracle : আরেক অনন্য মুজিযা হলো, সীমাহীন দূরত্ব থেকে বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ কৌশল। অথচ রসূলের কাছে তখন কোনো যন্ত্র ছিলোনা।

০৩. নিরক্ষর ব্যক্তির হৃদয়ে মহাজ্ঞান ভান্ডার : মানুষ বিস্ময়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ়। তাই তারা এটার মানবীয় ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে কবিতা, ম্যাজিক, জ্যোতির্বিদ্যা, জিনে ধরা, পাগলের বার্তা ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে। কিন্তু নিজেদের এসব মন্তব্যের উপর নিজেরাও স্থির থাকতে পারেনা।

০৪. বিস্ময়করভাবে ২৩ বছরের বিচ্ছিন্ন বার্তা সমূহ স্মৃতিতে অবিচ্ছিন্ন ধারণ।

০৫. অফুরন্ত জ্ঞান ভান্ডার : কুরআন মজিদ জ্ঞানের এক অফুরন্ত ফল্গুধারা যা কখনো ফুরায় না। এর জ্ঞানভান্ডার অতীতের গর্ভে বিলীন হয়না এবং ভবিষ্যতের আগমনে অকেজো হয়না। সূর্যালোকের মতো প্রতিদিনই ঘটে এর জ্ঞানের নবোদয়।

০৬. সত্য অনির্বান : একদিকে অবতীর্ণের সূচনা থেকে কুরআনের সত্যতা ছিলো অনাবিল স্বচ্ছ। অপরদিকে মানব জ্ঞানের পরিধি যতোই বাড়ছে, ততোই প্রকাশিত ও বিকশিত হচ্ছে আল কুরআনের বিস্ময় ও সত্যতা।

০৭. সার্বজনীনতা : আল কুরআনের আরেক বিস্ময় হলো এর সার্বজনীনতা। কুরআন বলছে তাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে (সূরা ২:১৮৫, ১৪:০১)। বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষী বিশ্বের সর্বগোত্র, সর্বজাতি, সর্বধর্ম, সর্বভাষা, সর্ববর্ণ এবং সর্বশ্রেণীর নারী কিংবা নর যে-ই কুরআন শুনেছে, পাঠ করেছে এবং হৃদয়ঙ্গম করেছে, সে-ই কুরআনকে হৃদয় দিয়েছে, এর

প্রতি ঈমান এনেছে এবং এটিকে জীবন যাপনের গাইড বুক হিসেবে গ্রহণ করেছে।

০৮. কুরআন কাঁপিয়ে দেয় পাষাণের হৃদয় : আরব কি অনারব, যে-ই মনোযোগ দিয়ে কুরআন পড়ে, বুঝার চেষ্টা করে কুরআনের বক্তব্য, যতোই পাষাণ হৃদয় হোক তার, কুরআন কাঁপিয়ে তোলে তার সত্তাকে। তারপর বিগলিত করে দেয় তার হৃদয় মন। উমর থেকে নিয়ে আহমদ দীদাত এবং হাজারো আধুনিক মানুষ পর্যন্ত ১৪শ বছরের ইতিহাস এর সাক্ষী।

০৯. কুরআন শত্রুকে আপন করে দেয় : আল্লাহর রসূলের যারা ছিলো জানের শত্রু, কুরআন শুনে কিংবা কুরআন পড়ে তারা হয়ে যায় তাঁর প্রাণের বন্ধু। উমর, আমর, আকরামা এবং খালিদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ইতিহাস তো আর ইতিহাস থেকে মুছে যায়নি। আজো অব্যাহত রয়েছে সেই ধারা। থাকবে চিরকাল। এ এক মহাবিশ্বয়।

১০. ভাষাবিশারদ মহা পন্ডিতরা সব কুপোকাত : যারা ধারণা করেছিল, কিংবা শত্রুতার বশে বা বিদ্বেষ বশে বলেছিল, কুরআন স্রষ্টার বাণী নয়। এগুলো কোনো কবির শিখিয়ে দেয়া বুলি, কিংবা জিনেরা শিখিয়ে দেয়, কিংবা কোনো ভাষাবিশারদ রাতে এসে মুখস্ত করিয়ে দেয়, কিংবা সবই ম্যাজিক, কিংবা অতীতের কাহিনী মাত্র; কুরআন তাদেরকে অনুরূপ একটি কুরআন, কিংবা অন্তত একটি সূরা তৈরি করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করে। এ চ্যালেঞ্জের সামনে সবাই জানে আরবি ভাষার রথি মহারথি কবি পন্ডিতরা সবাই কুপোকাত।

১১. ভাষার মাধুর্য আর সুরের সম্মোহন অবিরাম নিশিদিন।

১২. প্রতিনিয়ত পঠন, পাঠন, লিখন, শিখন, বিশ্বময়। শিশু কিশোর, যুবক বৃদ্ধ, নারী পুরুষ সকলে সব সময়।

১৩. প্রতিনিয়ত হিফয এবং প্রতি যুগে লাখো লাখো হাফেযে কুরআন।

১৪. প্রতিদিন সালাতে পাঠ করে শত কোটি মানুষ।

১৫. দিবানিশি দরস, তফসির, গবেষণার ধারা চলছে অবিরাম।

১৬. সম্পূর্ণ অবিকৃত : যেমন নাযিল হয়েছে, তেমনই আছে।

১৭. সংস্কার ও সম্পাদনা মুক্ত। এ কাজের কোনো প্রয়োজন পড়েনি, পড়বেওনা।

১৮. কোনো প্রকার বিরোধপূর্ণ বক্তব্য নেই : সবই পরিপূরক।

১৯. সকল তত্ত্ব ও তথ্য সত্য প্রমাণিত : যেমন সব কিছুর জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি (সূরা জারিয়াত : ৪৯) মাতৃগর্ভে সন্তানের ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া (সূরা মু'মিনুন ১২-১৪) এবং আরো অনেক বিষয়।

২০. সকল ভবিষ্যত বাণী সত্য প্রমাণিত : যেমন নবীকে মক্কায় ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা (সূরা কাসাস : ৮৫), মক্কা বিজয় (সূরা আল ফাতহ : ১)।

২১. তাৎপর্য সমূহ উন্মোচিত হয়ে চলেছে : জ্ঞান গবেষণার ক্রমোন্নতি এবং ভবিষ্যতের আগমন ক্রমেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর ভাবে প্রকাশ করে চলেছে কুরআনের বক্তব্য ও তত্ত্ব সমূহের তাৎপর্য।

২২. স্রষ্টা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ : তাঁর এককত্ব, অনন্যতা ও সঠিক মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে। এ যেনো একেবারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

২৩. মানব জীবনের সূচনা ও ধারাবাহিকতা এবং সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে চিরন্তন ও অনাবিল গাইড লাইন।

২৪. জগত ও জীবন সম্পর্কে নিখুঁত ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন।

২৫. মানব সৃষ্টির সূচনা এবং মানব জাতির বংশগত ঐক্যের তথ্য প্রকাশ।

৭. কুরআন এক শাশ্বত ও জীবন্ত মু'জিযা

আল কুরআন সর্বজয়ী সাবলীল বচনের অবিরল বন্ধনে, নিরেট সত্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচনে, ভাব ব্যঞ্জনার অদম্য সম্মোহনে, অনাবিল সুরের অনুপম আবেশে অনির্বাণ। আল কুরআন শাশ্বত জীবন পদ্ধতির জৌতির্ময় প্রকাশে, ভাব অনুভবের অপূর্ব প্রতিফলনে, বক্তব্যের যৌক্তিকতায়, বিবেকের অভ্যর্থনায় প্রশান্তিময়। ভাষা ও বাকরীতির অনন্য উচ্চতায়, ভাব ও বাস্তবতার নিখুঁত বাঁধনে, বিষয়বস্তু ও ভাষণের অটুট সাদৃশ্যে কুরআন এক চিরন্তন বিস্ময়। সত্যের অনাবিল আলোকচ্ছটার অনুপম সম্মোহনে আল কুরআন হৃদয়াবেগ সৃষ্টিতে বহমান নদীর অবিরল ধারা। আল কুরআন আহত হৃদয়ের সান্ত্বনা আর ব্যাহত পথের নির্দেশনা। আল কুরআন সুস্থ বিবেকের প্রশান্তি এবং বক্র মানুষের মর্মজ্বালা।

কুরআনকে ভ্রান্ত বলার এবং ব্যর্থ করার সাধ্য কারো নেই। কুরআনকে নি:শেষ করার প্রসেস মানুষের আয়ত্বে নেই।

কুরআন সর্বজয়ী সর্বজ্ঞানী সর্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র বাণী। কুরআনের বাণী ও ভাষ্য চিরন্তন, চির শাশ্বত ও চিরঞ্জীব। বিশ্ববাসীর কাছে কুরআন এক জীবন্ত মু'জিযা। মানব সমাজের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা শুধুমাত্র আল কুরআনের অনুবর্তন কিংবা প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই নিহিত।

❖❖❖

৩

মুক্তির মনুমেন্ট আল কুরআন

১. আল কুরআন আল্লাহর অনির্বান আলো

আল কুরআন বিশ্ববাসীর জন্যে মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত জীবন যাপনের বিধান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জিবরিল আমীনের মাধ্যমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। এটি অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর বাণী। এতে কোনো প্রকার শোবা-সন্দেহ নেই। এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাণী, প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি তথ্য, প্রতিটি তত্ত্ব, প্রতিটি সংবাদ, প্রতিটি খবর, প্রতিটি ভবিষ্যত বাণী এবং এতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা অকাট্য সত্য।

আল কুরআন আল্লাহর বাণী হবার ব্যাপারে ঐতিহাসিকভাবেও কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় নেই। গত দেড় হাজার বছরে কেউ আল কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। যে-ই এসেছে চ্যালেঞ্জ করেছে, সে-ই হয়েছে কুপোকাত। আল কুরআন মানব জাতির প্রতি বিশ্ব-স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালার এক অসীম ও অফুরন্ত অনুগ্রহ। এ কুরআন গোটা মানব জাতির জন্যে আল্লাহর দেয়া নির্ভুল পথ-নির্দেশ ও শাশ্বত জীবন-বিধান।

এই মহাগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু 'মানুষ'। কিসে মানুষের ভালো আর কিসে মানুষের মন্দ? কোন্‌টি মানুষের কল্যাণের পথ আর কোনটি অকল্যাণের? কিসে মানুষের লাভ আর কিসে তার ক্ষতি? কোন্‌টি মানুষের ধ্বংসের পথ আর কোন্‌টি মুক্তির? কোন্‌টি শাস্তির পথ আর কোন্‌টি পুরস্কারের? কোন্‌টি মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ আর কোন্‌টি তাঁর অসন্তুষ্টির? -কুরআনের সব কথা আলোচিত হয়েছে এই লক্ষ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই।

মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধান ও হুকুম জানাবার জন্যে তিনি এক সুন্দর ও অনুপম নিয়ম প্রবর্তন করেন। সেই মানব সৃষ্টির প্রথম থেকে তিনি মানুষের মধ্য থেকেই কিছু লোককে নবী রসূল নিযুক্ত করেন। এই নবী রসূলদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পথ ও তাঁর হুকুম বিধান জানিয়ে দিতে থাকেন। মুহাম্মদ সা. আল্লাহর সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আল্লাহ পৃথিবীতে আর কোনো নবী পাঠাবেন না। মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ তাঁর প্রতি আল কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন আল্লাহ

প্রদত্ত সর্বশেষ কিতাব। আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী, পৃথিবীতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর পর যেমন আর কোনো নবী তিনি পাঠাবেন না, ঠিক তেমনি আল কুরআনের পর আর কোনো কিতাবও পাঠাবেন না।

আল কুরআনই আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়, রিসালাতের মর্যাদা, পরকালীন জবাবদিহিতা এবং জান্নাত এবং জাহান্নাম সম্পর্কে জানবার মূল সূত্র। একমাত্র এ কিতাবের মাধ্যমেই মানুষ খুঁজে পেতে পারে নিজের মুক্তির পথ। লাভ করতে পারে সত্য সঠিক জীবন বিধান। বিশ্বের সমস্যা নিপীড়িত ও শান্তির অন্বেষী মানবতাকে কেবল এ কিতাবই দিতে পারে সুখ শান্তি ও মুক্তির দিশা। এ কিতাবই এখন বিশ্ব মানবতার সামনে মুক্তির একমাত্র মনুমেন্ট।

২. শান্তির পথ মুক্তির পথ আল কুরআন

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তাই কী বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে এবং কী পদ্ধতিতে জীবন-যাপন করলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হবে, তা একমাত্র মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহই জানেন। পরম করুণাময় স্রষ্টা মহান আল্লাহ মানুষের জীবন-দর্শন ও জীবন-যাপন পদ্ধতি হিসেবে নাযিল করেছেন আল কুরআন। এ কুরআনই মানুষের শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র গ্যারান্টি। আল্লাহ বলেন :

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ ۝

অর্থ : আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক আলো (নবী মুহাম্মদ সা.) এবং একটি সত্য ও সঠিক পথ প্রকাশকারী কিতাব, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর সন্তোষ সন্ধানকারীদের শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখান এবং নিজের ইচ্ছায় তিনি তাদের বের করে আনেন সকল প্রকার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, আর তাদের পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে (to the straight way)।' (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ১৫-১৬)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ۝

অর্থ : হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিকারী প্রমাণ (নবী মুহাম্মদ সা.), তাছাড়া আমরা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি একটি সুস্পষ্ট কিতাব (অর্থাৎ আল কুরআন)'। (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৭৪)

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۝

অর্থ : এটি (আল কুরআন) হচ্ছে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সত্যায়িত প্রমাণ এবং সেই লোকদের জন্যে শাশ্বত গাইড ও অনুকম্পা, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে।' (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ২০৩)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج

অর্থ : আমি আমার রসূলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি আল কিতাব আর সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি, যাতে করে মানবজাতি সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।' (সূরা ৫৭ আল হাদীদ : আয়াত ২৫)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ۝

অর্থ : এটি (আল কুরআন) মানবজাতির জন্যে একটি সুস্পষ্ট বিবরণ (plain statement) আর বিবেকের অনুসারীদের জন্যে একটি জীবন পদ্ধতি ও পথ নির্দেশ।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৩৮)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ : আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব (আল কুরআন) নাযিল করেছি, যা প্রতিটি জিনিসের পরিষ্কার বিবরণ সম্বলিত। তাছাড়া আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলিমদের) জন্যে এটি একটি শাশ্বত জীবন-পদ্ধতি, একটি অনুকম্পা এবং সুসংবাদ।' (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৮৯)

মানুষের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার এ বাণীগুলো থেকে আল কুরআনের প্রকৃত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ যেনো কুরআনের জীবন্ত ছবি। এই ছবিতে আঁকা হয়েছে :

- কুরআন সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শক।
- কুরআন মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখায়।
- কুরআন আল্লাহর সন্তোষ সন্ধানকারীদের সকল প্রকার অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনে।
- কুরআন আল্লাহর সন্তোষ সন্ধানকারীদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে।
- কুরআন এক সুস্পষ্ট আলো।

- কুরআন আল্লাহর অবতীর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সত্যায়িত প্রমাণ।
- কুরআন বিশ্বাসীদের জন্যে শাশ্বত গাইড।
- কুরআন বিশ্বাসীদের জন্যে এক অতিবড় অনুকম্পা।
- কুরআন সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি।
- মানব জাতিকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠা করাই কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য।
- কুরআন একটি জীবন-পদ্ধতি, একটি পথ নির্দেশ।
- কুরআন এক অতিবড় অনুকম্পা ও সুসংবাদ।

৩. অনুসরণ করা ছাড়া সুফল লাভ করা যায়না।

কিন্তু, যে কোনো বাণীর মতোই আল কুরআনের বাণীও বিমূর্ত উপদেশ ও পথ-নির্দেশই বটে। শুধু অনুসরণ, অনুবর্তন এবং বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই আল্লাহর বাণী হয়ে উঠতে পারে মূর্ত এবং মানুষ লাভ করতে পারে তার সুফল ও কার্যকারিতা। আর মূলত মানা ও বাস্তবায়ন করার জন্যেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝

অর্থ : এ (কুরআন) হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ (command), এটি তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। অতএব যে-ই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করাকে ভয় করে চলবে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় জীবন যাপন করবে, তার অপরাধসমূহ মুছে দেয়া হবে এবং সম্প্রসারিত (enlarge) করা হবে তার জন্যে শুভ পুরস্কার।' (সূরা ৬৫ আত তালাক : আয়াত ৫)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

অর্থ : আর আমাদের অবতীর্ণ এ কিতাব সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। তাই তোমরা এটিকে অনুসরণ করো, মেনে চলো এবং (এতে প্রদত্ত) নির্দেশ অমান্য করাকে ভয় করো। আশা করা যায় এভাবেই তোমরা (আল্লাহর) অনুকম্পা লাভ করতে সক্ষম হবে।' (সূরা ৬ আল আনআম : আয়াত ১৫৫)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ۝

অর্থ : এভাবেই আমরা এ কুরআনকে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি (কর্তৃপক্ষের) চূড়ান্ত রায় হিসেবে। (হে মুহাম্মদ!) আল্লাহর বিধানের জ্ঞান তোমার কাছে পৌঁছে

যাবার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশি ও দাবির অনুসরণ করো, তবে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে না কোনো অভিভাবক পাবে আর না কোনো রক্ষক।' (সূরা ১৩ আর রা'দ : আয়াত ৩৭)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

অর্থ : অবশ্যি আমরা এ কুরআন বুঝার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছি। অতএব কে আছে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে? (সূরা ৫৪ আল কামার : আয়াত ৪০)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ○

অর্থ : যারা (আল্লাহর হুকুম) অমান্য করছে তাদের ধ্বংস নিশ্চিত। আর আল্লাহ তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে দিয়েছেন। এমনটি এজন্যে করেছেন যেহেতু তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অনুসরণ করতে অপছন্দ করেছে। ফলে তিনি তাদের সমস্ত আমল ও কার্যক্রম নিষ্ফল বানিয়ে দিয়েছেন।' (সূরা ৪৭ মুহাম্মদ : আয়াত ৮-৯)

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ج

অর্থ : (হে মুহাম্মদ!) আমরা গোটা মানব সমাজের জন্যে এ মহাসত্য কিতাব (কুরআন) তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এখন যে ব্যক্তিই এতে প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করবে, তাতে সে নিজেরই কল্যাণ করবে।' (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৪১)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلاً ○ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ○

অর্থ : (হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার প্রতি আল কুরআন নাযিল করেছি অল্প অল্প করে (by stages)। অতএব, তুমি দৃঢ়তার সাথে তোমার প্রভুর নির্দেশ পালনে অটল থাকো। আর তাদের (সমাজের) মধ্যকার কোনো পাপিষ্ঠ কিংবা অবিশ্বাসীর আনুগত্য-অনুসরণ করোনা।' (সূরা ৭৬ আদ দাহার : আয়াত ২৩-২৪)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ আল কুরআন নাযিল করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্যে। তিনি কুরআন নাযিল করেছেন মানুষের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হিসেবে, যাতে করে মানুষ কুরআনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করে। যাতে করে মানুষ বাস্তব জীবনে কুরআন মেনে চলা ও অনুসরণ

করার মাধ্যমে অর্জন করে দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও কল্যাণ। এ আয়াতগুলোর সার কথা হলো :

- কুরআন হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ (Command)।
- যারা আল্লাহর এই নির্দেশের ভিত্তিতে জীবন যাপন করবে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের দেয়া হবে সম্প্রসারিত পুরস্কার।
- কুরআন মানুষের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি যদি মানুষ কুরআন মেনে চলে এবং এর ভিত্তিতে জীবন যাপন করে।
- কুরআন মহাবিশ্বের একমাত্র কর্তৃপক্ষ মহান আল্লাহ প্রদত্ত রায়।
- কুরআন বাদ দিয়ে মানব রচিত নিয়ম-বিধি অনুসরণ করা মানে আল্লাহর অভিভাবকত্ব থেকে বিমুখ হওয়া।
- কুরআন বুঝা এবং এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা খুবই সহজ।
- আল্লাহর হুকুম অমান্য করা মানে নিজেকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করা।
- কুরআন অমান্যকারীদের সমস্ত কর্মতৎপরতা নিষ্ফল যাবে।
- যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণ করবে সে নিজেরই কল্যাণ করবে।
- কুরআন ভাগে ভাগে নাযিল করা হয়েছে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নির্দেশের উপর অটল থাকার জন্যে।
- কুরআন অমান্যকারী পাপিষ্ঠদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব অস্বীকার ও অমান্য করতে হবে।

একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো, মানুষ যদি শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণ চায় , তবে তাকে অবশ্যি আঁকড়ে ধরতে হবে আল কুরআন। এছাড়া শান্তি মুক্তি ও কল্যাণের বিকল্প কোনো পথ নেই। তাছাড়া যারা আল্লাহর বাণী হিসেবে আল কুরআনের প্রতি ঈমান রাখেন, শুধুমাত্র আল কুরআনের অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি ও সাফল্যের গ্যারান্টি। অপরদিকে কুরআনের অনুসরণ ও বাস্তবায়নের পথ পরিত্যাগ করাই হলো তাদের ধ্বংস ও অধ:পতনের উন্মুক্ত গহ্বর।

৪. মানার কিতাব বুঝার কিতাব আল কুরআন

আল্লাহ যখনই কোনো নবীর মাধ্যমে কোনো জাতির কাছে কিতাব নাযিল করেছেন, তা করেছেন অনুসরণ, অনুকরণ করার জন্যে এবং সে কিতাব অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যে। তিনি এই একই উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে মানুষের জন্যে কুরআন নাযিল করেছেন। একথা তিনি কুরআনে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন :

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ
اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ص وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۝
اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ج فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ج فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا
ط سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ۝

অর্থ : আর আমি এ কিতাব নাযিল করেছি একটি আশির্বাদপূর্ণ (blessed) কিতাব হিসেবে। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং (এর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে) আল্লাহকে ভয় করো। এভাবেই তোমরা লাভ করবে অনুকম্পা (mercy)। (এ কিতাব অবতীর্ণের পর) এখন আর তোমরা একথা বলতে পারবে না যে : কিতাব তো দেয়া হয়েছিল আমাদের পূর্বের দুটি দলকে (ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে) এবং তারা তাতে কী পাঠ করতো, তাতো আমরা কিছুই জানিনা।' কিংবা এখন আর তোমরা এ অভিযোগও করতে পারবেনা যে : আমাদের প্রতি যদি কিতাব নাযিল হতো, তবে আমরা ওদের চাইতে অধিক সঠিক পথের অনুসারী হতাম।' সুতরাং এখন আর এসব কথা বলার সুযোগ নেই। এখন তো তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ (clear proof), পথনির্দেশ (guidance) এবং অনুকম্পা (mercy) এসেছে। এখন যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার চাইতে বড় ভুল আর কে করবে? যারা আমার আয়াত (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাদের এই সত্য বিমুখতার কারণে আমি তাদের নিকৃষ্ট আযাবে (evil torment) নিমজ্জিত করবো।' (সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১৫৫-১৫৭)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কুরআন নাযিল করা হয়েছে অনুসরণ করার জন্যে। স্বয়ং আল্লাহ কুরআনকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর অনুসরণ করার জন্যে অবশ্যি কুরআন পড়তে এবং বুঝতে হবে।

কিতাব নাযিল না করলে না পড়ার, না বুঝার ও অনুসরণ না করার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত অভিযোগ থাকতে পারতো, কিন্তু এখন আর সে অভিযোগ করার সুযোগ নেই।

এখন যে ব্যক্তি কুরআন বুঝার ও অনুসরণ করার চেষ্টা করবে না, সে সব চাইতে বড় যালিম। সে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট শাস্তি ভোগ করবে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন, তা-ই সত্য সঠিক পথ। এটাই দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ। এ জন্যে কুরআন প্রদর্শিত পথ হচ্ছে নূর বা আলো। এ ছাড়া বাকি সব মত ও পথ হচ্ছে অন্ধকার। কারণ বাকি সবই জাহান্নামের পথ। আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্যে :

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থ : হে মুহাম্মদ! এটি একটি কিতাব। আমরা এটি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানুষকে অন্ধকার রাশি থেকে আলোতে নিয়ে আসো।' (সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ১)

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

অর্থ : কাজেই যারা তাঁর (রসূলের) প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং তার প্রতি যে নূর (আল কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে- তা মেনে চলে, তারাই হবে সফলকাম।' (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৫৭)

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍ م بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থ : তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর দাসের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (কুরআন) নাযিল করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে।' (সূরা ৫৭ আল হাদীদ : আয়াত ৯)

এ আয়াতগুলোতে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলো মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসা।

যে ব্যক্তি কুরআন বুঝলোনা, তার কাছে তো আলো আর অন্ধকার দুটোই সমান।

সুতরাং আলো দেখতে হলে কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন না বুঝলে আলোতে আসার সুযোগ কোথায়?

কুরআন বলছে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন যেনো মানুষ কুরআনের বক্তব্য বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, তা থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে :

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا○

অর্থ : এরা কি এ কুরআনকে চিন্তাভাবনা ও বিচার বিবেচনা (consider) করে

দেখেনা? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত হতো, তবে অবশ্যি তারা এতে বক্তব্যের অসংগতি খুঁজে পেতো।' (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৮২)

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ۝

অর্থ : এটি একটি বই। আমরা এটি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি। এটি একটি আশির্বাদ। এই আশীর্বাদ গ্রন্থ আমরা এজন্যে নাযিল করেছি যাতে করে মানুষ এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং বুঝ-বিবেকওয়ালা লোকেরা যেনো এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।' (সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ২৯)

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا۝

অর্থ : তারা কি মনোযোগ সহকারে কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেনা? নাকি তাদের অন্তরগুলোতে তালা লাগানো রয়েছে?' (সূরা ৪৭ মুহাম্মদ : আয়াত ২৪)

- এই তিনটি আয়াতেই যারা কুরআন বুঝার চেষ্টা করেনা এবং মনোযোগ সহকারে কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেনা, আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন।

- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত হতো, তবে এতে অনেক অসংগতি ও স্ববিরোধী বক্তব্য পাওয়া যেতো, কিন্তু যারা কুরআন বুঝে এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, তাদের কাছে একথা পরিষ্কার যে, কুরআনে কোনো অসংগতি নেই, কোনো স্ববিরোধী বক্তব্য নেই। তাই এটি কিছুতেই আল্লাহ ছাড়া আর কারো রচিত হতে পারে না। কেবল আল্লাহর বাণীই এমন সুসামাঞ্জস্যপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত (well-ordered) হতে পারে।

- যারা কুরআন বুঝেনা, তাদের পক্ষে কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে প্রমাণ করার সুযোগ নেই।

- সুরা সোয়াদের আয়াতটিতে বলা হয়েছে, কুরআন নাযিলই করা হয়েছে বুঝার জন্যে, চিন্তাভাবনা করে দেখার জন্যে।

- বলা হয়েছে, বুঝ-বুদ্ধিওয়ালা লোকেরাই কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

- সূরা মুহাম্মদের আয়াতটিতে বলা হয়েছে, যারা কুরআন থেকে বুঝার চেষ্টা করেনা, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনা, তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে।

সম্মানিত পাঠকগণের ভেবে দেখার জন্যে বলছি, দেখুন, মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, হাত দিয়ে স্পর্শ করে, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে; কিন্তু এই অংগগুলো দিয়ে বুঝতেও পারেনা, উপলব্ধিও করতে পারেনা। মানুষ বুঝে এবং

উপলব্ধি করে তার অন্তর ও মন-মস্তিষ্ক দিয়ে।

যারা তাদের মন-মস্তিষ্ক কাজে লাগায়না, তাদের চোখ কী দেখলো তার খবর তারা রাখেনা। তাদের কান কী শুনলো সে খবর তারা রাখেনা। তাদের শরীরে কিসের স্পর্শ লাগলো, সে বোধ তাদের থাকেনা। তাদের মুখ কী পাঠ করলো তাদের মর্মে তা পৌঁছেনা। তাই বলা হয়েছে তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে।

যারা কুরআন বুঝার চেষ্টা করেনা, মন-মস্তিষ্ক খাটায়না এবং বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগায়না, তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে :

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّ لاَيَهْتَدُوْنَ○ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّ نِدَاءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ○

অর্থ : আর যখন তাদের বলা হয় : আল্লাহ (কুরআনে) যে বিধান নাযিল করেছেন, তোমরা তা মেনে চলো।' তখন তারা বলে : 'আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে, আমরা সে পথেই চলবো।' আচ্ছা, তাদের বাপ-দাদারা যদি বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে না থাকে এবং সঠিক পথ লাভ করে না থাকে, তবু কি তারা তাদের অনুসরণ করবে? যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান মুতাবিক চলতে অস্বীকার করে, তাদের উপমা হলো রাখালের পশু। রাখাল তার পশুকে ডাকে, কিন্তু পশু তার ডাকাডাকির শব্দ (আওয়াজ) ছাড়া আর কিছুই শুনেনা (বুঝেনা)। আসলে এই লোকেরা কালা, বোবা, অন্ধ। তাই তারা কিছুই বুঝতে পারেনা।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৭০-১৭১)

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلاَ اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ لا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ○

অর্থ : আমি তাদের কান দিয়েছিলাম, চোখ দিয়েছিলাম, অন্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহর আয়াতকে অমান্য-অস্বীকার করার কারণে তাদের কান তাদের কোনো উপকার করেনি, তাদের চোখ তাদের কোনো উপকারে আসেনি, আর তাদের অন্তর তাদের কোনো কাজে আসেনি।' (সূরা ৪৬ আল আহকাফ : আয়াত ২৬)

فَاِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِى الصُّدُوْرِ ○

অর্থ : আসলে তাদের চোখ অন্ধ নয়, বরং অন্ধত্ব চেপে বসেছে তাদের বুকের মধ্যকার অন্তরে।' (সূরা ২২ আল হজ্জ : আয়াত ৪৬)

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ○ وَّجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط

অর্থ : তুমি যখন কুরআন পড়ো (পেশ করো), তখন আমরা তোমার ও আখিরাতে অবিশ্বাসীদের মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিই এবং তাদের অন্তরের উপর আবরণ ছড়িয়ে দিই যাতে করে তারা তা (কুরআন) না বুঝে, তাছাড়া তাদের কানেও তালা লাগিয়ে দিই।' (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ৪৫-৪৬)

كَلَّا بَلْ سكته رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ○

অর্থ : কখনো নয়, বরং আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করার কারণে তাদের অন্তরে মরীচিকা পড়ে গেছে।' (সূরা ৮৩ মুতাফফিকীন : আয়াত ১৪)

- এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, যারা কুরআন অস্বীকার করে, তারা তাদের বিরোধিতার কারণে কুরআনকে হৃদয়ংগম করতে পারে না, কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনা।

- যারা অর্থ না বুঝে কুরআনের শব্দ উচ্চারণ করাকেই যথেষ্ট মনে করে, তাদের উপমা হচ্ছে রাখালের ভেড়া, যারা রাখালের কথার শব্দ শুনে, কিন্তু মর্ম বুঝেনা।

- যারা অর্থ ও মর্ম না বুঝে কুরআন পড়ে, তাদের ও কুরআনের মাঝখানে একটা পর্দা ঝুলে আছে। তারা কুরআনের শব্দ শুনে, তবে কুরআনকে দেখেনা।

৫. আপনার বিবেক কী বলে?

আপনি পুরুষ হোন কিংবা মহিলা, আপনার কাজের জন্যে আপনাকে একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর কাছে। তাই আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনি যে কোনো দৃষ্টিভংগিই পোষণ করুন না কেন, একবার কুরআন পড়ে দেখুন। মুক্ত ও নিরপেক্ষ মনে এ গ্রন্থটিকে অধ্যয়ন করুন। আপনার বিবেক, নিরপেক্ষ মন আর মানবিক যুক্তি যদি এ মহাগ্রন্থকে গ্রহণ করে, তবে আসুন, আপনি এ গ্রন্থকে আঁকড়ে ধরুন। বিবেক ও যুক্তিকে সম্মান দিন।

আপনি তো কতো গ্রন্থ, কতো বই-পুস্তকই পড়েন। সকল বই পত্রের মতো আল কুরআন পড়বার অধিকারও আপনার আছে। আপনি কেন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত এই মহা গ্রন্থকে উপেক্ষা করছেন? এর ফলে কি আপনি এক বিরাট জিনিস

হারাচ্ছেন না? আপনি সব ব্যাপারেই সক্রিয় হতে পারলে কুরআন পাঠের ব্যাপারে কেন সক্রিয় হতে পারবেন না?

তাই আসুন, কুরআন পড়ুন এবং কুরআনের সত্যতা, অকাট্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন। বিবেক যদি এটিকে গ্রহণ করে, তবে আপনার পক্ষে বিবেকের বিরুদ্ধে যাওয়া কি ঠিক হবে?

পৃথিবীতে যতো বই পুস্তক ও গ্রন্থই লেখা হয়, সেটা যেকোনো বিষয়েই লেখা হয়ে থাকনা কেন, হোক তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, হোক সমাজ বিজ্ঞান, হোক আইন-কানুন, কিংবা হোক তা অন্য কোনো বিষয়ের, তা মূলত লেখা হয় অনুসরণ, বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্যে। ব্যক্তিগত চিঠি থেকে আরম্ভ করে পত্র-পত্রিকা পর্যন্ত সবকিছু থেকেই মানুষ সংবাদ, তথ্য, তত্ত্ব, উপদেশ, সতর্কতা, কর্মনীতি, কর্মপন্থা ও নির্দেশিকা গ্রহণ করে।

অথচ আল কুরআন হলো মানুষের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর বাণী। এ বাণীতে তিনি গোটা মানব জাতির জন্যে জীবন যাপনের হিদায়াত বা নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। তাই মানুষের উচিত দুনিয়ার যে কোনো বই পুস্তক ও গ্রন্থের চাইতে আল কুরআনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং অপরিহার্য বিধান হিসেবে গ্রহণ করে পাঠ করা, শিখা, বুঝা এবং এর মর্ম উপলব্ধি করা। সেই সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। এ গ্রন্থে প্রদত্ত নির্দেশিকার আলোকে ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে সর্বত্র কুরআনের আলো ছড়িয়ে দেয়া। ব্যাপকভাবে কুরআন শিখা, বুঝা ও শিক্ষাদানের আয়োজন করা এবং কুরআন চর্চার আন্দোলন গড়ে তোলা। আপনার বিবেক কি এই অকাট্য যুক্তি অগ্রাহ্য করবে?

৪
আল্লাহ্র কিতাব আল কুরআন*

১. কুরআনের পরিচয় কুরআনে

কুরআন বুঝার জন্যে প্রথমেই কুরআনের সঠিক পরিচয় জেনে নেয়া জরুরি। কুরআন নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছে এভাবে :

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ○

অর্থ : নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত পাঠ্যগ্রন্থ।' (সূরা ৫৬ ওয়াকিয়া : আয়াত ৭৭)

وَإِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيزٌ ○

অর্থ : 'নিশ্চয়ই এটি এক অপরাজেয় কিতাব।' (সূরা ৪১ হামিম আস্ সাজদা : আয়াত ৪১)

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِينٌ ○

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক আলোকবর্তিকা এবং এক উন্মুক্ত কিতাব।' (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ১৫)

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيمِ ○

অর্থ : এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত।' (সূরা ৩১ লুকমান : আয়াত ২)

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ أَنْزَلْنٰهُ ط أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ○

অর্থ : এটি এক আশীর্বাদময় উপদেশগ্রন্থ আমরা নাযিল করেছি। তোমরা কি এটিকে অস্বীকার করবে?' (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৫০)

ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ط

অর্থ : এটা হলো আল্লাহ্র বিধান, তিনি নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি।' (সূরা ৬৫ আত্ তালাক : আয়াত আয়াত ৫)

هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ○

---

* এটি ১৫ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি আয়োজিত টট (TOT) ক্লাসের ৩২তম অধিবেশনে প্রদত্ত লেখকের বক্তব্য। বক্তব্য প্রদানের সময় বিষয়ের শিরোণাম ছিলো : 'আল কুরআন : কি? কেন? কিভাবে?

অর্থ : এটি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও পথ নির্দেশিকা এবং মুমিনদের জন্যে অনুকম্পা।' (সূরা ৭ আল আরাফ : আয়াত ২০৩)

২. আল কুরআন সকল সন্দেহের উর্ধ্বে অনির্বাণ সত্য

যারা মনে করে, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী নয়, কুরআন অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে তাদের অভিযোগ খন্ডণ করেছে। কুরআনের প্রমাণ ও যুক্তির বিপক্ষে আজো কেউ কোনো প্রমাণ এবং যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেনি। দেখুন আল্লাহ্‌র বাণী :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ۨ افْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ۝ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

অর্থ : অমান্যকারীরা বলে : এ (কুরআন) তো মিথ্যা মনগড়া জিনিস। (মুহাম্মদ) নিজেই তা রচনা করেছে আর অপর কিছু লোক তাকে একাজে সহযোগিতা করেছে।' -মূলত এই (অমান্যকারী) লোকেরা উদ্ভাবন করেছে এক মহা অন্যায় ও ডাহা মিথ্যা কথা। তারা আরো বলে : এ (কুরআন) তো পূর্বকালের লোকদের কাহিনী যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, আর সকাল সন্ধ্যা তারা তাকে (এ কাহিনী) শুনাচ্ছে।' (হে মুহাম্মদ) তাদের বলো : এই বাণী নাযিল করেছেন তো তিনি, যিনি মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর সমস্ত রহস্য অবগত। (সূরা ২৫ ফুরকান : ৪-৬)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

অর্থ : তারা কি বলে যে মুহাম্মদ নিজে এটি (এ কুরআন) রচনা করেছে? (হে মুহাম্মদ!) তাদের বলো : তোমরা যদি তোমাদের এই অভিযোগে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে এর (এই কুরআনের) মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। এ কাজে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের সহযোগিতা নিতে চাও- তাদেরকেও ডেকে নাও।' (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৩৮)

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থ : এ কুরআন এমন কোনো জিনিস নয়, যা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অহী আসা ছাড়াই রচনা করা সম্ভব হতে পারে। (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৩৭)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا○

অর্থ : (হে মুহাম্মদ!) তাদের বলো : মানুষ এবং জিন সবাই মিলেও যদি এ কুরআনের মতো কিছু আনার (রচনা করার) চেষ্টা করে, তা পারবেনা, এমনকি তারা যদি একে অপরের সাহায্যও করে। (সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ৮৮)

কুরআন আল্লাহর শাশ্বত বাণী হবার ব্যাপারে যুক্তি কী বলে? এখানে আমরা কুরআন আল্লাহর বাণী হবার ব্যাপারে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করছি :

০১. নিরক্ষর অনাভিলাষী ব্যক্তির হৃদয়পটে মহা জ্ঞানভান্ডার :

مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَاالْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًنَّهْدِىْ بِهٖمَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ط

অর্থ : তুমি তো জানতেনা কিতাব কী? ঈমানই বা কী? কিন্তু আমি এ কুরআনকে (তোমার জন্যে) বানিয়ে দিয়েছি একটি আলো, এর দ্বারা আমার দাসদের যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করি। (সূরা ৪২ আশ শূরা : ৫২)

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ○

অর্থ : তুমি তো এর (কুরআন নাযিলের) পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করো নাই এবং কোনো কিতাব লেখোও নাই। তেমনটি হলে হয়তো মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারতো। (সূরা ২৯ আনকাবুত : আয়াত ৪৮)

০২. কুরআন অবিকৃত রয়েছে এবং হুবহু বর্তমান রয়েছে।

০৩. সীমা সংখ্যাহীন হাফেযে কুরআন।

০৪. সর্বাধিক পঠিত কিতাব।

০৫. ভবিষ্যতবাণী সমূহ সত্য প্রমাণিত।

০৬. বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সমূহ দিবালোকের মতো সত্য।

০৭. ভাষার অনন্যতা।

০৮. সুষম (balanced) বক্তব্য।

০৯. প্রদত্ত জীবন বিধান চিরসত্য, চির ন্যায়সংগত ও মহা কল্যাণময়।

১০. সংস্কার মুক্ত।

১১. সর্বযুগে অনন্ত জ্ঞানের উৎস।
১২. সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।
১৩. সর্বাধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত গ্রন্থ।
১৪. সর্বাধিক প্রিয় গ্রন্থ।
১৫. অপরাজেয় গ্রন্থ। ছিদ্রান্বেষীরা সবাই পরাজিত।

৩. কেন নাযিল হলো আল কুরআন?

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সকল সৃষ্টিকে প্রকৃতিগতভাবেই জীবন পরিক্রমণের পথ নির্দেশ দান করেছেন। তবে কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু মানুষ আর জিন।

মানুষের সুন্দর সফল ও কল্যাণের পথে জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ পাক মানুষের মধ্য থেকেই নবী রসূল নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে মানুষের জন্যে হিদায়াত বা জীবন যাপনের পথ নির্দেশ (guidance) প্রেরণ করেছেন। এ জন্যে তিনি রসূলদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি মানব জাতির জন্যে জীবন যাপনের পথ নির্দেশ হিসেবে আল কুরআন নাযিল করেছেন। তিনি কুরআন মজিদেই এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন : إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ○

অর্থ : এটি (এই কুরআন) বিশ্ববাসীর জন্যে একটি স্মারক ও উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ১০৪)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ

অর্থ : হে মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে এসেছে একটি কল্যাণময় উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা (যে অজ্ঞতা, অন্ধতা, সংশয়, কুটিলতা, দ্বৈততা) আছে তার নিরাময়। (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৫৭)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ

অর্থ : এটি (এই কুরআন) মানবজাতির জন্যে এক সুস্পষ্ট বিবৃতি (statement)। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৩৮)

هُدًى لِّلنَّاسِ

অর্থ : (এই কুরআন) মানবজাতির জন্যে জীবন যাপনের নির্দেশিকা। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৫)

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থ : এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানব সমাজকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে পরিচালিত করতে পারো। (সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ১)

৪. বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তিতে কুরআন মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে

কুরআন গোটা মানব সমাজকে নিজের দিকে আহ্বান জানায় এবং নিজের উপস্থাপিত মতাদর্শ গ্রহণ করার ও মেনে চলার আহ্বান জানায় :

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص

অর্থ : তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (আল কুরআনকে) আঁকড়ে ধরো এবং পৃথক পৃথক ভাগভাগ হয়োনা। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত : ১০৩)

আল্লাহ্‌র রজ্জু আল কুরআন মানব সমাজের জন্যে এক মহা অনুগ্রহ। এ মহা গ্রন্থকে যারা জেনে নেয় এবং তাতে প্রদত্ত বিশ্বাস ও ব্যবস্থাকে যারা মেনে নেয়, তারা পরস্পরের জানের দুশমন থেকে থাকলেও প্রাণের বন্ধু হয়ে যায়। এ কিতাব মানব সমাজকে একমুখী এবং ঐক্যবদ্ধ করে দেয়। পরস্পরকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রিয়তম ভাই বানিয়ে দেয় :

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ج

অর্থ : স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা : তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন। অত:পর তিনি তোমাদের অন্তরগুলোকে প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। ফলে তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা হয়ে গেলে পরস্পর ভাই ভাই। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১০৩)

ইসলাম মুমিনদেরকে কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতিগত মতপার্থক্যের স্বাধীনতা দিয়েছে। কুরআন-সুন্নায় যেসব বিষয়ের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি, সেসব বিষয়ে গবেষণা ইজতিহাদ করে মত প্রতিষ্ঠা করার স্বাধীনতা দিয়েছে; কিন্তু কুরআন-সুন্নায় প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী ও নীতিমালার ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার মুমিনদের দেয়নি। এই নীতিতে মুমিনরা ঐক্যবদ্ধ।

৫. কুরআন মানুষকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভক্ত করে

পক্ষান্তরে যারা কুরআনের আহবানে সাড়া দেয়না, কুরআন উপস্থাপিত ম্যাসেজকে মেনে নেয়না, তারা কুরআনের পথ থেকে পৃথক হয়ে যায়। তাদের পথ আলাদা আর কুরআন ওয়ালাদের পথ আলাদা। মূলত কুরআন মানব সমাজকে দুইভাগে ভাগ করে দেয় :

১. কুরআন গ্রহণকারী মানবদল।

২. কুরআন বর্জনকারী মানবদল।

এ জন্যেই কুরআনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিশেষণ হলো 'আল ফুরকান'। ফুরকান মানে- (সত্যাসত্যের) বিভক্তকারী, পার্থক্যকারী, (the criterion between right and wrong)। মহান আল্লাহ বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ : রমযান মাস! এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন- যা মানবজাতির জীবন যাপনের পথ নির্দেশ, সঠিক পথ নির্দেশের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং (সত্যাসত্যের মধ্যে) পার্থক্যকারী ও বিভক্তকারী। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৫)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ○

অর্থ : মহা মহীয়ান তিনি, যিনি তাঁর দাসের প্রতি নাযিল করেছেন আল ফুরকান (বিভক্তকারী ও পার্থক্যকারী কিতাব), যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্যে সতর্ককারী হয়। (সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ১)

এটাই আল্লাহ্‌র নিয়ম। তিনি যখনই কোনো রসূল পাঠিয়েছেন, রসূল নিজে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ছিলো মানুষকে এক বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধকারী এবং বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভক্তকারী। তাই ঈসা মসীহ আলাইহিস্ সালাম ইসরায়েলীদের বলেছিলেন :

"আমি মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে আসিয়াছি; ছেলেকে পিতার বিরুদ্ধে; মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, বউকে শাশুড়ির বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে আসিয়াছি।" (মথি /১০ : ৩৫)

সুতরাং কুরআনের ভিত্তিতে মানুষ দুইভাগে বিভক্ত :

১. কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী মানব সমাজ এবং

২. কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী মানব সমাজ।

৬. কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী মানব সমাজ

কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী মানব সমাজ কয়েকভাগে বিভক্ত :

১. প্রথম গ্রুপ : যারা কুরআন দেখেওনি, পড়েওনি এবং কুরআনে কী আছে সে সম্পর্কে কিছুই জানেনা। তাদেরকে কেউ কুরআনের কথা বলেওনি, শুনায়ওনি এবং কুরআন পড়তেও দেয়নি।

২. দ্বিতীয় গ্রুপ : এদের অবস্থাও প্রথম গ্রুপের মতোই। তবে এরা এতোটুকু জানে যে, কুরআন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং ওটা মুসলমানদের বিষয়। ঐ গ্রন্থের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

৩. তৃতীয় গ্রুপ : এরা কোনো না কোনো ধর্মীয় গ্রুপ। এরা মনে করে তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থই সঠিক। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ বানোয়াট। এ ছাড়া এদের বাকি অবস্থা অনেকটা প্রথম গ্রুপের মতোই।

৪. চতুর্থ গ্রুপ : এ গ্রুপ সক্রীয়ভাবে কুরআনের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী। এরা :

ক. কুরআন থেকে ভুল বের করার চিন্তা গবেষণায় লিপ্ত।

খ. এরা কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা প্রচারের কাজে লিপ্ত।

গ. এরা কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজে লিপ্ত।

ঘ. এরা কুরআনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে এবং বিভ্রান্তি ছড়ায়।

ঙ. এরা কুরআনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বাধা প্রদান ও যুদ্ধে লিপ্ত।

কুরআন সম্পর্কে এদের বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। সেগুলো মোটামোটি এরূপ :

১. 'এটা তো অতীত লোকদের কাহিনী।' (সূরা ফুরকান : আয়াত ৫)

২. 'এটা একটা সুস্পষ্ট ম্যাজিক।' (সূরা যুখরুফ : আয়াত ৩)

৩. 'এটা জ্যোতিষীদের শেখানো কথা।' (আল হাক্কাহ্ :আয়াত ৪২)

৪. 'এটা হলো কবির কবিতা।' (আল হাক্কাহ্ : আয়াত ৪১)

৫. 'এটা মুহাম্মদের রচিত কিংবা অন্যরা এসে তাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে।' (সূরা ২৫ ফুরকান : আয়াত ৪)

৬. 'এটা আরবি ভাষায় কেন নাযিল করা হলো?' (সূরা ৪১ : আয়াত ৪৪)

৭. 'এটা মক্কা - মদিনার কোনো মহান ব্যক্তির প্রতি কেন নাযিল হলোনা?' (সূরা যুখরুফ : আয়াত ৩১)

৮. 'এটা এক সঙ্গে একটি গ্রন্থ আকারে কেন নাযিল হলোনা? (সূরা ফুরকান : ৩২)

৯. 'তারা বলে : হে লোকেরা! তোমরা কুরআন শুনোনা। যেখানেই কুরআনের কথা উচ্চারিত হবে- সেখানেই হৈ হট্টগোল বাধিয়ে দিয়ো।' (সূরা ৪১ : ২৬)

১০. 'তারা কুরআনের ব্যাপারে বিরূপ।' (সূরা হজ্জ : আয়াত ৭২)
১১. 'তারা কুরআনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক।' (সূরা হজ্জ : ৭২)
১২. 'তারা কুরআনের আলো নিভিয়ে দিতে চায়' (সূরা আস্‌সফ : আয়াত ৮)
১৩. 'কুরআন তাদের মানসিক যাতনার কারণ।' (সূরা আল হাক্কাহ : ৫০)
১৪. 'তারা কুরআন থেকে পালায়।' (আল মুদ্দাস্‌সির : ৪৯-৫০)
১৫. 'তারা কুরআন নিয়ে বিদ্রুপ করে।' (সূরা ৬ : ৬৮)
১৬. 'তারা কুরআনকে ব্যর্থ ও পরাজিত করে দিতে অপতৎপরতা চালায়।' (সূরা সাবা : আয়াত ৫)

৭. কুরআন অমান্যকারীদের ভয়াবহ পরিণতি

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝

অর্থ : যারা আমার আয়াত অবিশ্বাস ও অস্বীকার করবে, তারা হবে আগুনের বাসিন্দা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ৩৯)

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ۝

অর্থ : যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ ও পরাজিত করার অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে দু:সহ যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সূরা সাবা : আয়াত ৫)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۝ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ۝

অর্থ : (কিয়ামতের দিন ফায়সালা হয়ে যাবার পর) অমান্যকারীদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা সেখানে পৌঁছামাত্র জাহান্নামের দুয়ারসমূহ খুলে যাবে। তখন জাহান্নামের রক্ষীবাহিনী (বিস্ময়ের সাথে) তাদের জিজ্ঞেস করবে : কী ব্যাপার, তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি বাণী বাহকগণ যাননি? তাঁরা কি তোমাদের সামনে আল্লাহ্র আয়াত পেশ করেননি, শুনাননি? আর এই বিচার দিনের সম্মুখীন হতে হবে বলে সতর্ক করেননি?' অমান্যকারীরা বলবে : 'হাঁ, শুনিয়েছিলেন এবং সতর্কও করেছিলেন

(কিন্তু আমরা মানি নাই)!'-এই স্বীকৃতি তাদের কোনো কাজে আসবেনা, তখন তো আল্লাহ্র দন্ড তাদের উপর নির্ধারিত হয়েই গেছে। তখন তাদের বলা হবে : 'প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে। এখন থেকে চিরকাল এই শাস্তির মধ্যেই পড়ে থাকবে।' দাম্ভিকদের আবাস কতোইনা নিকৃষ্ট! (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৭১-৭২)

এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন : সূরা ও আয়াত ৩:১১; ৪:৫৬; ৫:১০, ৮৬; ৬:৩৯, ৪৯, ৫৪, ৬৮, ১৫০, ১৫৭; সূরা ৭: ৯, ৩৬, ৪০, ১৩৬, ১৪৬, ১৪৭, ১৮২ আরো অনেক।

৮. কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের বর্তমান অবস্থা

মানব সমাজের মধ্যে যারা কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী তারাও অবিশ্বাসীদের মতো কয়েক ভাগে বিভক্ত। সেগুলো হলো :

প্রথম গ্রুপ : এরা মনে করে কুরআন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। তবে তারা কুরআন পড়তে জানেনা, জানলেও পড়েনা, বুঝেনা, পালন করেনা।

দ্বিতীয় গ্রুপ : এরা পড়তে পারে, তবে বুঝেনা, বুঝার চেষ্টাও করেনা। পড়াকে সওয়াবের কাজ মনে করে, বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন উপকারের জন্যে পড়ে। কুরআনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করে। কুরআন সম্পর্কে এদের সঠিক ধারনা নেই।

তৃতীয় গ্রুপ : এ গ্রুপ কুরআনের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে বটে। এদের কিছু লোক কুরআনকে মহা পবিত্র মনে করে। কিন্তু কুরআন বুঝা ও মেনে চলাকে জরুরি মনে করেনা। কুরআন বুঝা বিশেষ শ্রেণীর লোকদের কাজ বলে মনে করে। কুরআনের হুকুম আহকাম মেনে চলাকে ঐচ্ছিক মনে করে।

চতুর্থ গ্রুপ : এরা মনে করে কুরআনের হুকুম মানা না মানা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়- যার ইচ্ছা সে পালন করবে। কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআনকে টেনে আনা যাবেনা। এদের কিছু লোক এসব ক্ষেত্রে কুরআনের প্রয়োগ ও চর্চার বিরোধিতা করে, এমনকি প্রতিহত করারও চেষ্টা করে।

পঞ্চম গ্রুপ : এরা কুরআন বুঝা ও মেনে চলা জরুরি মনে করে। তবে কুরআনের শিক্ষা সম্প্রসারণ, কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকা এবং কুরআনের ভিত্তিতে সমাজ বিনির্মাণের চেষ্টা করেনা- বরং দূরে থাকে।

ষষ্ঠ গ্রুপ : এদের সংখ্যা খুব কম হলেও এরা সমাজে জোর জবরদস্তি করে কুরআনের বিধান চালু করার মনোভাব পোষণ করে।

সপ্তম গ্রুপ : একমাত্র এরাই নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করে, কুরআন বুঝার চেষ্টা করে এবং ব্যক্তিগত জীবনে পালন করে। এরা অন্যদের কুরআন শিক্ষা দান করে, কুরআনের শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে আত্মনিয়োগ করে, মানুষকে কুরআনের দিকে দাওয়াত দেয় এবং কুরআনের ভিত্তিতে মানুষকে এবং মানব সমাজকে গড়ে তোলার চেষ্টা সাধনা করে।

আমাদের সমাজে উপরে বর্ণিত সাত শ্রেণীর মুসলিমই বর্তমান রয়েছে। আপনি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত? অথবা আপনি কোন্ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হতে চান? -সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে।

এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের অর্থাৎ মুসলমানদের অনেকের বাস্তব কর্মই অবিশ্বাসীদের মতো। আর এ কথাও একেবারেই সত্য যে, কোনো ব্যক্তির অবস্থান এবং পক্ষাপক্ষ নির্ধারিত হয় তার বাস্তব কর্মের ভিত্তিতেই। সুতরাং কে কুরআনের পক্ষ আর কে কুরআনের বিপক্ষ তা নির্ধারিত হয় কুরআনের ব্যাপারে তার বাস্তব কর্মনীতির ভিত্তিতে।

এ জন্যেই কুরআনের বাহক মুহাম্মদ সা. বিচারের দিন নিজ লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ দায়ের করবেন :

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا۝

অর্থ : (বিচারের দিন) আল্লাহ্‌র রসূল (অভিযোগ করে) বলবেন : হে প্রভু! আমার লোকেরাই এ কুরআনকে পরিত্যাক্ত (deserted) করে রেখেছিল। (সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ৩০)

এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন :

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا۝ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ج وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى۝

অর্থ : আর যে কেউ আমার 'যিকর' (অবতীর্ণ বিধান- কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ (অশান্তি ও অস্বস্তিকর), আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাবো। সে বলবে : হে আমার প্রভু! পৃথিবীতে তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম, এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে!' তিনি বলবেন : এভাবেই তোমার কাছে যখন আমার আয়াত (কিতাব) এসেছিল,

তখন তুমি তা ভুলে (তা থেকে চোখ বন্ধ করে) থেকেছিলে : ঠিক সেরকমই আজ তোমার প্রতি তোয়াক্কা করা হয়নি। (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ১২৪-১২৬)

৯. কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

যারা আল কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী, বিশ্বাসের কারণে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো :
১. আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা- ঈমান আনা।
২. কুরআন পড়তে শিখা ও নিয়মিত পাঠ করা।
৩. কুরআন বুঝা এবং কুরআনে কী আছে তা জানা, তার মর্ম উপলব্ধি করা।
৪. কুরআনের হুকুম বিধান মেনে চলা ও অনুসরণ করা।
৫. যারা জানেনা, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দান করা।
৬. কুরআন প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকা।
৭. কুরআনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার কাজ করা।

মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন :

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْۤ اَنْزَلْنَا ط

অর্থ : অতএব তোমরা ঈমান আনো (বিশ্বাস স্থাপন করো) আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি আর আমার নাযিল করা নূরের (আল কুরআনের) প্রতি।' (সূরা ৬৪ আত্ তাগাবুন : আয়াত ৮)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○

অর্থ : আর এই বরকতময় কিতাব আমরা নাযিল করেছি, সুতরাং তোমরা এটির অনুসরণ করো এবং তার ব্যাপারে সতর্ক হও। আশা করা যায় তোমরা অনুকম্পা লাভ করবে। (সূরা ৬ আনআম : আয়াত ১৫৫)

اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ

অর্থ : তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যা (যে কিতাব) অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং তাকে ছাড়া অন্য অলিদের অনুসরণ করোনা। (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ৩)

هُوَ الَّذِىْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

অর্থ : তিনিই মহান আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত (কুরআন) ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে সেটিকে সকল মতবাদের উপর বিজয়ী করে। (সূরা ৬১ আস্‌সফ : আয়াত ৯)

১০. কুরআন গোপন করার অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষা করুন

কুরআন গোপন করা মহাপাপ (কবিরা গুনাহ)। যারা কুরআন গোপন করে তারা অভিশপ্ত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ لا أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ○ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ أَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولٰٓئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ج وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা আমার নাযিল করা প্রমাণ ও হিদায়াত (অর্থাৎ কিতাব) গোপন করে, আমি তা কিতাব আকারে মানব সমাজের জন্যে প্রকাশ করার পর, তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাদের অভিশাপ দেয় অভিশাপদানকারীরা। তবে অভিশাপ থেকে মুক্ত হয় তারা, যারা তওবা করে (অনুতপ্ত হয়), নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় এবং মানুষের মাঝে সত্য প্রকাশ করে। আমি এদের তওবা কবুল করবো, কারণ আমি তওবা কবুলকারী দয়াময়। (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১৫৯-১৬০)

এখন প্রশ্ন হলো কুরআন গোপন করে কারা? মূলত কুরআন গোপন করে নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীর লোক :

১. যারা কুরআন পাঠ করেনা, পাঠ করতে শিখেনা- তারা নিজেরাই নিজেদের কাছে কুরআন গোপন করে রাখে।
২. যারা বুঝার চেষ্টা করেনা, কুরআনে কী আছে তা জানার চেষ্টা করেনা- তারা নিজেদের কাছে কুরআনের মর্ম ও বক্তব্য গোপন করে রাখে।
৩. যারা অনুসরণ করেনা- তারা কুরআন গোপন করে। কারণ অনুসরণ না করলে কুরআনের বাস্তব রূপ গোপন থাকে।
৪. যারা কুরআন জানে, বুঝে, অথচ মানুষকে শিক্ষা দেয়না- তারা কুরআন গোপন করে, কুরআনের জ্ঞান লুকিয়ে রাখে।
৫. যারা কুরআন ও কুরআনের বার্তা প্রচার করেনা, মানুষের কাছে পৌঁছায়না- তারা মানুষের নিকট থেকে কুরআন গোপন করে রাখে, নিজেদের কাছে লুকিয়ে রাখে।
৬. যারা কুরআনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার কাজ করেনা-তারা প্রকারান্তরে কুরআন গোপন করার কাজ করে।
৭. যারা কুরআন শিখা, বুঝা, মানা, শিক্ষাদান করা, প্রচার করা এবং বাস্তবায়ন করার কাজে বাধা দেয়- তারা কুরআন গোপন করে রাখার কাজ করে।

কুরআন গোপনের এই দুর্ভাগ্যজনক অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি? উপায় স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলে দিয়েছেন উপরোক্ত ১৬০ নম্বর আয়াতে। তা হলো :

১. তওবা করা। অর্থাৎ অনুশোচনা করা, অনুতপ্ত হওয়া। এবং সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।
২. নিজের ত্রুটি সমূহ সংশোধন করে নেয়া।
৩. এতোদিন যে সত্য গোপন করা হয়েছিল তা মানুষের কাছে প্রকাশ করা।

মহাসত্য আল কুরআনকে গোপনীয়তা মুক্ত করে প্রকাশ করার উপায় হলো :

১. আল কুরআন পড়তে শিখা এবং নিয়মিত পড়া।
২. কুরআন বুঝার ও জানার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো।
৩. কুরআনকে অনুসরণ করা এবং মেনে চলা।
৪. মানুষকে কুরআন শিক্ষা দান করা।
৫. মানুষকে কুরআনের দিকে ডাকা।
৬. মানুষের কাছে কুরআন পৌঁছানো।
৭. সমাজে কুরআনের প্রচলন ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো।
৮. যারা কুরআনের বিরোধিতা করে তাদেরকে উপেক্ষা করা।

১১. যারা আল্লাহ্র কিতাব বুঝার চেষ্টা করেনা তারা গাধা নয় কি?

যারা আল্লাহ্র কিতাব না বুঝে পাঠ করে, কিতাব কেমন করে তাদের মধ্যে ক্রিয়া করবে? কিভাবে তারা কুরআনের অনুসরণ করবে? আর আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করার এবং বহন করার পরও কিতাব যাদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনা, তাদের দৃষ্টান্ত তো হতে পারে কেবল ভারবাহী গাধা। কারণ, গাধা কিতাবের বিরাট বোঝা এক শহর থেকে আরেক শহরে বহন করে নিলেও সে জানেনা তার পিঠে কি জিনিস চাপানো আছে? আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব তাওরাতের বাহক ইহুদিদের সম্পর্কে বলেন :

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوْا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ○

অর্থ : যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তাদের উপমা হচ্ছে গাধা -যারা বইয়ের বোঝা বহন করে। এর চাইতেও নিকৃষ্ট উপমা হচ্ছে সেই সব লোকদের যারা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ এরকম যালিমদের সঠিক পথ দেখান না। (সূরা ৬২ জুমুআ : আয়াত ৫)

❖❖❖

৫

আল কুরআন : বিষয় বস্তু, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়*

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোনো পত্র, সার্কুলার বা নির্দেশনা এলে সেটির প্রেক্ষিতে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী- তা নির্ণয় করা জরুরি হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ণয়ের সঠিক পন্থা হলো :

১. নির্দেশ নামাটি কার পক্ষ থেকে এসেছে তা জানা।
২. সেটির মূল বিষয়বস্তু কী -তা জানা।
৩. সেটির মূল লক্ষ্য (target) কী -তা নির্ণয় করা।
৪. সেটির উদ্দেশ্য তথা লক্ষ্য অর্জনের উপায় কী- তা জানা।
৫. সেটির আলোচ্য বিষয় বা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি কি কি - তা জানা।
৬. এ নির্দেশনামাটি মানা না মানার ফলাফল কি হবে - তা জানা?

আল কুরআনের ব্যাপারটিও এ রকমই। কোনো একজন বিচার - বুদ্ধি সম্পন্ন নারী বা পুরুষ যখন কুরআন পড়ার বা কুরআন জানার এবং বুঝার সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন প্রথমেই তার জেনে নেয়া ভালো :

১. এটি কার বাণী / কার রচিত/ কার প্রদত্ত?
২. এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু কী?
৩. এ গ্রন্থের মূল লক্ষ্য (target) কী?
৪. এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য (means) কী?
৫. এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় কি কি?
৬. এ গ্রন্থ জানা না জানা এবং মানা না মানার ফলাফল কী?

এখন আমরা উক্ত পয়েন্টগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

১. কুরআন কার বাণী ?

কুরআন কার বাণী? কার প্রেরিত গ্রন্থ? কুরআন যে মহাবিশ্বের মালিক ও প্রভু মহান আল্লাহর বাণী এ বিষয়টি আকাশে সূর্যের অস্তিত্ব, সৌরজগতে পৃথিবীর অস্তিত্ব, পৃথিবীতে রাত- দিনের আগমন, মানুষের অস্তিত্ব এবং মানুষের জীবন

* এটি ১৭ জুলাই ২০০৯ তারিখে রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি আয়োজিত টট্ (TOT) ক্লাসের ২৬তম অধিবেশনে প্রদত্ত লেখকের বক্তব্য।

মৃত্যুর মতোই মীমাংসিত। এ মীমাংসার বিপক্ষে 'টু' শব্দটি করারও কোনো বাস্তবতা নেই এবং তা করতে মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

অর্থ : এগুলো আল্লাহর আয়াত আমরা তিলাওয়াত করছি তোমার প্রতি নিশ্চিতরূপে। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১০৮)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

অর্থ : তারা কি বলে যে, সে (মুহাম্মদ) এটি (এ কুরআন) নিজেই রচনা করেছে? (হে মুহাম্মদ!) তুমি তাদের বলো: তোমাদের অভিযোগের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে এর (এ কুরআনের) অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে দেখাও । আর এ কাজে আল্লাহ ছাড়া যাদের সাহায্য নিতে চাও - নাও। (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৩৮)

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ .

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া এ কুরআন কারো পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৩৭)

এ কুরআনের মতো কোনো বাণী মানুষের পক্ষে আজো রচনা সম্ভব হয়নি এবং কখনো হবেনা।

এ বিষয়ে আমরা একটু আগেই বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি।

২. কুরআনের মূল বিষয়বস্তু কী?

আল কুরআনের মূল বিষয়বস্তু মানুষ (the human race, mankind)। কারণ মহান আল্লাহ কুরআন মজিদ নাযিল করেছেন : ১. মানুষের জন্যে, ২. মানুষের নিকট এবং ৩. মানুষকে তার কল্যাণের পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। এ প্রসঙ্গের প্রমাণ গোটা কুরআন মজিদ। দুয়েকটি আয়াত দেখুন :

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা নাযিল করেছি তোমার প্রতি এই কিতাব মানুষের জন্যে সত্যসহ। (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৪১)

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা নাযিল করেছি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ যাতে করে (তা দ্বারা) তুমি মানুষের মাঝে ফায়সালা করো। (সূরা ৪ নিসা : আয়াত ১০৫)

لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج

অর্থ : ..... যাতে মানব সম্প্রদায় সুষম ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূরা ৫৭ হাদীদ : আয়াত ২৫)

কুরআনের মূল বিষয়বস্তু যে মানুষ, পুরো কুরআনই এর সাক্ষী। একজন বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করলেই বিষয়টি তার কাছে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে।

৩. কুরআনের মূল লক্ষ্য কী?

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে তার ইহকালীন ও পরকালীন প্রকৃত মুক্তি, কল্যাণ, শান্তি ও সাফল্যের পথ প্রদান করা এবং পথ প্রদর্শন করা, যাতে করে সে তার মুক্তি, কল্যাণ, শান্তি ও সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ○ يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ○

অর্থ : আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটি আলো এবং একটি কিতাব। এর সাহায্যে আল্লাহ তাঁর সন্তোষের অনুসারীদের পরিচালিত করেন ‘শান্তির পথে’ এবং তাদের বের করে আনেন অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে এবং তাদের পরিচালিত করেন সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর। (সূরা ৫ : ১৫-১৬)

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ

অর্থ : নিশ্চয়ই এ কুরআন পথ প্রর্দশন করে সেই দিকে যা সবচাইতে সঠিক। (সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ৯)

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا○ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ لا وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

অর্থ : হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটি প্রমাণ। আর সেই সাথে আমি তোমাদের কাছে নাযিল করেছি এক উদ্ভাসিত

আলো। এখন যারা (তার আলোকে) ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি আর আঁকড়ে ধরবে সেই আলো, তিনি তাদের দাখিল করবেন তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে এবং (এ উদ্দেশ্যে) তাদেরকে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন সিরাতুল মুস্তাকিমে। (সূরা ৪ নিসা : আয়াত ১৭৪-১৭৫)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ط وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۝

অর্থ : (হে মানুষ!) আল্লাহ তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন শান্তির ঘরের দিকে এবং তিনি যাকে চান সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ২৫)

৪. কুরআনের মূল উদ্দেশ্য কী?

আল কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার প্রকৃত মুক্তি, কল্যাণ, শান্তি ও সাফল্যের পথ অবলম্বন ও অনুসরণের :

১. আহবান জানানো, উদ্বুদ্ধ করা, উৎসাহিত করা এবং প্রেরণা দান করা।
২. এ পথে চলার শুভ পরিণতির বর্ণনা দেয়া এবং সুসংবাদ দেয়া।
৩. এ পথের পরিচয় তুলে ধরা এবং এ পথে চলার বিস্তারিত কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি পেশ করা।
৪. এপথের উপযুক্ত বিশ্বাস, চারিত্রিক গুণাবলী এবং করণীয় ও বর্জনীয় সমূহ অবহিত করে মুক্তি ও সাফল্য লাভের যোগ্যতা অর্জনের আহবান জানানো।
৫. ভ্রান্ত পথে চলার অশুভ পরিণতির বর্ণনা দেয়া এবং সতর্ক করা।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কুরআনের বাহক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. কে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন :

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۝

অর্থ : আর আমি তোমার প্রতি আয যিকর (আল কুরআন) নাযিল করেছি, যেনো তুমি তা মানুষের সামনে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরো, যাতে করে তাদের জন্যে যা (যে চলার পথ) নাযিল করা হয়েছে, তা (গ্রহণ করার বিষয়টি) তারা ভেবে চিন্তে দেখতে পারে। (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৪৪)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِه ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ۝

অর্থ : (হে মুহাম্মদ! মানুষকে) বলে দাও : হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে মহাসত্য (আল কুরআন)। সুতরাং যে কেউ সঠিক

পথ গ্রহণ করবে, সঠিক পথ গ্রহণে তারই কল্যাণ হবে। আর যে কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করবে, ভ্রান্ত পথ তারই ক্ষতির কারণ হবে। আমি তোমাদের দায় দায়িত্ব বহনকারী নই। (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ১০৮)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ج وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ○

অর্থ : আল্লাহ তাঁর ইচ্ছায় আহবান জানাচ্ছেন জান্নাতের দিকে এবং ক্ষমার দিকে আর তিনি তাঁর আয়াত সমূহ মানুষের জন্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২২১)

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ط

অর্থ : তোমরা প্রতিযোগিতা করে দৌড়ে আসো তোমাদের প্রভুর ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান জমিনের প্রশস্ততার মতো। সেটি প্রস্তুত রাখা হয়েছে ঐসব লোকদের জন্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি। (সূরা ৫৭ আল হাদিদ : আয়াত ২১)

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط

অর্থ : আর এটিই হলো আমার প্রদত্ত সিরাতুল মুস্তাকিম। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো। এর বাইরের পথ সমূহের অনুসরণ করোনা। তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। (সূরা ৬ : আয়াত ১৫৩)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○

অর্থ: আমাদের অবতীর্ণ এই কিতাব বরকতময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো এবং সতর্ক হও। আশা করা যায় তোমরা অনুকম্পা প্রাপ্ত হবে। (সূরা ৬ আনআম : আয়াত ১৫৫)

৫. কুরআনের আলোচ্য বিষয় কী?

মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিশদ বর্ণনাই হচ্ছে কুরআন মজিদের আলোচ্য বিষয়।

মহান আল্লাহ নিজে আল কুরআনের কোনো আলোচ্যসূচি প্রদান করেননি। তাছাড়া এ মহাগ্রন্থে সূচিবদ্ধ আলোচনাও করা হয়নি। এ গ্রন্থ অতি উচ্চ মর্যাদার এক

অভিনব গ্রন্থ যা চিরন্তন সত্যে সমুদ্ভাসিত এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিজস্ব বাণীর বৈশিষ্ট্যে সমুন্নত। এমন কোনো বিষয় নেই যা আল কুরআনে আলোচিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন : مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ

অর্থ : এ কিতাবে আমরা কোনো কিছুই বাদ দিইনি। (সূরা ৬ আনআম : আয়াত ৩৮)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ۝

অর্থ : আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা সম্বলিত এবং পথনির্দেশ দয়া ও সুসংবাদ হিসেবে আত্মসমর্পণকারীদের জন্যে। (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৮৯)

কুরআন বিশেষজ্ঞগণ নিজস্ব গবেষণার ভিত্তিতে কুরআনের আলোচ্য বিষয় সাজিয়েছেন। আমাদের দৃষ্টিতে কুরআনের আলোচ্য বিষয় হলো :

১. আল্লাহর অস্তিত্ব, এককত্ব, ক্ষমতা ও গুণাবলীর বর্ণনা।
২. মানুষের সামগ্রিক জীবন পদ্ধতির বর্ণনা।
৩. আত্মগঠনের জন্যে হিকমত, উপদেশ ও উদাহরণ উপমা সমূহের বর্ণনা।
৪. সেই সব নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা, যেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে গোটা মানব জাতির কল্যাণ।
৫. ঈমানের দৃঢ়তা এবং সিদ্ধান্তের অবিচলতার জন্যে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের কাহিনী বর্ণনা, যেনো তাঁদের অনুসরণ ও অনুবর্তন করে সফলতা ও কামিয়াবি হাসিল করা যায়।
৬. অতীতের অহংকারী অত্যাচারী লোকদের বর্ণনা, যারা সত্য এবং সত্যের আহবানকারীদের অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের এ অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের অশুভ পরিণতির বর্ণনা।
৭. পারস্পরিক সর্ম্পক, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জনসাধারণ, আত্মীয় স্বজন ও পরিবারপরিজনের সাথে আচরণ ও সম্পর্কের নীতি ও প্রক্রিয়া আলোচনা।
৮. সৎ কাজ করা, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং ন্যায় ও সততার অনুসরণের জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে।
৯. আসমান, যমীন এবং এতদোভয়ের মাঝখানে যেসব বিস্ময়কর জিনিস রয়েছে এবং মানুষ, জীব জন্তু ও উদ্ভীদের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখার জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যেনো এগুলো থেকে শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করা যায় এবং স্রষ্টার সঠিক পরিচয় ও মহিমা উপলব্ধি করা যায়।
১০. এ বিশ্বজাহানের পরিণাম ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলী ও প্রকৃত

ব্যাপার সমূহের সংবাদ দেয়া হয়েছে। এ জগত ধ্বংসের পর দ্বিতীয়বারে উত্থান এবং আখিরাতের যিন্দিগীতে কোন্ ধরণের লোকদের কিরূপ পুরস্কারে ভুষিত করা হবে আর কাদের চিরতরে আযাবে নিপতিত করা হবে, তার মর্মস্পর্শী আলোচনা করা হয়েছে।

মোট কথা, মানুষের চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্যে এ গ্রন্থে অসংখ্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা মানব রচিত কোনো গ্রন্থে পাওয়া সম্ভবই নয়।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্যে পড়ুন আমাদের লেখা গ্রন্থ 'আল কুরআন আত তাফসির' ৪র্থ সংস্করণ পৃষ্ঠা ৩৩-৩৫।

৬. কুরআন মানা না মানার ফলাফল

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ○

অর্থ : জনপদের লোকেরা যদি ঈমান আনতো ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমরা তাদের প্রতি আসমান ও যমিনের বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা তো অমান্যই করলো। এ কারণে আমরা তাদেরকে তাদের নিজেদেরই করা খারাপ কাজের দরুন পাকড়াও করলাম। (সূরা ৭ : আয়াত ৯৬)

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ○

অর্থ : এটা কি করে সম্ভব যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রভুর এই কিতাবকে যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন সত্য বলে জানে, আর যে ব্যক্তি এই মহা সত্যের ব্যাপারে অন্ধ এরা দু'জনই সমান হয়ে যাবে? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে থাকে। (সূরা ১৩ আর রা'দ : আয়াত ১৯)

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ○ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ○ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰۤئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ○

অর্থ : যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা (পৃথিবীর জীবনে) ঈমান এনে আমলে সালেহ করেছিল তারা থাকবে উচ্চ মর্যাদার

জান্নাতের বিলাসী জীবন যাপনের মধ্যে। আর যারা কুফুরি করেছিল এবং প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার আয়াত এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে, তাদেরকে রাখা হবে আযাবের মধ্যে। (সূরা ৩০ রুম : আয়াত ১৪-১৬)

এ প্রসঙ্গে আরো দ্রষ্টব্য : সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২-১৬, সূরা ৪৩ যুখরুফ : আয়াত ৬৭-৭৮।

৭. আলোচনার সারকথা : একটি নকশার সাহায্যে

●●●

৬
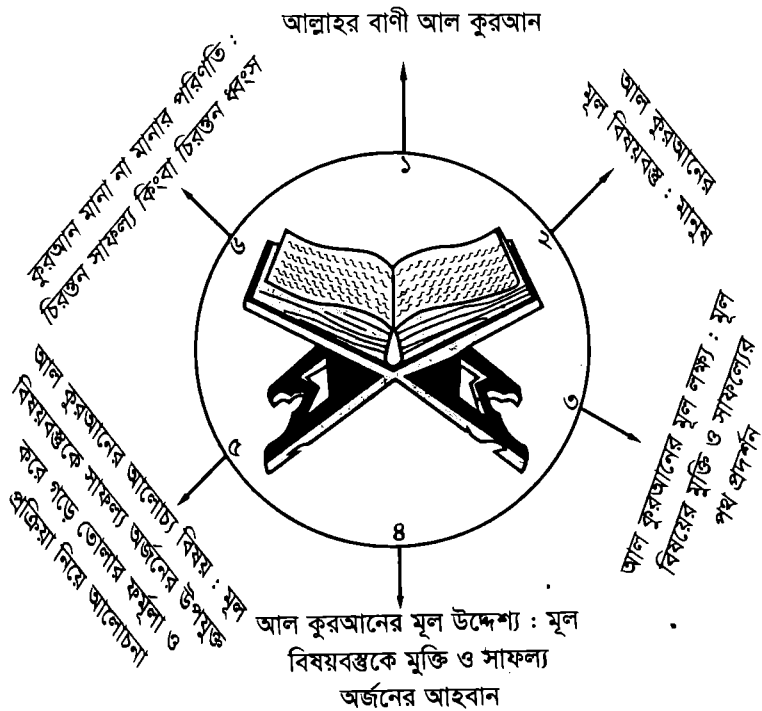
কুরআনের প্রতি কর্তব্য*

১. অনুসরণ করো পূর্ণরূপে

وَاتَّبِعُوٓا اَحْسَنَ مَآاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ۝

অর্থ : তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সর্বোত্তম যে কিতাব (জীবন পদ্ধতি) নাযিল হয়েছে, তার অনুসরণ করো সেই সময়টি আসার আগেই, যখন হঠাৎ করে তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়বে এবং তোমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারবেনা। (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৫৫)

اِتَّبِعُوْامَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ۝

অর্থ : তোমরা এত্তেবা (অনুসরণ) করো সেই কিতাবের যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এবং তাঁকে ছাড়া আর কোনো অলি - আওলিয়ার এত্তেবা করোনা। তোমরা উপদেশ কমই গ্রহণ করো। (সূরা ০৭ আ'রাফ : আয়াত ০৩)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۝

অর্থ : আর এই কিতাব এক মোবারক (কল্যাণময়) কিতাব যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি। সুতরাং তোমরা এটির এত্তেবা (অনুসরণ) করো এবং অবাধ্য হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করো, তাহলেই তোমরা রহম লাভ করবে। (সূরা ০৬ আন্'আম : আয়াত ১৫৫)

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

অর্থ : আর তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো আল্লাহর রশি (আল কুরআন) কে এবং (এর থেকে) তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়োনা। (সূরা ০৩ : আয়াত ১০৩)

বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূল সা. তাঁর উম্মাহকে স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ.

---

* এটি রাজধানী বিয়াম অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি আয়োজিত মাসিক টট্ TOT ক্লাসের ৭ম অধিবেশনে প্রদত্ত লেখকের বক্তব্য। উল্লেখ্য তখন শিরোনাম ছিলো: কুরআনের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

অর্থ : আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম, যতোদিন তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, বিপথগামী হবেনা। সে দুটো জিনিস হলো : আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নত। (মুসনাদে আহমদ)

পূর্বের আহলে কিতাবদেরও এই একই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল :

خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○

অর্থ : শক্ত করে আঁকড়ে ধরো যে কিতাব আমি তোমাদের দিয়েছি সেটিকে, এবং অনুসরণ করো তাতে যে বিধান দেয়া হয়েছে, তবেই তোমরা রক্ষা পাবে (ধ্বংসের থেকে)। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৬৩)

- তুর পাহাড় মাথার উপর তুলে ধরে তাদের এ ধমক দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু অতীতের আহলে কিতাবরা আল্লাহর কিতাবের সাথে জঘন্য অন্যায় আচরণ করে বিপথগামী এবং অধপতিত হয়েছে। তাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

১. তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো আল্লাহর কিতাবে রদবদল করেছে। (২ : ৭৫)
২. তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থে রচিত রীতি-নীতি আইন কানুনকে আল্লাহর কিতাবের বিধান বলে চালাতো। (২: ৭৯)
৩. তারা ধর্মীয় বিধানের বিনিময়ে সামান্য স্বার্থ ক্রয় করতো। (২ : ৭৯)
৪. তারা কিতাবের বাহক নবীগণকে হত্যা করেছে। (২ : ৬১, ৯১, ৩ : ২১, ১১২)
৫. তারা নিজেদের স্বার্থে আল্লাহর কিতাবকে গোপন করতো। (২ : ৪২, ১৭৪)
৬. তারা জনগণকে আল্লাহর কিতাব বুঝতে দিতোনা। (৬২ : ৫)
৭. তারা আল্লাহর কিতাব নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত ছিলো। (২ : ২১৩)

২. আল্লাহর কিতাব আংশিকভাবে মানার কঠিন পরিণতি

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

অর্থ : তবে কি তোমরা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ করবে অমান্য? তোমাদের যারাই এমনটি করবে, তাদের একমাত্র প্রতিদান হলো, তারা পার্থিব জীবনে থাকবে হীনতা আর লাঞ্ছনার মধ্যে এবং কিয়ামতের দিন তাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। তোমরা যা করো সে ব্যাপারে আল্লাহ গাফিল নন। (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ৮৫ শেষাংশ)

৩. আল্লাহর কিতাব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করো

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন আল হুদা এবং দীনে হক নিয়ে, যাতে করে সে তার প্রচার, প্রকাশ, প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ী করে (অন্য) সকল দীনের উপর, যদিও এ কাজ মুশরিকদের জন্যে বড়ই কষ্টকর। (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ৩৩; সূরা ৪৮ আল ফাতহ : আয়াত ২৮; সূরা ৬১ আসসফ : আয়াত ৯)

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থ : এ কিতাব আমি নাযিল করেছি তোমার প্রতি, যাতে করে তুমি মানুষকে অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসতে পারো। (সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ১)

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ

অর্থ : এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা মানুষকে সতর্ক করার কাজে তোমার অন্তরে যেনো কোনো প্রকার কুণ্ঠা সৃষ্টি না হয়। (সূরা ৭ আরাফ : আয়াত ২)

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ط وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط

অর্থ : হে রসূল! তোমার প্রভুর কাছ থেকে যে কিতাব নাযিল হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি তা না করো, তবে তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেনা। (এ কাজে) আল্লাহই তোমাকে মানুষের দুস্কৃতি থেকে রক্ষা করবেন। (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৬৭)

আল্লাহর কিতাবের প্রতিষ্ঠাই প্রাচুর্য ও উন্নতির উপায়। আল্লাহ পাক বলেন :

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ط

অর্থ : তারা যদি কায়েম করতো তাওরাত, ইনজিল আর যা কিছু তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তাদের প্রভুর কাছ থেকে, তাহলে তারা অবশ্যি তাদের খাদ্যের যোগান লাভ করতো তাদের উপর থেকে এবং পায়ের নিচে থেকে। (সূরা ৫ মায়িদা : আয়াত ৬৬)

৭

কুরআন অধ্যয়নের আদব

একজন মুমিন মুমিনার কুরআন পড়া, অধ্যয়ন করা, কুরআনের কথা শুনা, কুরআন বুঝা এবং কুরআন শিক্ষাদান ও কুরআনের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো মেনে চলা আবশ্যক :

১. শয়তানের ধোকা প্রতারণা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে আরম্ভ করা :

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ○

অর্থ : যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে নাও। (সূরা ১৬ আন নাহল : আয়াত ৯৮)

সুতরাং কুরআন পাঠ আরম্ভ করার সময় প্রত্যেক মুমিনকে বলতে হবে :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○

অর্থ : আমি আল্লাহ্র কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই।

২. দয়াময় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর নামে আরম্ভ করা :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ○

অর্থ : পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ৯৬ আলাক : ১)

সুতরাং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে কুরআন পড়া আরম্ভ করুন।

৩. পূর্ণ মনোযোগী হয়ে এবং নিরবতার সাথে অধ্যয়ন করা :

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○

অর্থ : যখন কুরআন পাঠ করা হয় (কুরআন/কুরআনের কথা শুনানো হয়), তখন মনোযোগের সাথে শুনবে এবং নিরবতা অবলম্বন করবে, যাতে করে তোমরা রহমত লাভ করো। (সূরা ৭ আল আরাফ : আয়াত ২০৪)

৪. তারতীলের সাথে বুঝে বুঝে যথাযথ ভাব প্রকাশ করে পাঠ করা :

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا○

অর্থ : ধীরস্থির ভাবে বুঝে বুঝে ভাব প্রকাশের ভঙ্গিতে কুরআন পাঠ করো। (সূরা ৭৩ মুযযাম্মিল : আয়াত ৪)

৫. কুরআনের মর্মে প্রবেশ করে এবং চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করে পাঠ করা :

৬. চিন্তা গবেষণা করা এবং উপদেশ গ্রহণের সংকল্প নিয়ে পাঠ করা :

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ○

অর্থ : আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক কল্যাণময় কিতাব, যাতে করে মানুষ এর আয়াত সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করে এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ২৯)

৭. অনুসরণ ও মেনে চলার সংকল্প নিয়ে পাঠ করা :

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ

অর্থ : আমি অবতীর্ণ করেছি এক কল্যাণময় কিতাব, সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো। (সূরা ৬ আনআম : আয়াত ১৫৫)

৮. অল্প অল্প করে অধ্যয়ন করা এবং শিক্ষা দান করা :

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا○

অর্থ : এ কুরআন আমরা ভাগে ভাগে অল্প অল্প করে নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি তা মানুষকে পাঠ দিতে পারো বিরতি দিয়ে দিয়ে। এ উদ্দেশ্যে আমি এটাকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি। (সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ১০৬)

৯. পাঠকালে হৃদয় বিগলিত হওয়া এবং হৃদয়ে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হওয়া :

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ○

অর্থ : ঈমানদারদের কি এখনো হৃদয় বিগলিত হবার সময় হয়নি আল্লাহর স্মরণে এবং তিনি যে সত্য নাযিল করেছেন তার দ্বারা? (সূরা ৫৭ আল হাদিদ : আয়াত ১৬)

১০. কুরআন অধ্যয়ন ও অনুধাবনের মাধ্যমে ঈমান তাজা করা :

وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا

অর্থ : আর যখন তাদের শুনানো হয় আল্লাহর আয়াত, তখন তা বৃদ্ধি করে দেয় তাদের ঈমান। (সূরা ৮ আনফাল : আয়াত ২)

৮

কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-১

হৃদয় জুড়তে হবে কুরআনের সাথে

১. কুরআনের সাথে পথ চলুন

যে ব্যক্তি কুরআন বিমুখ, তার দুনিয়ার জীবন হবে অশান্তিকর এবং আখিরাতের জীবনে সে হবে অন্ধ। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কালামে পাকে বলেন :

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ○ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ○ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ○ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ج وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ○

অর্থ : অত:পর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হুদা (কিতাব, জীবন যাপন ব্যবস্থা ও রসূল) আসবে, তখন যারাই আমার হুদার অনুসরণ করবে, তারা না বিপথগামী হবে, আর না হবে দুর্ভাগা। আর যে কেউ আমার যিকর (হুদা, কিতাব) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার দুনিয়ার জীবন হবে দুর্বিষহ আর কিয়ামতের দিন তাকে আমরা হাশর করবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে : প্রভু! আমিতো চক্ষুষ্মান ছিলাম, আমাকে অন্ধ করে হাশর করলে কেন? তিনি বলবেন : 'যেমন করে তোমার কাছে আমার আয়াত (কিতাব) এসেছিল, কিন্তু অবজ্ঞা করে তুমি তা থেকে দূরে সরেছিলে, ঠিক সে রকমই আজ তোমার প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে। (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ১২৩-২৬)

কিয়ামতের দিন স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের লোকদের বিরুদ্ধেই কুরআন পরিত্যাগ করার অভিযোগ উত্থাপন করবেন :

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ○

অর্থ : এবং (বিচারের দিন) স্বয়ং রসূলই (অভিযোগ করে) বলবে : 'প্রভু! আমার

* এটি ১৮ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত কুরআন ভিত্তিক ৮ম TOT ক্লাসে উপস্থাপিত লেখকের বক্তব্য।

লোকেরাই এই কুরআনকে পরিত্যাগ করে রেখেছিল।' (সূরা ২৫ ফুরকান : ৩০)

সুতরাং কুরআনের সাথে জীবন জুড়ে নেয়া এবং কুরআনের সাথে পথ চলা ছাড়া কোনো মানুষের উপায় নেই, বিশেষ করে কোনো মুমিনের তো এ ছাড়া কোনো গত্যন্তরই নেই।

২. যারা কুরআন জানে আর যারা জানেনা তাদের উপমা

যেসব লোক আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখে এবং তার ভিত্তিতে জীবন যাপন করে, আর যারা এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত- এই উভয়ের পার্থক্য আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে দিয়েছেন এক অনুপম উপমা দিয়ে। তিনি বলেন :

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَا أَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۚ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝

অর্থ : যে ব্যক্তি তার প্রভুর প্রেরিত প্রমাণের (কিতাবের জ্ঞানের) ভিত্তিতে জীবন যাপন করে, তার সাথে কী তুলনা ঐ ব্যক্তির, যে নিজের খেয়াল খুশি মতো জীবন যাপন করে আর তার মন্দ কর্মকান্ড তাকে চমৎকৃত করে? (এদের উপমাটা এরকম) যেমন মুত্তাকিদের প্রতিশ্রুত জান্নাত! তাতে রয়েছে নির্মল-পরিচ্ছন্ন পানির নহর। অপরিবর্তনীয় স্বাদের দুগ্ধ-নহর, সুরা পায়ীদের জন্যে সুস্বাদু সুরার নহর, রয়েছে পরিশোধিত-পরিচ্ছন্ন মধুর অবারিত নহর। সেখানে তাদের জন্যে আরো রয়েছে সব ধরণের ফলমূল আর তাদের প্রভুর ক্ষমা। এদের সাথে কী তুলনা ঐ ব্যক্তির, যে চিরকাল থাকবে আগুনে এবং যাকে পান করানো হবে টগবগে ফুটন্ত গরম পানি আর তাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে তার নাড়ি ভুড়ি? (সূরা ৪৭ মুহাম্মদ : আয়াত ১৪-১৫)

এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেলো :

১. কুরআন হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত 'হুদা' (জীবন যাপন ব্যবস্থা)।
২. কুরআনের সাথে পথ চললে না বিপথগামী হবার আশংকা থাকে, আর না থাকে দুর্ভাগা হবার আশংকা।

৩. কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেই সৃষ্টি হয় অশান্তি আর দুর্বিষহ জীবন।
৪. কুরআনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে পরকালে অন্ধত্ব।
৫. কুরআন থেকে নিজের দূরত্ব সৃষ্টি করলেই পরকালে রসূল কর্তৃক অভিযুক্ত সাব্যস্ত হতে হবে।
৬. কুরআনের সাথে পথ চলা মানে প্রমাণের ভিত্তিতে বা আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাবের জ্ঞানের ভিত্তিতে জীবন যাপন করা।
৭. কুরআনের সাথিত্ব ত্যাগ করা মানে-মনগড়া পথে চলা এবং মন্দ কর্মকান্ডকে চমৎকার মনে করা।
৮. কুরআনের সাথে পথ চলা মানে-জান্নাতের সুখ আর প্রশান্তির পথে চলা।
৯. কুরআনের জ্ঞানার্জন না করে মনগড়া পথে চলা মানে- জাহান্নামের আগুন আর ফুটন্ত পানির জ্বালাময় জীবন যাপনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

৩. কুরআনের সাথে পথ চলতে হলে বুঝতে হবে কুরআন

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ج وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا

অর্থ : তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো। এখন যে কেউ সেদিকে দৃষ্টি দেবে তা তার জন্যেই কল্যাণকর। আর যে কেউ তা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখবে তা তার জন্যেই ক্ষতিকর। (সুরা ৬ আন'আম : আয়াত ১০৪)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ○

অর্থ : আমরা তোমার প্রতি আল কিতাব নাযিল করেছি। এতে রয়েছে প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ। রয়েছে অনুগতদের জন্যে জীবন যাপনের দিক-নির্দেশনা আর অনুকম্পা। (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৮৯)

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ط

অর্থ : যে ছিলো মৃত (অজ্ঞ-অন্ধ), তারপর আমরা তাকে জীবন (অহীর জ্ঞান) দিয়েছি এবং মানব সমাজে চলার জন্যে আলো (জ্ঞান ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা) দিয়েছি, তার কী তুলনা ঐ ব্যক্তির সাথে, যে নিমজ্জিত রয়েছে অন্ধকার রাশিতে, যেখান থেকে সে বের হবার নয়। (সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ১২২)

৪. কুরআন বুঝার মানে কি?

কুরআনের দৃষ্টিতে কুরআন বুঝার মানে হলো :

১. قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ (কিরাআতুল কুরআন) : অর্থাৎ কুরআন পাঠ করা, অধ্যয়ন করা, কুরআনের অর্থ উদ্ধার করা, কুরআন নিয়ে সাধনা করা :

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ○

অর্থ : যখনই কুরআন পাঠ করতে শুরু করবে, তখন অবশ্যি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে নিও। (সূরা ১৬ আন্ নহল : আয়াত ৯৮)

২. تَعْلِيْمُ الْقُرْاٰنِ (তালিমুল কুরআন) : অর্থাৎ কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করা, অনুধাবন করা, কুরআন জ্ঞাত হওয়া এবং জানা :

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ○

অর্থ : যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদের কাছে আমার আয়াত তিলাওয়াত করে, তোমাদের তাযকিয়া করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ্‌র তালিম প্রদান করে। (সূরা ২ : ১৫১)

৩. تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ (তিলাওয়াতুল কুরআন) : কুরআন তিলাওয়াত করা মানে- কুরআন পাঠ করা, উপলব্ধি করা, অনুসরণ করা এবং কুরআনের পশ্চাতে চলা :

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ

অর্থ : আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা তা তিলাওয়াত করে তিলাওয়াতের হক আদায় করে। (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১২১)

৪. تَرْتِيْلُ الْقُرْاٰنِ (তারতিলুল কুরআন) : অর্থাৎ কুরআনের ভাব উপলব্ধি করা, ভাবের ভিত্তিতে কুরআন মজিদ পাঠ করা :

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً○

অর্থ : এবং তারতিল করো কুরআনকে তারতিল করার মতো। (সূরা ৭৩ মুযযাম্মিল : আয়াত ৪)

৫. تَدَبُّرُ الْقُرْاٰنَ (তাদাব্বুরিল কুরআন) : কুরআনকে তাদাব্বুর করা মানে- কুরআনের পেছনে চলা, কুরআন অধ্যয়ন করা এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা :

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ○

অর্থ : এ এক মুবারক (কল্যাণময়) কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে মানুষ এর আয়াত সমূহ তাদাব্বুর (অনুধাবন, গবেষণা) করে এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। (সুরা ৩৮ : আ. ২৯)

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ

অর্থ : তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করেনা? (সুরা ৪ নিসা : আয়াত ৮২)

৬. تَفَكُّرِالْقُرْاٰنِ (তাফাক্কুরিল কুরআন) : কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা :

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ○

অর্থ : আর আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি ‘আয যিকর’ (আল কুরআন) যাতে করে তুমি মানুষকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দাও- যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তারা যেনো এ (গ্রন্থ) নিয়ে ফিকির (চিন্তা ভাবনা) করে। (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৪৪)

৭. تَفْهِيْمُ الْقُرْاٰنِ (তাফহিমুল কুরআন) : কুরআন বুঝে নেয়া, উপলব্ধি করা :

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ج وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا

অর্থ : সে বিষয়ে আমরা সুলাইমানকে পরিষ্কার বুঝ ও উপলব্ধি প্রদান করেছি এবং তাদের প্রত্যেককেই আমরা প্রদান করেছি প্রজ্ঞা এবং ইলম। (সূরা ২১ : আ. ৭৯)

৮. تَفَقُّهِ الْقُرْاٰنِ (তাফাক্কুহিল কুরআন) : অর্থাৎ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দিয়ে কুরআনের মর্ম ও প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা :

اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ○

অর্থ : দেখো, আমরা কী (সুন্দর) ভাবে আয়াত সমূহ বিবৃত করছি, যাতে করে তারা এর মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে। (সূরা ৬ আন'আম : ৬৫)

৯. تَذَكُّرِ الْقُرْاٰنِ (তাযাক্কুরিল কুরআন) : অর্থাৎ কুরআন বুঝে নিয়ে তার শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সে শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করা :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ○

অর্থ : আমরা আল কুরআনকে বুঝার এবং শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছি। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ করার কেউ আছে কি? (সূরা ৫৪ আল কামার : আয়াত ১৭, ২২, ২৩, ৪০)

৫. কুরআন বুঝার উপায় কি?

কুরআন বুঝার জন্যে প্রয়োজন পাঁচ প্রকার উপকরণ। সেগুলো হলো:

১. ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

২. মেধা বা মস্তিষ্ক শক্তি।

৩. মহাবিশ্ব ও মানুষ -এর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের গঠন, পরিচালনা ও গতি-প্রকৃতি।

৪. কুরআনের প্রেরক ও বাহকের ব্যাখ্যা (কুরআন ও হাদিস)।

৫. কলব বা হৃদয় ও মনমস্তিস্ক।

- কুরআন বুঝার জন্যে ১ম ও ২য় প্রকার উপকরণ একত্রে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন : দেখা, শুনা ও পড়ার সাথে সাথে মন-মস্তিস্কও প্রয়োগ করতে হবে।
- তৃতীয় প্রকার উপকরণকে কুরআন বুঝার জন্যে সাহায্যকারী উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।
- চতুর্থ প্রকার উপকরণ দিয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় প্রকার উপকরণকে সঠিক ধারায় পরিচালিত করতে হবে এবং লাইনচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে।
- পঞ্চম উপকরণ- এর প্রয়োগই উন্মোচন করবে অনাবিল উপলব্ধির রাজ্য।

তৃতীয় প্রকার উপকরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط اَوَلَمْ
يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ○

অর্থ : আমরা মানুষকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাতে থাকবো মহাবিশ্বে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, এমনকি তাদের কাছে এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এই কুরআন মহাসত্য। তোমার প্রভু সম্পর্কে কি একথা যথেষ্ট নয় যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ের সাক্ষী? (সূরা ৪১ হামীম আস্সাজদা/ফুস্সিলাত : আয়াত ৫৩)

কুরআনের বাহকের ব্যাখ্যা বা হাদিস ও সুন্নাহ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ○

অর্থ : আর আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি 'আয যিক্র' (আল কুরআন) যাতে করে তুমি মানুষকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দাও- যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। এবং তারা যেনো এ (গ্রন্থ) নিয়ে ফিকির (চিন্তা ভাবনা) করে। (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৪৪)

কুরআন উপলব্ধির জন্যে কলব বা হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ○

অর্থ : এতে রয়েছে শিক্ষার বিষয় ঐ ব্যক্তির জন্যে- যার আছে কলব (হৃদয়), কিংবা যে নিক্ষেপ করে শ্রবণশক্তি এমতাবস্থায় যে, সে সতর্ক-মনোযোগী (heedfull)। (সূরা ৫০ কাফ : আয়াত ৩৭)

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا○

অর্থ : তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেনা? নাকি তাদের কলব সমূহ (তা বুঝার ব্যাপারে) তালাবদ্ধ? (সুরা ৪৭ মুহাম্মদ : আয়াত ২৪)

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ○

অর্থ : তাদের কলব (হৃদয়) আছে, কিন্তু তা দিয়ে উপলব্দি করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে শুনেনা। এদের উপমা হলো পশু, বরং তার চাইতেও বিভ্রান্ত তারা। আর তারা গাফিল (অসতর্ক অচেতন)। (সূরা ৭ আরাফ : আয়াত ১৭৯)

যিনি কুরআন বুঝতে চান তাকে এই পাঁচ প্রকার উপকরণের সবগুলোকেই সমন্বিত ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তবেই তার পক্ষে সম্ভব হবে কুরআনের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্যের রাজ্যে নিজের উপলব্ধির স্বয়ংক্রিয় বোরাক চালানো।

৯

কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-২*

লক্ষ্য ঠিক করুন এবং কুরআনকে প্রশ্ন করুন

১. নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করুন

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেন এবং কুরআন বুঝার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি যেসব উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেন এবং স্টাডি করেন, সেগুলো মোটমুটি নিম্নরূপ :

১. কিছু লোক সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআনের অর্থহীন ভাষা পাঠ করেন।

২. কেউবা শুধু অর্থ জানার জন্যে কুরআন পাঠ করেন। কেউ পাঠ করেন পান্ডিত্য অর্জনের জন্যে।

৩. কেউবা ক্লাসে ছাত্রদের পাঠদানের উদ্দেশ্যে অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করেন।

৪. কেউ পাঠ করেন কুরআনের সত্যতা উপলব্ধির উদ্দেশ্যে।

৫. কেউবা পাঠ করে কুরআনের কদর্থ করা, কুরআনকে বিকৃত করা এবং কুরআনের খুঁত ধরার উদ্দেশ্যে।

৬. কেউ কুরআন বুঝার চেষ্টা করেন অনুসরণ ও মেনে চলার জন্যে এবং শিক্ষাদান, প্রচার ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে।

কুরআনের পাঠ এবং বুঝার ক্ষেত্রে এ ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্য লোকদের থাকতে পারে। কুরআন বুঝার সিদ্ধান্তের পেছনে আপনার উদ্দেশ্য কী? কী আপনার লক্ষ্য? কী অর্জন করতে চান আপনি এ থেকে?

জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো লক্ষ্যহীন কাজ করেন না। মানুষ কোনো কাজ করার মাধ্যমে যে ফল লাভ করতে চায়, সেটাই তার সে কাজের লক্ষ্য (end, target, destination)। আর লক্ষ্যে পৌছার জন্যে তিনি যে কাজ বা যেসব কাজ করেন, তাই হলো তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হাসিলের পথ (means, purpose, intention, plan, misson, design)।

* এটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত কুরআন ভিত্তিক ৯ম টট্ (TOT) ক্লাসে লেখকের উপস্থাপিত বক্তব্য।

যেমন হায়দার আলী একজন কৃষক। জিলান মাঠে তার ১০ বিঘা জমি আছে। হায়দার আলী-

ক. এই জমির উৎপাদন দিয়েই তার সংসার চলান। অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা সবই এই জমির উৎপাদন দিয়েই নির্বাহ করেন।

খ. এই লক্ষ্যে তিনি তার সেই জমি চাষ করেন, আগাছা পরিষ্কার করেন, বীজ বপন করেন, চারা রোপন করেন, পানি সেচ করেন, সার দেন ইত্যাদি সব ধরণের পরিকল্পিত ও কর্মসূচি মাফিক কাজ করেন।

এখানে আমরা জনাব হায়দার আলীর তৎপরতায় দুটি জিনিস লক্ষ্য করেছি :

এক : তার লক্ষ্য (end, target, destination) অর্থাৎ ফসল লাভ করা এবং জীবিকা নির্বাহ করা।

দুই : তার লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম বা উদ্দেশ্য (means, purpose, intention, plan, design) অর্থাৎ জমি চাষ করা, আগাছা পরিষ্কার করা, বীজ বপন করা, চারা রোপন করা, পানি সেচ করা, সার দেয়া ... ইত্যাদি।

'ক' অংশ তার লক্ষ্য। 'খ' অংশ তার লক্ষ্য হাসিলের মাধ্যম বা উদ্দেশ্য। (আমাদের দেশে 'উদ্দেশ্য' এবং 'লক্ষ্য' শব্দ দুটি ব্যাপকভাবেই সমার্থে ব্যবহার করা হয়।)

কুরআনের ক্ষেত্রে একজন মুমিনের 'উদ্দেশ্য' এবং 'লক্ষ্য' কী হওয়া উচিত?

এর জবাব খুবই সহজ। তাহলো : একজন মুমিন কুরআন পড়েন, শিখেন, বুঝার চেষ্টার করেন, অনুসরণ করেন, শিক্ষা দেন, প্রচার করেন, বাস্তবায়নের কাজ করেন। এই কাজগুলো হলো মাধ্যম বা উদ্দেশ্য (means, purpose, plan, design, misson)।

কুরআনের এই কাজগুলোর পেছনে রয়েছে একজন মুমিনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য (end, target, destination)। আর সে লক্ষ্য হলো তাঁর মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমা, সন্তুষ্টি, অনুগ্রহ ও পুরষ্কার লাভ করা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ۝

অর্থ : বলো : 'নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার সেক্রিফাইস এবং আমার জীবন ও মৃত্যু মহাজগতের প্রভু আল্লাহর জন্যে। (সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১৬২)

تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۝

অর্থ : তুমি দেখবে, তারা রুকু-সাজদার (বিনয়-আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের) মাধ্যমে সন্ধান করছে আল্লাহর অনুগ্রহ (Bounty) এবং সন্তুষ্টি (Good Pleasure)। (সূরা ৪৮ আল ফাত্হ্ : আয়াত ২৯)

এই দুই আয়াতে সালাত, সেক্রিফাইস, জীবন-মৃত্যু ও রুকূ, সাজদা হলো উদ্দেশ্য (means)। আল্লাহ্‌র জন্যে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জন হলো লক্ষ্য (ends)।

২. কুরআনের সাথে কথা বলুন, প্রশ্ন করুন কুরআনকে, প্রয়োগ করুন ৮টি W

কুরআন বুঝতে হলে কুরআনকে বন্ধু বানান। তার সাথে গড়ে তুলুন intimacy. তাকে জানুন, তাকে বুঝুন। তাকে বুঝার জন্যে প্রয়োগ করুন ৮ টি W. কারণ কুরআন বুঝতে হলে আপনার মধ্যে থাকতে হবে একটি অনুসন্ধিৎসু মন, একটি জিজ্ঞাসু মস্তিষ্ক এবং একটি জ্ঞান পিপাসু হৃদয়।

কুরআনের উপলব্ধি অর্জনের জন্যে আপনার তুখোড়, দুরন্ত, অতৃপ্ত, অক্লান্ত, অদম্য, আনাড়ী, অশান্ত এবং প্রশান্ত ইল্‌হামি পরিবারকে নিয়ে একত্রে বসতে হবে। কুরআনকে এবং কুরআনের একেকটি বাণী ও বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে হবে তাদের সামনে।

আপনার ইল্‌হামি পরিবারের সদস্যরা হলো- আপনার ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, বিবেক, মেধা এবং হৃদয়।

এদের সকলের সম্মিলিত একাগ্রতা নিবদ্ধ করুন কুরআনের উপর। এদের প্রত্যেকের স্বাধীন প্রকৃতি অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রবেশ করিয়ে দিন কুরআনের ভেতরে। এদের প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে ৮টি 'W' অর্থাৎ- What? Who? Whom? Whose? Why? Where? When? How?

How -র W টি শেষে ব্যবহৃত হয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্বাধীন ভাবে ওদের প্রশ্ন করতে দিন কুরআনকে? তাদের বলুন তোমরা প্রশ্ন করো:

1. What is your name?
2. What is the purpose of the Quran?
3. Who has sent down the Quran?
4. To whom was it sent down?
5. Why has Allah sent down the Quran?
6. Why has He sent it dowm in Arabic?
7. Why should I follow the Quran?
8. Where and when should it be applied?
9. When was the Quran revealed?
10. How shall I understand the Quran?
11. Why did people were deny the messangers of Allah?

12. What is the right path to lead my life?
13. How shall I follow the Quran?
14. What is your opinion regarding Allah?
15. Whom should I not marry?

এরকম আরো অনেক প্রশ্ন তাদের করতে বলুন।

৩. জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজুন কুরআনের মধ্যেই

যতো প্রশ্ন জাগবে আপনার মনে, যতো জিজ্ঞাসা জড়ো হবে হৃদয়ে- সবই জিজ্ঞাসা করুন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু (intimate friend) কুরআনকে। কুরআনের কাছে রয়েছে আপনার সব প্রশ্নের জবাব। তার হৃদয়ে প্রবেশ করুন। সে বলে দেবে আপনার সব জিজ্ঞাসার জবাব।

● যেমন আপনি কুরআনের কাছে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন : What is your name? Who are you? What is your identity?

এবার প্রশ্নটি মাথায় জীবন্ত রেখে কুরআন পড়তে শুরু করুন! সামনে অগ্রসর হতে থাকুন! দেখবেন, কুরআন বারবার আপনার এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে যাচ্ছে।

আপনার হৃদয় মন যদি থাকে জীবন্ত তরতাজা আর আপনার মস্তিষ্ক যদি থাকে সতর্ক, তবে কুরআন পাঠকালে আপনার জিজ্ঞাসার জবাব শুনতে পাবেন আপনার নিজ কানেই। কুরআন আপনাকে বলে দিতে থাকবে :

এটি আল কিতাব, এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই।	০২ : ০২	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ
নিশ্চয় এটি আল কুরআন।	১৭ : ০৯	اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ
অতি অবশ্যি এটি মর্যাদাবান আল কুরআন।	৫৬ : ৭৭	اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ
নিশ্চয়ই এটি একটি উপদেশ ভান্ডার, সতর্ককারী গ্রন্থ।	৭৩ : ১৯	اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ
এটি উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন ছাড়া আর কিছুই নয়।	৩৬ : ৬৯	اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ
এ হচ্ছে গায়েব এর সংবাদ।	১২ : ১০২	ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الْغَيْبِ
এগুলো হলো আল্লাহর আয়াত	০২ : ২৫২	تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ
এগুলো কুরআনের আয়াত এবং সুস্পষ্ট কিতাব।	২৭ : ০১	تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ

এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ,তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন।	৬৫ : ০৫	ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ
এটি আমার (দেয়া) সঠিক পথ,সুতরাং এর অনুসরণ করো।	০৬ : ১৫৩	وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ

● একইভাবে আপনি কুরআনকে জিজ্ঞেস করুন : Who has sent you down? Who has revealed you?

এবার এ প্রশ্নটি হৃদয়ে জীবন্ত রেখে কুরআন পড়ুন। দেখবেন, কুরআন আপনাকে জবাব দিয়ে যাচ্ছে :

আল্লাহ নাযিল করেছেন এই সর্বোত্তম বাণী।	৩৯ : ২৩	اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ
নিশ্চয়ই তোমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে মহা প্রজ্ঞাবান মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে।	২৭ : ০৬	وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ
আমরাই নাযিল করেছি আয্ যিকর (আল কুরআন)।	১৫ : ০৯	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
এর কারণ, আল্লাহই সত্যসহ আল কিতাব নাযিল করেছেন।	০২ : ১৭৬	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
নিশ্চয়ই তোমার প্রতি এই কুরআন আমরা নাযিল করেছি।	৭৬ : ২৩	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ

● আপনি কুরআনকে জিজ্ঞেস করুন : For whom was the Quran sent down? কুরআন আপনাকে জবাব দিয়ে যাবে :

কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্যে জীবন যাপনের পদ্ধতি হিসেবে।	০২ : ১৮৫	.... الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
আমরা তোমার প্রতি আল কিতাব নাযিল করেছি মানুষের জন্যে।	৩৯ : ৪১	اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ
এই কুরআন সুস্পষ্ট বর্ণনা মানব জাতির জন্যে।	০৩ : ১৩৮	هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ

● আপনি কুরআনকে প্রশ্ন করুন : Oh the Quran, what is your purpose? Why has Allah sent you down? কুরআন আপনাকে জবাব দিয়ে যাবে :

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا○

অর্থ : বরকত ও কল্যাণের মালিক তিনি, যিনি তাঁর দাসের প্রতি আল ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে করে সে বিশ্ববাসীর জন্যে হতে পারে সতর্ককারী। (সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ১)

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ○

অর্থ : এটি একটি কিতাব, আমরা এটি নাযিল করেছি তোমার প্রতি, যাতে করে তুমি (এটির সাহায্যে) মানুষকে অন্ধকার রাশি থেকে আলোতে বের করে আনতে পারো। (সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ০১)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ○

অর্থ : আমি তোমার প্রতি আল কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের নির্দেশনা হিসেবে এবং মুসলিমদের জন্যে জীবন পদ্ধতি, অনুকম্পা আর সুসংবাদ হিসেবে। (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৮৯)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ : আমরা নাযিল করছি আল কুরআন, যা মুমিনদের জন্যে নিরাময় এবং অনুকম্পা। (সূরা ১৭ বনী ইসরাঈল : আয়াত ৮২)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ ....

অর্থ : আর এ কিতাব আমরা নাযিল করেছি, মহা কল্যাণময় এটি, সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো। (সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১৫৫)

● আপনি কুরআনকে জিজ্ঞেস করুন : What is your opinion regarding Allah?

তারপর কুরআন পড়ুন, পড়তে থাকুন। একটু পর পরই কুরআন আপনার স্রষ্টা ও প্রভু মহান আল্লাহ সম্পর্কে আপনাকে প্রশান্তিকর মতামত দিতে থাকবে :

তিনি আল্লাহ্ এক ও একক	১১২ : ০১	هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
নিশ্চয়ই আল্লাহ একমাত্র ইলাহ।	০৪ : ১৭১	اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ
আল্লাহ! তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্ব সৃষ্টির ধারক।	০২ : ২৫৫ ০৩ : ০২	اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ
আল্লাহ! তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মহান আরশের তিনি মালিক।	২৭ : ২৬	اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
আসমান-জমিনে যদি আল্লাহ ছাড়া আরো ইলাহ থাকতো, তবে এসব ধ্বংস হয়ে যেতো।	২১ : ২২	لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا
আল্লাহ মুখাপেক্ষাহীন।	১১২ : ০২	اَللّٰهُ الصَّمَدُ
প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ।	১৩ : ১৬	اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ
তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবী এবং যিনি আকাশ থেকে নাযিল করেন পানি।	১৪ : ৩২	اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
আল্লাহই তোমাদের মাওলা এবং তিনি মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান।	৬৬ : ০২	وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ج وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○
আল্লাহ সর্বশক্তিমান, বিজ্ঞানময়	০৮.৬৭	وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

● কুরআনকে প্রশ্ন করুন : What is Ruh (life)? জবাব পেয়ে যাবেন :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ط قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

অর্থ : তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে রূহ সম্পর্কে, তুমি বলো : 'রুহ' আমার প্রভুর একটি নির্দেশ। (সূরা ১৭ বনী ইসরাঈল : আয়াত ৮৫)

● জিজ্ঞাসা করুন : What will be the appointed time of the Day of Resurrection? জবাব শুনবেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ج لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ ○

অর্থ : তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে : নির্ধারিত সময়টি (পুনরুত্থান দিবস) কখন আসবে? তুমি বলো : সে জ্ঞান আমার প্রভুর কাছেই সীমাবদ্ধ। তিনি ছাড়া কেউই তা উন্মুক্ত করতে পারবেনা। (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৮৭)

● কুরআনকে প্রশ্ন করুন : What food is lawful for us? কুরআন আপনাকে বলে দেবে :

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ

অর্থ : তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে, তাদের জন্যে কি কি (খাবার) হালাল করা হয়েছে? তুমি বলো : তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে সব ভালো খাবারই। (সূরা ৫ মায়েদা : আয়াত ৪)

● তাকে জিজ্ঞাসা করুন : What items of food are forbidden for us? সে জবাব দেবে?

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ

অর্থ : (নবী তাদের জন্যে) ভালো ও পবিত্র (খাদ্য) বস্তু হালাল করে এবং নোংরা অপবিত্র (খাদ্য) বস্তু হারাম করে .... । (সূরা ০৭ : আয়াত ১৫৭)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِاللّٰهِ

অর্থ : তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত, শুয়োরের গোস্ত এবং সেই পশু যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়েছে। (সূরা ৫ : ০৩)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! মদ, জুয়া, আস্তানা, ভাগ্য নির্ণয়ের লটারি নোংরা শয়তানি কর্ম। তোমরা এগুলো বর্জন করো। (সূরা ০৫ মায়িদা : আয়াত ৯০)

● প্রশ্ন করুন : What is your opinion concerning trading and usury? জবাব পেয়ে যাবেন :

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

অর্থ : আল্লাহ ব্যবসা বৈধ করেছেন এবং সুদ নিষিদ্ধ করেছেন। (সূরা ০২ : ২৭৫)

● জিজ্ঞাসা করুন : What is your direction regarding divorce? আপনি জবাব পেয়ে যাবেন :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ

অর্থ : তালাক দুইবার। তারপর হয় ন্যায় সংগতভাবে রেখে দাও, না হয় দয়াশীলতার সাথে বিদায় দাও। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২২৯)

● জিজ্ঞাসা করুন : What is the process of divorce? সে বলে দেবে?

اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

অর্থ : তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দিতে চাইবে, তখন ইদ্দতের জন্যে তালাক দেবে। (সূরা ৬৫ আত তালাক : আয়াত ০১)

● জিজ্ঞাসা করুন : What is your opinion- is it lawful to marry a mushrik man or women? জবাব পেয়ে যাবেন :

وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ .... وَلَاتُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا....

অর্থ : তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করোনা যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে .... এবং তোমরা মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে .... । (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২২১)

● প্রশ্ন করুন : Whom Should I love more? জবাব শুনুন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে, তাদের সর্বাধিক ভালোবাসা হয়ে থাকে আল্লাহর জন্যে। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৬৫)

● জিজ্ঞাসা করুন : Who is a Wali-Allah? Who are Awlia? তারপর জবাব শুনুন কুরআন থেকে :

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَاۤءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ○

অর্থ : জেনে রাখো, আল্লাহর অলীদের ভয় নেই, দুশ্চিন্তাও নেই- যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে। (সূরা ১০ ইউনূস : ৬২-৬৩)

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ○

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের অলি হলেন আল্লাহ এবং তাঁর রসূল, এছাড়া ঈমানদার লোকেরা-যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং বিনীত থাকে। (সূরা ০৫ মায়িদা : আয়াত ৫৫)

● জিজ্ঞাসা করুন : What is your opinion regarding menstruation? জবাব পাবেন :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ

অর্থ : তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে নারীদের মাসিক সম্পর্কে। তুমি বলো : ওটা একটা অশুচি। তাই মাসিক চলাকালে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকো। (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ২২২)

এভাবে কুরআনকে জিজ্ঞেস করতে থাকুন আর কুরআন পড়তে থাকুন। যতো প্রশ্ন জাগবে আপনার হৃদয়ে- তাকে প্রশ্ন করুন, আর পড়তে থাকুন। কুরআনের একটি অনুবাদ এবং একটি 'বিষয় নির্দেশিকা' (যেমন : তাফহীমুল কুরআনের বিষয় নির্দেশিকা) সব সময় কাছে রাখুন। প্রতিদিন পড়ুন। সময় পেলেই পড়ুন। বিষয় ভিত্তিক নোট করুন। অন্যদের বলুন, অন্যদের সাথে আলোচনা করুন। প্র্যাকটিস করুন। দেখবেন জীবন চলার সব পথ সহজ করে দেবে কুরআন। আপনার জীবনের সবচাইতে বড় সাথি হয়ে যাবে কুরআন।

১০

কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৩*

কুরআন দ্বারা কুরআন বুঝুন

১. কুরআনই কুরআন বুঝার সর্বোত্তম পাথেয়

কুরআন বুঝার সর্বোত্তম পথ ও পাথেয় হলো, কুরআন দ্বারা কুরআন বুঝা এবং কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির করা। মহান আল্লাহ বলেন :

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ○

অর্থ : এটি (এই কুরআন) মানবজাতির জন্যে এক সুস্পষ্ট বিবৃতি এবং মুত্তাকিদের জন্যে পথনির্দেশ ও উপদেশ।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৩৮)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : আর আমরা নাযিল করেছি তোমার প্রতি আল কিতাব প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ....... ।' (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৮৯)

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ

অর্থ : আল্লাহ নাযিল করেছেন সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত একটি কিতাব যার কথাগুলো পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপূরক এবং পূনরাবৃত্ত।' (সূরা ৩৯ : ২৩)

এই তিনটি আয়াতাংশ থেকে আমরা জানতে পারলাম :

১. কুরআন মানবজাতির জন্যে সুস্পষ্ট বিবৃতি।
২. কুরআন প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সম্বলিত কিতাব।
৩. কুরআনের কথাগুলো পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ -পরিপূরক।
৪. কুরআনের কথাগুলো পূনরাবৃত্ত।

এ কারণেই কুরআন বুঝার এবং ব্যাখ্যা করার সর্বসম্মত প্রথম ও প্রধান উপায় হলো, কুরআন দিয়ে কুরআন বুঝা এবং কুরআন দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করা। ইমাম যারকাশি তাঁর বিখ্যাত 'আল বুরহান ফি উলুমিল কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন :

اَحْسَنُ طَرِيْقٍ لِّلتَّفْسِيْرِ اَنْ يُّفَسَّرَ الْقُرْاٰنَ بِالْقُرْاٰنِ– فَمَا اُجْمِلَ فِى مَكَانٍ فُصِّلَ فِى مَوْضِعٍ اٰخَرَ– وَمَا اخْتُصِرَ فِى مَكَانٍ فَاِنَّهٗ قَدْ بُسِطَ فِى مَكَانٍ اٰخَرَ–

---

* এটি ২১ মার্চ ২০০৮ তারিখে রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত ১০তম কুরআন ভিত্তিক টট্ ক্লাসে উপস্থাপিত লেখকের বক্তব্য।

অর্থ : কুরআন তফসির (ব্যাখ্যা) করার সর্বোত্তম পন্থা হলো, কুরআন দ্বারা কুরআনের তফসির (ব্যাখ্যা) করা। কারণ, কুরআনের কোনো স্থানে যদি কোনো সারকথা বলা হয়ে থাকে, তবে অন্যত্র তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। কোথাও কোনো বিষয় সংক্ষিপ্ত বলা হয়ে থাকলে অন্যত্র তা বিস্তারিত বলা হয়েছে।'[১]

কুরআনে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত ও সারকথা সম্বলিত শব্দ এবং আয়াতগুলো একই প্রসঙ্গের বিস্তারিত ও ব্যাখ্যামূলক আয়াত দ্বারা বুঝা ও ব্যাখ্যা করাকে বলা হয় 'কুরআন দ্বারা কুরআন বুঝা এবং কুরআন দ্বারা কুরআনের তফসির (ব্যাখ্যা) করা।

এই একই কথা বলেছেন ইবনে জারির তাবারি, ইবনে কাসির, ইবনে তাইমিয়া এবং অন্যান্য মুফাসসির এবং উসূলুত তাফসির প্রণেতাগণ। এর উদাহরণ রয়েছে কুরআনে ব্যাপক। কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করা হলো :

২. কুরআন দ্বারা কুরআন ব্যাখ্যার উদাহরণ

● সূরা বাকারার শুরুতেই সাফল্য লাভকারীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে : الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ...

'যারা গায়েব -এর প্রতি ঈমান আনবে........।' (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ৩)

এটি ঈমানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ সারকথা। এ ধরণের সংক্ষিপ্ত কথা কুরআনে বার বার এসেছে। যেমন - اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে........।' (সূরা ৯৮ আল বাইয়্যেনা : আয়াত ৭)

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...

'তবে যারা ঈমান এনেছে.......।' (সূরা ১০৩ আল আসর : আয়াত ৩)

'ঈমান আনা' বা 'গায়েব এর প্রতি ঈমান আনা' বলতে কিসের এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা বুঝায় তা এসব আয়াতে বলা হয়নি। কিন্তু এর ব্যাখ্যা কুরআনেই আছে অন্যান্য আয়াতে। যেমন :

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

অর্থ : আর যারা ঈমান আনবে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি, আর একীন রাখবে আখিরাতের প্রতি।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৪)

---

১. বদরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ যারকাশি : আল বুরহান ফি উলূমিল কুরআন, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৭৫।

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ

অর্থ : বরং সত্য-ন্যায়ের পথ হলো ঐ ব্যক্তির পথ, যে ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল কিতাবের প্রতি এবং নবীদের প্রতি.......।' (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১৭৭)

● সূরা বাকারায় আদম আ. এর ভুল করার পর তাঁর তওবা করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

অর্থ : অতএব আদম প্রাপ্ত হলো তার প্রভুর পক্ষ থেকে কয়েকটি কথা, এর ফলে কবুল করা হয় তার তওবা ....।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৩৭)

ক্ষমা চাওয়া এবং তওবা কবুল করার জন্যে আদম আলাইহিস সালামকে কী কথা আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন, তা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এর ব্যাখ্যা আছে সূরা আ'রাফে। সেখানে বলা হয়েছে :

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكتہ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۝

অর্থ : তারা উভয়ে বলে উঠলো : 'আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করে ফেলেছি, এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন না করো, তাহলে অবশ্যি আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো।" (সূরা ৭ আল আরাফ : আয়াত ২৩)

● সূরা ৮৩ আল মুতাফফিফীনের ১ম আয়াতে বলা হয়েছে :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ۝

অর্থ : 'ধ্বংস মুতাফফিফীনদের জন্যে।'

এখানে 'মুতাফফিফীন' কথাটি কঠিন এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কিন্তু একই সূরার ২য় এবং ৩য় আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ۝

অর্থ : (মুতাফফিফীন হলো তারা) যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ পরিমাণ দাবি করে। কিন্তু মানুষকে মেপে বা ওজন করে দেয়ার সময় প্রাপ্যের চাইতে কম দেয়।' (সূরা ৮৩ আল মুতাফফিফীন : আয়াত ২-৩)

● ব্যাখ্যা সাপেক্ষ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেসব স্থানে, সেসব স্থানে বা অন্যত্র সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে দেয়া হয়েছে। এর বিপুল উদাহরণ রয়েছে কুরআনে। সূরা ১০১ আল কারি'আয় বলা হয়েছে। اَلْقَارِعَةُ۝ مَاالْقَارِعَةُ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ۝

অর্থ : মহাপ্রলয়! কী সেই মহাপ্রলয়? তুমি কী করে জানবে সেই মহাপ্রলয় কী?'

কিন্তু পরের আয়াত থেকেই 'আল কারি'আর'ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে :

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ○ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ○

অর্থ : যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো আর পাহাড় -পর্বত হবে ধূনা রঙ্গিন পশমের মতো। (আয়াত ৪-৫)

● আরেকটি উদাহরণ হলো সূরা ১০৪ আল হুমাযায় : وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ○

অর্থ : ধ্বংস প্রত্যেক হুমাযা লুমাযার জন্যে।' ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হুমাযা লুমাযার ব্যাখ্যা এর পরেই দেয়া হয়েছে :

الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ ○ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ ○

অর্থ : (হুমাযা লুমাযা হলো সে,) যে অর্থ সম্পদ পুঞ্জিভূত করে এবং বার বার হিসাব করে। সে মনে করে তার অর্থ সম্পদ তাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে।' (আয়াত ২-৩)

সুতরাং 'আল কারি'আ' এবং 'হুমাযা লুমাযার' ব্যাখ্যা কুরআন থেকেই বুঝতে হবে।

● সূরা বাকারার ২২৮ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ○

অর্থ : তালাক প্রাপ্ত নারীরা (পরবর্তী বিয়ের জন্যে) নিজেদেরকে তিন মাসিক কাল বিরত রাখবে।" কিন্তু অন্য একটি আয়াতে এই সাধারণ বিধির একটি ব্যতিক্রম অবকাশ রাখা হয়েছে :

اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ○

অর্থ : তোমরা মুমিন নারীদের বিয়ে করার পর 'স্পর্শ' করার আগেই যদি তালাক দাও, তবে তোমাদের জন্যে তাদের কোনো ইদ্দত পালন করতে হবেনা। (সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ৪৯)

সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতটির সাথে শেষোক্ত আয়াতটি মিলিয়ে বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে হবে।

● সূরা বাকারার ২৩৪ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে ওফাত লাভ করবে, তারা (সেই বিধবারা) যেনো নিজেদেরকে (পরবর্তী বিয়ে থেকে) চারমাস দশদিন বিরত রাখে।' (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ২৩৪)

কিন্তু সূরা তালাকের ৪র্থ আয়াতে এই সাধারণ বিধির বাইরে রাখা হয়েছে গর্ভবতী নারীদের। বলা হয়েছে : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

অর্থ : আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হলো গর্ভপ্রসব করা পর্যন্ত ।' (সূরা ৬৫ আত্ তালাক : আয়াত ৪)

এখানে প্রথমোক্ত আয়াতটি বুঝার জন্যে শেষোক্ত আয়াতটি অবশ্যি জরুরি।

● সূরা আল মায়েদার ১ম আয়াতে বলা হয়েছে :

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ .....

অর্থ : হালাল করা হলো তোমাদের জন্যে গবাদি পশু সেগুলো ছাড়া, যেগুলোর কথা বলে দেয়া হবে।' (সূরা ৫ মায়েদা : আয়াত ১)

এছাড়া সূরা ৬ আল আন'আমের ১৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلْ لَّآ أَجِدُ فِيْ مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ إِلَّآ أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ .....

অর্থ : বলো : আমার কাছে প্রেরিত অহিতে আহারকারীর আহারের মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাইনা মৃত (প্রাণী), প্রবাহিত রক্ত এবং শুয়োরের গোশত ছাড়া। এগুলো অবশ্যি অপবিত্র.... ।' (সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ১৪৫)

এ দুটো আয়াত বুঝতে হলে অবশ্যি সূরা ২ আল বাকারার ১৭৩ আয়াত এবং সূরা ৫ আল মায়েদার ৩য় আয়াত একত্র করে বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে হবে। সে আয়াত গুলো হলো :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন মৃত (প্রাণী), রক্ত, শুয়োরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ (উৎসর্গ) করা হয়েছে।'(সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১৭৩)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ قف وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

অর্থ : তোমাদের জন্যে হারাম করে দেয়া হলো মৃত (প্রাণী), রক্ত, শুয়োরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ (উৎসর্গ) করা পশু, শ্বাসরুদ্ধ

হয়ে মরা পশু, আঘাতে মৃত পশু, উপর থেকে পড়ে মরা পশু, শিংয়ের গুতায় মরা পশু, হিংস্র জানোয়ার কর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন করা পশু তবে জ্যান্ত পেয়ে যবেহ করতে পারলে ভিন্ন কথা এবং আস্তানা বা পূজার বেদীতে যবেহ করা পশু...... ।' (সূরা ৫ আল মায়েদা : আয়াত ৩)

● মদ এবং মাদক সম্পর্কে এককভাবে সূরা বাকারায় বর্ণিত আয়াতটি পড়লে এ সম্পর্কে কুরআনের বিধান জানা সম্ভব নয়। বরং ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হওয়া অবধারিত। আয়াতটি হলো :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

অর্থ : তারা তোমার কাছে জানতে চাইছে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে। তুমি বলো, এগুলোতে আছে কবিরা গুনাহ এবং মানুষের জন্যে কল্যাণ। তবে সেগুলোর কল্যাণের চাইতে পাপটা বড়। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২১৯)

এ প্রসঙ্গে এর পরে অবতীর্ণ সূরা নিসার আয়াতটি থেকেও সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। সেটি হলো :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়োনা, যতোক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো।' (সূরা ৪ নিসা : ৪৩)

মূলত মদ, মাদকতা ও নেশাদ্রব্য সম্পর্কে কুরআনের বিধান বুঝতে হলে এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াতটিও এ সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। তিনটি আয়াতকে সমন্বিত করলেই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝা যাবে। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ শেষ আয়াতটি হলো :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা ! মদ, জুয়া আস্তানা এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর নোংরা শয়তানি কর্ম। তোমরা এগুলো বর্জন করো, আশা করা যায় এতে করে তোমরা সাফল্য মন্ডিত হবে। (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৯০)

এ কারণেই কেউ যদি বার বার কুরআন পড়েন,তাহলে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারবেন কুরআনই কুরআনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রদান করছে। তার জন্যে কুরআন উপলব্ধি করা হবে অত্যন্ত সহজ।

কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৪*

কুরআন বুঝতে হলে বুঝতে হবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা.কে

১: কুরআনের ব্যাখ্যা করা ও মর্ম উপলব্ধি করার মূল ভিত্তি দুটি : স্বয়ং কুরআন এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর সীরাত ও সুন্নাহ।

২. কুরআন নাযিলের জন্যে তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে এবং তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল করা হয়েছে। (সূরা ০৪ আন নিসা : আয়াত ১০৫)

৩. তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষের কাছে কুরআনের বাহক। কুরআন পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। তিনি বাস্তবে এবং শিক্ষার মাধ্যমে যথাযথভাবে কুরআন পৌঁছে দিয়েছেন।

৪. তিনি কুরআনের মূল শিক্ষক। (সূরা ০৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪)

৫. তিনি কুরআনের মূল ব্যাখ্যাতা। (সূরা ০৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪)

৬. তিনি ছিলেন কুরআনের ভিত্তিতে শরীয়ত প্রণেতা। (সূরা ০৫ : ৪৯, ১০৫)

৭. তিনি তাঁর সীরাত ও সুন্নতের মাধ্যমে কুরআনের বাস্তব রূপ ও মর্ম উপস্থাপন করেছেন। তিনি ছিলেন বাস্তব কুরআন। তিনি ছিলেন কুরআনের মূর্ত প্রতীক। এ প্রসঙ্গে দেখুন আল্লাহ্র বাণী : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে একটি উত্তম আদর্শ।' (সূরা ৩৩ আহ্যাব : আয়াত ২১)

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

অর্থ : আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাদের থেকেই তাদের মধ্যে একজন রসূল পাঠিয়ে। সে তাঁর আয়াত তাদের শোনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে এবং তাদের কিতাব ও হিক্‌মা শিক্ষা দেয়। অথচ এর আগে এই লোকেরাই সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত ছিলো। (সূরা ০৩ : আয়াত ১৬৪)

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ

অর্থ : আর আমরা তোমার প্রতি আয্ যিকর (আল কুরআন) নাযিল করেছি,

---

* এটি ১৮ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত ১১তম কুরআন ভিত্তিক টট্ ক্লাসে উপস্থাপিত লেখকের বক্তব্য।

যেনো তুমি মানুষের কাছে পরিষ্কার করে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করো, যা তাদের জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে।' (সূরা ১৬ নাহল : আয়াত ৪৪)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

অর্থ : যারা রসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত, যাতে তারা কোনো ফিতনার শিকার না হয়, অথবা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব এসে না পড়ে।' (সূরা ২৪ আন নুর : আয়াত ৬৩)

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থ : হে মুহাম্মদ! নিশ্চিতই তুমি (মানুষকে) সঠিক-সরল পথ প্রদর্শন করছো।' (সূরা ৪২ আশ শুরা : আয়াত ৫২)

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থ : রসূল তোমাদের যা প্রদান করে তা গ্রহণ করো এবং যে জিনিস থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো।' (সূরা ৫৯ হাশর : আয়াত ৭)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ○

অর্থ : যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন, তখন কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা নারীর সেই ব্যাপারে নিজস্ব ফায়সালা গ্রহণ করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত হয়।' (সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ৩৬)

اَنَّ النَّبِىَّ ص قَالَ : اَلَا وَاِنِّى قَدْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

নবী করিম সা. বলেছেন : 'জেনে রাখো আমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে দেয়া হয়েছে অনুরূপ আরেকটি জিনিস।' (হাদিস : সুনানু আবু দাউদ)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. রসূলুল্লাহ সা.- এর চরিত্র, আচরণ ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ। 'তাঁর চরিত্র, আচরণ ও জীবন যাপন পদ্ধতি ছিলো আল কুরআন (-এর মতো)।'

সীরাত ও সুন্নাহ দ্বারা কুরআন বুঝার উদাহরণ

● কুরআন মজিদে 'আকিমুস সালাত' বলে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সালাত আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি, শর্ত-শরায়েত, আরকান আহকাম এবং সালাতে করণীয় ও বর্জনীয়, রাকাত সংখ্যা, রুকু ও সাজদা সংখ্যা, সালাত নষ্ট হবার কারণ সমূহ বলা হয়নি। ফলে শুধুমাত্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দ্বারা

সঠিক নিয়মে সালাত আদায় করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এ কারণে রসূল সা. বলেছেন : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى

'তোমার ঠিক সেভাবে সালাত আদায় করো, যেভাবে আদায় করতে দেখছো আমাকে।' (সহীহ্ বুখারি)

তাই, রসূলের সুন্নাহ ছাড়া সালাত আদায় করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

● একইভাবে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে : 'ওয়া আ-তুয যাকাত'- যাকাত প্রদান করো। কিন্তু যাকাতের মালের বিবরণ, নেসাব, কোন্ মালে কি হারে যাকাত দিতে হবে, যাকাতের অর্থের সময়কালের কথা কুরআনে বলা হয়নি। কুরআনে কেবল অর্থ সম্পদ ও ফল ফসলের যাকাত দিতে এবং যাকাত ব্যয়ের খাত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যাকাতের নিয়ম পদ্ধতি, শর্ত শরায়েত জানার জন্যে অবশ্যি সুন্নতে রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

● রসূল সা. কুরআনের অতিরিক্ত আইন প্রণয়ন করেছেন। যেমন কুরআন একজন পুরুষের জন্যে রক্ত সম্পর্ক, দুধপান ও আদর্শিক কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু হাদিস থেকে জানা যায়, রসূল সা. ফুফু এবং ভ্রাতৃ কন্যাকে, খালা এবং বোনের কন্যাকে একত্রে বিয়ে করতে (স্ত্রী বানাতে) নিষিদ্ধ করেছেন। কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়নি, কিন্তু রসূল সা. গৃহপালিত গাধা এবং নখর সম্পন্ন হিংস্র পশু-পাখি খাওয়া হারাম করেছেন।

● কোনো আয়াতের বা শব্দের ব্যাখ্যা বুঝতে না পারলে, কিংবা কঠিন মনে হলে, কিংবা কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি হলে সাহাবীগণ রসূল সা.- কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। তখন তিনি সেটির সঠিক মর্ম বা ব্যাখ্যা বলে দিতেন। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতটি :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ۝

অর্থ : নিরাপত্তা তো কেবল তাদের জন্যে এবং সত্য-সরল পথে কেবল তারাই পরিচালিত, যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানে যুল্ম- এর সংমিশ্রণ ঘটায়নি।' (সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ৮২)

এ আয়াতটি খুব কঠিন মনে করে সাহাবীগণ তা নিয়ে রসূল সা. -এর সাথে কথা বলেন। তারা তাঁকে বলেন : 'আমাদের মধ্যে কে আছে, যে যুল্ম করেনা?' তখন তিনি বলেন : এর অর্থ তোমরা যা বুঝেছো তা নয়, এখানে এর (যুল্ম -এর) অর্থ 'শিরক'। তোমরা কুরআনে দেখো (সূরা ৩১ লোকমান : আয়াত ১৩) আল্লাহ্ তাঁর এক দাসের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন : اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

অর্থ : নিশ্চয়ই শিরক এক বিরাট যুল্ম।' (সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিম)

● সূরা আল কাউছারে বলা হয়েছে : 'আমরা তোমাকে কাউছার দিয়েছি।' কিন্তু সাহাবীগণ 'কাউছার' কি জিনিস তা বুঝতে পারেননি। তখন রসূল সা. তাদের বলে দিলেন : اَلْكَوْ ثَرُنَهْرٌ اَعْطَانِيْهِ رَبِّىْ فِى الْجَنَّةِ-

কাউছার একটি নদী/ নির্ঝরণী, আমার প্রভু জান্নাতে এটি আমাকে দান করেছেন। (সূত্র : সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

● 'খায়রা উম্মাতিন' মানে কি? রসূল সা. খায়রা উম্মাতিন সম্পর্কে সাহাবীগণের জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিম্নরূপ :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ خَيْرُ اللنَّاسِ لِلنَّاسِ يَاْتُوْنَ بِهِمْ فِى السَّلَاسِلِ فِى اَعْنَا قِهِمْ حَتّٰى يَدْ خُلُوْنَ فِى الاِسْلَاَمِ-

অর্থ : তোমরা খায়রা উম্মাত, মানুষের উপকার ও কল্যাণের জন্যে তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে' -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূল সা. বলেছেন : মানুষের জন্যে উপকারি মানুষ হলো তারা, যারা মানুষের গলায় শিকল পরিয়ে নিয়ে আসে, অবশেষে তারা ইসলামে প্রবেশ করে। (সহীহ বুখারি, হাদিস ৪১৯৬, কিতাবুত তাফসীর)

● বাস্তব জীবনেও রসূল সা. ছিলেন কুরআনের পূর্ণ অনুসারী। কুরআন মজিদে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে : خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ○

অর্থ : ক্ষমা করার পথ গ্রহণ করো, ভালো ও কল্যাণের আদেশ করো এবং অজ্ঞদের (প্রতিশোধ না নিয়ে) এড়িয়ে চলো, over look করো।' (সূরা ৭ আল আরাফ : আয়াত ১৯৯)

রসূলুল্লাহ সা. -এর বাস্তব জীবন ছিলো এ নির্দেশেরই প্রতিচ্ছবি, বাস্তব রূপায়ন।
- তিনি সব সময় সকলের সাথে কোমল আচরণ করতেন।
- তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিতেন।
- নিকৃষ্ট শত্রুর কাছ থেকেও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।
- তিনি সকলের কল্যাণ কামনা করতেন, কারো অমঙ্গল কামনা করেননি।

মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাঁকে নির্যাতনকারী, তাঁকে ঘরবাড়ি থেকে উৎখাতকারী, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোকদের তিনি ক্ষমা করে দেন। তিনি তাদের বলেন : لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ
'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

মদিনার জীবনে রসূল সা. কে সবচেয়ে বেশি জ্বালাতন করেছে এবং ষড়যন্ত্র করেছে মুনাফিকরা। এই মুনাফিকদের নেতা ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। মৃত্যুর সময় সে তার ছেলে আবদুল্লাহ রা. -কে অসিয়ত করে যায় এবং সে অনুযায়ী তার

মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ রসূল সা. -এর কাছে এসে আরয করে : হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে। তিনি মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে গেছেন- আপনি যেনো তার জানাযা পড়ান এবং আপনার পরিধানের জামা চেয়ে নিয়ে যেনো তার কাফনের কাপড় হিসাবে ব্যবহার করি। একথা শুনে রসূল সা. সাথে সাথে তাঁর জামাটি দিয়ে দেন এবং গিয়ে তার জানাযা পড়ান এবং তার কবরে দাঁড়িয়ে তার জন্যে দোয়া করেন। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ নাযিল করেন :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

অর্থ : এদের কারো মৃত্যু হলে তুমি তার জানাযা পড়বেনা এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেনা। (সূরা ৯ তওবা : আয়াত ৮৪)

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

অর্থ : তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর ক্ষমা প্রার্থনা না-ই করো একই কথা, এমনকি তুমি সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ কিছুতেই তাদের ক্ষমা করবেন না। (সূরা ৯ আত তওবা : আয়াত ৮০)

এরপর রসূল সা. আর কোনো মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।

আল কুরআন একথার স্বীকৃতিও দিয়েছে যে, তিনি ছিলেন পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল, কোমল হৃদয়ের অধিকারী : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ

অর্থ : এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۝

অর্থ : দেখো, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া তার জন্যে কষ্ট দায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। মুমিনদের প্রতি সে কোমল, স্নেহশীল ও করুণাসিক্ত। (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ১২৮)

- এ বিষয়গুলো থেকে প্রমাণ হয় রসূল সা. -এর জীবন পদ্ধতি ছিলো কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

মোটকথা, কুরআন বুঝতে হলে মুহাম্মদ সা.-এর জীবন পদ্ধতি, জীবনাদর্শ তথা তাঁর সীরাত ও সুন্নাহ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। রসূলের সীরাত ও সুন্নাহ বুঝতে পারলে কুরআন বুঝতে আর কোনো অসুবিধা থাকেনা।

❖❖❖

১২

কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৫

আল্লাহর বাণীবাহক নবী রসূলগণের মূল দাওয়াত কী ছিলো?*

কুরআন বুঝতে হলে নবী রসূলগণের দাওয়াতের বিষয়বস্তু এবং তাদের মূল দাওয়াত কী ছিলো তা ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে নিতে হবে। কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে সকল নবী রসূলের মতো আখেরি রসূল মুহাম্মদ সা.ও মানুষকে একই দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁদের সকলের দাওয়াতের বিষয়বস্তু ছিলো একই।

সকল নবী রসূলের মূল দাওয়াত (মিশন) ছিলো একটিই। তাহলো :

১. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য ও হুকুম পালন করো এবং একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত ও উপাসনা করো। এটাই জীবন যাপনের সঠিক পথ।

নবী রসূলগণের আরো কয়েকটি মৌলিক দাওয়াত ছিলো নিম্নরূপ :

২. আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর ব্যাপারে সতর্ক সচেতন হও।

৩. এক আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাগুত (false gods) -দের পরিহার করো।

৪. আমার (রসূলের) আনুগত্য করো। সীমা লংঘণকারী, অপরাধী, পাপিষ্ঠ নেতাদের আনুগত্য করোনা।

৫. আমি তোমাদের জন্যে বিশ্বস্ত রসূল (নেতা)।

৬. আমি আমার এ দাওয়াত ও পরিশ্রমের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রকার পারিশ্রমিক চাইনা। আমার পারিশ্রমিকের দায়িত্ব আল্লাহর।

এ বিষয়গুলো সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلآَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ۝

অর্থ : তোমার পূর্বে আমি যে রসূলই পাঠিয়েছি, তার কাছে অহী করেছি : নি:সন্দেহে আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা কেবল আমারই দাসত্ব- আনুগত্য ও উপাসনা করো। (সুরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ২৫)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

---

* এটি ১৬ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে বিয়াম অডিটরিয়াম অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ TOT ক্লাসে প্রদত্ত লেখকের বক্তব্য।

অর্থ : আমি প্রতিটি জনপদেই রসূল পাঠিয়েছি। তারা জনগণকে দাওয়াত দিয়েছে : তোমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করো, আর মিথ্যা খোদাদের (false gods) পরিত্যাগ করো। (সূরা ১৬ আল নহল : আয়াত ৩৬)

আল্লাহর রসূল নূহ, সালেহ, হুদ, শুয়াইব আলাইহিমুস সালাম তাঁদের নিজ নিজ জাতিকে এই দাওয়াতই দিয়েছিলেন :

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

অর্থ : হে আমার জাতি! তোমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৫০,৬১; সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ৫৯,৬৫,৭৩,৮৪,৮৫)

আল্লাহর রসূল ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির লোকদের বার বার বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব- আনুগত্য ও উপাসনা করো। এটাই সঠিক পথ। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৫১; সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ৩৬; সূরা ৪৩ যুখরুফ : আয়াত ৬৪)

আখেরি রসূল মুহাম্মদ সা. মানুষের সামনে এই একই দাওয়াত পেশ করেন :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ

অর্থ : হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই মহান প্রভুর দাসত্ব- আনুগত্য ও উপাসনা করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ২১)

নূহ আ. তাঁর জাতিকে বলেছিলেন :

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ○

অর্থ : তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁকে ভয় করো আর আমার আনুগত্য করো। (সূরা ৭১ নূহ : আয়াত ০৩)

নূহ, হুদ, সালেহ, লুত, শুয়াইব আলাইহিমুস সালাম তাঁদের নিজ নিজ জাতিকে বলেছিলেন :

اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

অর্থ : আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আমার কথা মেনে নাও। (সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ১০৭-৮, ১১০, ১২৬, ১৩১, ১৪৪, ১৬২-৩, ১৭৮-৯)

নবীগণ মানুষকে বলেছেন :

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ○ وَلاَ تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ○

অর্থ : অতএব তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে সতর্ক হও, তাঁকে ভয় করো এবং আমার কথা মেনে চলো। আর পাপিষ্ঠ ও সীমা লংঘনকারী নেতাদের কথা শুনোনা। (সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ১৫০)

নবীগণ যে নি:স্বার্থ ভাবে আল্লাহর জন্যে কাজ করছেন, তা তাঁরা জনগণকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন :

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ : এ কাজের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। আমার প্রতিদানের দায়িত্ব মহাজগতের মালিকের উপর। (সূরা ২৬ শোয়ারা :আয়াত ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০)

নবীগণের দাওয়াতের এই মূল কথাগুলো আপনার স্মৃতিতে ধারণ করুন। তারপর কুরআন পড়ুন, দেখবেন, কুরআন বারবার (repeatedly) এই একই দাওয়াত দিচ্ছে, একই আহবান জানাচ্ছে। গোটা কুরআনেই আপনি দেখতে পাবেন, এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব, আনুগত্য ও হুকুম পালনের আহবান, নবীগণের আনুগত্য ও অনুসরণের আহবান। দাওয়াত ও আহবানের এই মূল কথাগুলো মাথায় রেখে কুরআন পাঠ করলে আপনার জন্যে কুরআন বুঝা সহজ হয়ে যাবে।

১৩

কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৬*

রসূলের বিরুদ্ধে অপবাদ অভিযোগ দাবি দাওয়া

কুরআন অধ্যয়নে নিরত একজন অধ্যবসায়ীকে ভালোভাবে জানতে হবে-কেউ যদি কুরআন নিয়ে দাঁড়ায়, তবে তার একাজের কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়? অর্থাৎ কেউ যখন কুরআন বুঝার এবং নিজেকে কুরআন শিক্ষাদানের কাজে, কুরআনের বার্তা প্রচারের কাজে এবং সমাজে কুরআনের আদর্শ প্রবর্তনের কাজে আত্মনিয়োগ করে, তখন তার এ উদ্যোগ ও চেষ্টা সাধনার ফলে সমাজে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা সম্পর্কে তার পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকতে হবে।

সর্বযুগেই আল্লাহর বাণী নিয়ে চেষ্টা সাধনার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর বাণী ও বার্তা নিয়ে উত্থিত হবার কারণে নবী রসূলগণের সাথে, বিশেষ করে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে কী ধরণের নিকৃষ্ট আচরণ করা হয়েছে, কুরআন থেকেই আমরা এখানে তার একটা ছবি তুলে ধরবো।

১. রসূলের প্রতি আরোপিত মন্দ উপাধি ও অপবাদ সমূহ

কুরআনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি সেইসব অপবাদই আরোপ করে, যেসব অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল তাঁর পূর্বেকার রসূলদের প্রতি। কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে :

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

অর্থ : এমন একটি কথাও তোমাকে বলা হচ্ছেনা, যা তোমার পূর্বেকার রসূলদের বলা হয়নি। (সূরা ৪১ হামীম আস সাজদা : আয়াত ৪৩)

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ

অর্থ : তোমার পূর্বেও রসূলগণকে অস্বীকার করা হয়েছে। (সূরা ৬ : ৩৪)

এখন দেখা যাক, মুহাম্মদ সা, এবং তাঁর পূর্বেকার রসূলগণকে কি কি অপবাদ

---

* এটি ২৬ সেপ্টম্বর ২০০৭ তারিখে বিয়াম অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত ৫ম TOT ক্লাসে প্রদত্ত লেখকের বক্তব্য। বক্তব্য প্রদান কালে এর শিরোনামে ছিলো : মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর পূর্বের রসূলগণের প্রতি যেসব মন্দ উপাধি এবং অপবাদ আরোপ করা হয়।

দিয়ে অস্বীকার করা হয়েছে? রসূলগণের বিরুদ্ধে প্রত্যাখ্যানকারীদের অভিযোগ এবং অপবাদ ছিলো বিচিত্র ধরণের। কুরআন থেকে কিছু অপবাদ এবং অভিযোগ এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. سَاحِرٌ (সাহির) : ম্যাজিসিয়ান- জাদুকর :

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ○

অর্থ : এমনি করে তোমার পূর্বে একজন রসূলও আসেনি, যাকে তারা ম্যাজিসিয়ান বা পাগল বলেনি। (সূরা ৫১ যারিয়াত : আয়াত ৫২)

২. سَاحِرٌ عَلِيْمٌ (সাহিরুন আলিম) : বিজ্ঞ ম্যাজিসিয়ান :

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ○

অর্থ : ফেরাউনের জাতির নেতারা বললো : এ-তো (মূসা-তো) এক বিজ্ঞ ম্যাজিসিয়ান। (সূরা ৭ আল আরাফ : আয়াত ১০৯)

৩. سَاحِرٌ مُبِيْنٌ (সাহিরুম মুবিন) : সুস্পষ্ট ম্যাজিসিয়ান :

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ○

অর্থ : এবং কাফিরা বলেছিল : এতো এক সুস্পষ্ট ম্যাজিসিয়ান। (সূরা ১০ : ০২)

৪- كَذَّابٌ (কাযয্যাব) : পাকা মিথ্যাবাদী :

৫. سَاحِرٌ كَذَّابٌ (সাহিরুন কাযয্যাব) : পাকা মিথ্যাবাদী ম্যাজিসিয়ান :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ○ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ○

অর্থ: আমি পাঠিয়েছি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউন, হামান এবং কারূণের নিকট। তারা বললো, এতো পাকা মিথ্যাবাদী ম্যাজিসিয়ান। (সূরা ৪০ আল মু'মিন : আয়াত ২৩-২৪)

৬. كَذَّابٌ اَشِرٌ (কাযয্বুন আশির) : উদ্ধত মিথ্যাবাদী :

ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ○

অর্থ: আমাদের মধ্যে কি কেবল তার (সালেহ্র) কাছেই যিকর নাযিল হলো? বরং সে একজন উদ্ধত মিথ্যাবাদী। (সূরা ৫৪ আল কামার : আয়াত ২৫)

৭. مَجْنُونٌ (মাজনুন) : পাগল, উম্মাদ, জিনে ধরা :

৮. مَجْنُونٌ وَازْدُجِر (মাজনুন ওয়াজদুজির) : পাগল এবং ভয় পাওয়া :

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَّازْدُجِرَ○

অর্থ : এদের পূর্বেও (রসূলকে) অস্বীকার করেছিল নূহ- এর জাতি। তারা অস্বীকার করেছিল আমার দাসকে এবং বলেছিল এতো পাগল এবং তাকে ভয় দেখানো হয়েছে। (সূরা ৫৪ আল কামার : আয়াত ৯)

৯. رَجُلٌ مَسحُورٌ (রাজুলুম মাস্‌হুর) : জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি :

اِذْ يَقُولُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا○

অর্থ : স্মরণ করো যখন যালিমরা বলছিল : তোমরাতো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো। (সূরা ১৭ বনি ইসরাইল : আয়াত ৪৭)

১০. شَاعِرٌ (শায়ের) : কবি : بَلِ افْتَرٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

অর্থ : বরং সে (মুহাম্মদ) এটা (কুরআন) উদ্ভাবণ করে নিয়েছে, বরং সে একজন কবি। (সূরা ২১ আম্বিয়া : আয়াত ৫)

১১. شَاعِر مَجْنُونٌ (শায়িরুম মাজনুন) : পাগল কবি :

وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ○

অর্থ : তারা বলছিল : আমরা কি একজন পাগল কবির জন্যে আমাদের ইলাহ্‌দের ত্যাগ করবো? (সূরা ৩৭ আস সাফ্‌ফাত : আয়াত ৩৬)

১২. كَاهِنٌ (কাহিন) : গণক :

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلاَ مَجْنُوْنٍ○

অর্থ : উপদেশ দিতে থাকো। তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি গণকও নও, পাগলও নও। (সূরা ৫২ আত্‌ তুর : আয়াত ২৯)

২. কুরআনের বিরুদ্ধে প্রত্যাখ্যানকারীদের অপবাদ

কুরআনের আহ্বান প্রত্যাখ্যানকারীরা কুরআনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অপবাদ এবং অভিযোগ উত্থাপন করে। যেমন :

১. এটা একটা মিথ্যা জিনিস : اِفْكٌ

২. এটা মনগড়া উদ্ভাবিত বাণী : اِفْتَرٰىهُ

৩. এসব রচনাতে অন্য লোকেরা তাকে সাহায্য করেছে,

৪. এটা তো পূর্বকালের উপকথা : اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ।

৫. সে এসব উপকথা লিখিয়ে নিয়েছে,

৬. এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তাকে পড়ে শুনানো হয় :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ۝ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

অর্থ : কাফিরেরা বলে : এটি মিথ্যার জাল, যা এ লোকটিই রচনা করেছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এতে তাকে সাহায্য করেছে। বস্তুতঃ এসব বলে কাফিররা জুলুম ও মিথ্যায় লিপ্ত হয়েছে। তারা বলে, 'এগুলো পুরাতন লোকদের রচিত জিনিস। সে এটা নকল করিয়েছে এবং তা সকাল-সন্ধ্যায় তাকে পড়ে শুনানো হয়। (সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ৪-৫)

৭. এ কুরআন তার নিজের রচনা : تَقَوَّلَهٗ। (সূরা ৫২ আত্ তুর : আয়াত ৩৩)

৮. এটা একটা ম্যাজিক : هٰذَا سِحْرٌ । (সূরা ৪৩ আয্ যুখরুফ : আয়াত ৩০)

৯. এটা একটা সুস্পষ্ট ম্যাজিক : اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ । (সূরা ৬:৭, ১১:৭, ২৭:১৩, ৩৪:৪৩, ৩৭:১৫, ৪৬:৭, ৬২:৬)

১০. এটা একটা উদ্ভাবিত ম্যাজিক- ইন্দ্রজাল : مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى (সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ৩৬)

১১. এটা একটা চিরাচরিত ম্যাজিক : سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ । (সূরা ৫৪ আল কামার : আয়াত ০২)

১২. এটাতো মানুষেরই কথা : اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ। (৭৪:২৫, ১৬:১০৩)

১৩. তারা বলে : তুমি কারো কাছ থেকে এসব কথা পড়ে এসেছো : وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ (সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১০৫)

১৪. শয়তান তাকে এসব কথা শিখিয়ে দেয় : تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ۝। (সূরা ২৬ আশ শোয়ারা : আয়াত ২১০)

৩. রসূলের নিকট প্রত্যাখ্যানকারীদের অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া

১. সমগ্র কুরআন একবারে নাযিল হলোনা কেন?

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً

অর্থ : কাফিররা বলে : কুরআন তার প্রতি একবারে একটি গ্রন্থকারে নাযিল হলোনা কেন? (সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ৩২)

২. তার কাছে কোনো নিদর্শন পাঠানো হয়না কেন?

وَقَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ

অর্থ : তারা আরো বলে : তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন পাঠানো হলোনা কেন? (সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ৩৭)

৩. তার প্রতি একটা ধনভান্ডার অবতীর্ণ হয়না কেন?

يَّقُوْلُوْالَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ

অর্থ : তারা বলে : তার প্রতি একটি ধনভান্ডার নাযিল হলোনা কেন? (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ১২)

৪. তার সংগে ফেরেশতা থাকেনা কেন? اَوْ جَاۤءَ مَعَهٗ مَلَكٌ

অর্থ : অথবা তার সাথে কোনো ফেরেশতা এলোনা কেন? (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ১২)

৫. আমাদের ঈমান আনার জন্যে তোমাকে মাটির নিচ থেকে আমাদের জন্যে একটা ঝরণা ধারা উৎসারিত করতে হবে,

৬. তোমার একটা খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান থাকবে এবং তুমি তাতে অনেকগুলো ঝরণা প্রবাহিত করবে,

৭. আকাশকে খন্ড বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলে দেখাও,

৮. আল্লাহকে এবং ফেরেশতাদেরকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়ে দেখাও,

৯. তোমার স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি ঘর থাকতে হবে,

১০. তুমি আকাশে আরোহন করো,

১১. তুমি আকাশে উঠে আমাদের জন্যে একটা কিতাব নাযিল করো যেটা আমরা পড়তে পারবো :

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا ۝ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۝ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاۤءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰۤئِكَةِ قَبِيْلًا ۝ اَوْيَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَاۤءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا

كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ○

অর্থ : এবং তারা বলে, 'আমরা কখনই তোমার প্রতি ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে ভূমি থেকে একটা প্রস্রবণ উৎসারিত করবে, অথবা তোমার খেজুরের ও আঙ্গুরের একটা বাগান থাকবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে ঝরণা ধারা। অথবা তুমি যেমন বলে থাকো তদনুযায়ী আকাশ'কে খন্ড বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে। অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনো ঈমান আনবো না যতোক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি একটা কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করবো।' বলো : পবিত্র মহান আমার প্রভু! আমিতো একজন মানুষ রসূল মাত্র। (সূরা ১৭ : আয়াত ৯০-৯৩)

১২. তুমিতো আমাদের মতোই একজন মানুষ,

১৩. তোমার অনুসারীরা তো নিচু শ্রেণীর লোক :

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ○

অর্থ : তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যারা ছিলো কাফির তারা বললো, 'আমরা তোমাকে তো আমাদের মতো মানুষ ব্যতীত কিছু দেখছিনা; আমরা তো দেখছি, তোমার অনুসরণ করছে তারাই যারা আমাদের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতেই অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছিনা, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।" (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ২৭)

১৪. হে সালেহ! তুমি তো আমাদের আশা ভরসার পাত্র ছিলে। অথচ আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যেসব জিনিসের ইবাদত করতো, এখন তুমি আমাদেরকে সেগুলোর ইবাদত করতে নিষেধ করছো? (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৬২)

১৫. হে শুয়াইব! তোমার সালাত কি আমাদের পূর্ব পুরুষদের উপাস্যদের ত্যাগ করার আদেশ দেয়? (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৮৭)

১৬. হে মূসা! তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এসেছো? (সূরা ২০ তোয়া-হা : আয়াত ৫৭)

১৭. তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যেসব জিনিসের ইবাদত করতো, এ তো সেগুলো থেকে তোমাদের বাধা দিতে এসেছে। (সূরা ৩৪ সাবা : আয়াত ৪৩)
১৮. আমার আশংকা হয় সে (মূসা) তোমাদের দীন বদল করে দেবে। (সূরা ৪০ আল মু'মিন : আয়াত ২৬)
১৯. সে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। (সূরা ৪০ আল মু'মিন : আয়াত ২৬)

৪. দরবেশ, সুফী-সাধক ও দুনিয়া বিমুখ হবার দাবি

مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ

অর্থ : এ আবার কেমন রসূল- যে পানাহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে? (সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ০৭)

مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ○

অর্থ : এতো তোমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ। তোমরা যা খাও সে-ও তাই খায়। তোমরা যা পান করো, সেও তাই পান করে? (সূরা ২৩ : ৩৩)

● তাদের বক্তব্যের জবাবে কুরআন বলে, রসূলরা মানুষ ছিলেন :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

অর্থ : তোমার পূর্বে আমি যেসব রসূলদের পাঠিয়েছি তাদেরকেও স্ত্রী আর সন্তান-সন্তুতি দিয়েছি। (সূরা ১৩ রাদ : আয়াত ৩৮)

রসূল নিজেরও কোনো লাভ ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না :

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ

অর্থ : তুমি বলো : আমি আমার নিজের ভালো-মন্দ এবং লাভ-ক্ষতি করারও কোনো অধিকার রাখিনা, তবে আল্লাহ যা চান তা-ই হয়। (সূরা ১০ : ৪৯)

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ط وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○

অর্থ : আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দেন বা তোমার কোনো ক্ষতি করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কোনো মঙ্গল করেন, তবে তিনি অবশ্যি সর্ব শক্তিমান। (সূরা ৬ আন' আম : আয়াত ১৭)

● রসূল গায়েবও জানেন না এবং আল্লাহর ধন ভান্ডারের চাবিও তার কাছে নাই

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ

অর্থ : তুমি তাদের বলো : আমি তোমাদের বলছিনা যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধন ভান্ডার (-এর চাবি) আছে, একথাও বলছিনা যে আমি ফেরেশতা (মানবীয় দোষগুণের উর্ধ্বে)। বরং (আমি তো তোমাদের বলছি) আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি অহী করা হয়। (সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ৫০)

وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۝

অর্থ : আমি যদি গায়েব জানতামই, তবে তো নিজের জন্যে বহু সুযোগ সুবিধা করে নিতাম এবং আমাকে ক্ষতি আর অকল্যাণ স্পর্শই করতোনা। মূলত আমি বিশ্বাসীদের জন্যে একজন সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা ছাড়া আর কিছুই নই। (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৮৮)

আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের কারণে নবীগণের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তার একটা ছবি আমরা আল কুরআন থেকেই এখানে উল্লেখ করলাম। সুতরাং যে কোনো যুগেই যে কেউ কুরআন নিয়ে দাঁড়াবেন, কুরআন বুঝার চেষ্টা করবেন, কুরআনের অনুসরণ করবেন, কুরআন শিক্ষা দানের চেষ্টা করবেন, মানুষকে কুরআনের দিকে আহবান জানাবেন, তাকেও অবশ্যি এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। আর কুরআনের যে ছাত্র কুরআনে বর্ণিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন, তার জন্যে কুরআন বুঝা সবচেয়ে সহজ। কারণ তিনি কুরআন পড়তে গিয়ে দেখবেন গোটা কুরআনে সর্বত্র তার অবস্থা নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

(১৪)

কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৭

বিরোধিতা ষড়যন্ত্র অত্যাচার নির্যাতন এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য

কুরআন বুঝতে হলে এবং কুরআন নিয়ে দাঁড়াতে হলে একথাও পরিষ্কারভাবে মনের মনিকোঠায় গেঁথে নিতে হবে যে, শুধু অভিযোগ-অপবাদই নয়, বরং সেই সাথে কুরআনের বাহকদের চরম বিরোধিতা করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র করা হয় এবং তাদের উপর চালানো হয় চরম অত্যাচার আর নির্যাতন। কিন্তু তারা যদি অটল অবিচল থেকে তাদের মিশন নিয়ে এগিয়ে চলে, তবে অবশেষে আল্লাহর কিতাবের বাহকদের জন্যে নেমে আসে আল্লাহর সাহায্য এবং তারাই বিজয়ী হয়। আর পরাজিত ও পরাস্ত হয়ে থাকে আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধবাদীরা। কুরআন মজিদ থেকে আমরা তার একটা ছবি তুলে ধরছি। কুরআন পাঠকালে এ ছবি কুরআনের নিষ্ঠাবান ছাত্র, শিক্ষক ও প্রচারকদের সামনে ভেসে উঠে অবিরাম। এতে কুরআন বুঝার জন্যে তাদের হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং কুরআনও তাদের জন্যে খুলে দেয় নিজের হৃদয়।

১. বিরোধিতা ও প্রতিরোধের প্রেক্ষাপট তৈরি

মূসা-এর দাওয়াতে জনগণ যখন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তখন মিশর সম্রাট ফেরাউন জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বলে :

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ○

অর্থ : তোমাদের কাছে প্রেরিত এই রসূল অবশ্যিই একটা পাগল, জিনে ধরা লোক। (সূরা ২৬ আশ শোয়ারা : আয়াত ২৭)

ফেরাউন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর রসূল মূসাকে উদ্দেশ্য করে বলে :

لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ○

অর্থ : তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে ইলাহ (সার্বভৌম কর্তা) হিসেবে গ্রহণ করো, তাহলে অবশ্যি আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করবো। (সূরা ২৬ আশ শোয়ারা : আয়াত ২৯)

ফেরাউন যতোই বিরোধিতা করতে থাকে, জনগণ ততোই আল্লাহর দীনের সত্যতা উপলব্ধি করতে থাকে এবং মূসার পক্ষে চলে যায়। ফলে ফেরাউন জনগণকে

বুঝাতে থাকে :

إِنِّيْٓ أَخَافُ أَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۝

অর্থ : আমি আশংকা করছি, সে (মূসা) তোমাদের দীনের (ধর্ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার) পরিবর্তন ঘটাবে এবং দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। (সূরা ৪০ মুমিন : ২৬)

ফেরাউন আরো বলে : وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ أَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ

অর্থ : তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করি, সে তার প্রভুকে ডেকে দেখুক (তাকে রক্ষা করে নাকি)। (সূরা ৪০ আল মু'মিন : আয়াত ২৬)

শুধু মূসাকেই নয় মূসার সঙ্গী সাথীদেরকেও ফেরাউন তার রাষ্ট্র ক্ষমতার জোরে হত্যা করার নির্দেশ দেয় :

اُقْتُلُوْٓا أَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

অর্থ : মূসার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের সব পুরুষকে হত্যা করো। (সূরা ৪০ আল মু'মিন : আয়াত ২৫)

সামূদ জাতি আল্লাহর রসূল সালেহ আলাইহিস সালামকে ধর্মদ্রোহী আখ্যায়িত করে তাঁর সাথে এভাবে বিতর্কে লিপ্ত হয় :

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ أَتَنْهٰنَآ أَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ إِلَيْهِ مُرِيْبٍ۝

অর্থ : হে সালেহ! তুমি ছিলে আমাদের (জাতির) আশা ভরসার স্থল। আর এখন কিনা তুমি আমাদের (ধর্ম ত্যাগ করে) আমাদেরকেই নিষেধ করছো সেইসব ইলাহদের ইবাদত করতে যাদের ইবাদত করে আসছে আমাদের চৌদ্দ পুরুষ! (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৬২)

বিশ্বনবী আখেরি রসূল মুহাম্মদ সা.-এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিলো, তিনি কেন সকল উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করলেন? সব ইলাহ্‌কে তিনি কেন এক ইলাহ্ বানিয়ে ফেললেন?

أَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ إِلٰهًا وَّاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۝

অর্থ : সে কি সব ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্ বানিয়ে ফেলেছে? এতো এক আজব কথা! (সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ৫)

إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ○ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ○

অর্থ : তাদেরকে যখন বলা হতো : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ -আল্লাহ ছাড়া কোনো সার্বভৌম কর্তা নেই', তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো এবং বলতো : 'আমরা কি একটা পাগল কবিয়ালের কথায় আমাদের ইলাহ্দের (উপাস্য প্রভুদের) ত্যাগ করবো?' (সূরা ৩৭ সাফফাত : আয়াত ৩৫-৩৬)

বিভিন্ন রকম উপাস্য ও দেবদেবীর পূজা করা ছিলো তখনকার জাহিলিয়াতের ধর্মীয় ভিত্তি। জীবনের সকল বিষয় এবং সকল ক্ষেত্রের জন্যে তারা বানিয়ে নিয়েছিল আলাদা উপাস্য-দেবতা।

কেউ ছিলো ভাগ্যের দেবতা, কেউ ছিলো শুভাশুভের দেবতা, কেউ ছিলো বিয়ে শাদীর দেবতা, কেউ ছিলো অর্থ বিত্ত ও ধন দৌলতের দেবতা, কেউ ছিলো জয় ও সাফল্যের দেবতা, কেউ ছিলো জীবনের দেবতা, কেউবা ছিলো মৃত্যুর দেবতা।

এভাবে বিভিন্ন কাজের দেবতা ছিলো আলাদা আলাদা। আরবরা এসব দেবতাকে বলতো ইলাহ্ এবং বহুবচনে আলেহা।

মুহাম্মদ সা.-এর অপরাধ ছিলো, তিনি সকল ইলাহ্কে এক ইলাহ্তে পরিণত করে ফেলেছিলেন। তাঁর বিরোধিতার এটা ছিলো অন্যতম প্রধান কারণ।

২. নবী রসূলগণের বিরোধিতাকারীদের কর্মকান্ড

বিরুদ্ধবাদীরা রসূলগণের বিরুদ্ধে যেসব অপরাধ সংঘটিত করেছিল, সেগুলো ছিলো এরকম :

১. নূহ আলাইহিস সালামকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।
২. ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়।
৩. হুদ, সালেহ, শুয়াইব, ইউনুস আলাইহিমুস সালামকে প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যান করা হয়।
৪. মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়।
৫. মূসা আলাইহিস সালামের অনুসারী পুরুষদের হত্যা করা হয়।
৬. যাকারিয়া এবং ইয়াহিয়া সহ শত শত নবীকে হত্যা করা হয়।
৭. ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়।
৮. মুহাম্মদ সা. কে নানা রকম বিদ্রুপ গালি এবং অপবাদ আরোপ করা হয়। তাঁকে চরম নির্যাতন করা হয়। হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। তাঁকে-

ক. উটের নাড়িভুড়ি দিয়ে চাপা দিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

খ. গলায় চাদর পেঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

গ. পাথর মেরে মেরে রক্তাক্ত করা হয়।

ঘ. বয়কোট করা হয়, শিবে আবি তালিবে তিন বছর বন্দি করে রাখা হয়।

ঙ. তায়েফে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়।

চ. সাহাবীদের ঘরবাড়ি ত্যাগে বাধ্য করা হয়।

ছ. রসূল সা. কে হত্যার জন্য তাঁর বাড়ি ঘেরাও করা হয়।

জ. তাঁকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়।

ঝ. ইহুদিদের নানা রকম ষড়যন্ত্র।

ঞ. নবীর নাতিকে হত্যা করা হয়।

ট. নবীর অনুসারী বড় বড় আলেম ও মনীষীদের হত্যা করা হয়।

আধুনিক কালে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ও ষড়যন্ত্র করা হয়, সেগুলো মূলত নবী রসূলগণের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ বিরোধিতা করা হয়েছিল সেগুলোরই ধারাবাহিকতা। সেকাল এবং একালে বিরোধিতা ও অভিযোগের ক্ষেত্রে পার্থক্য শুধু-

১. পরিভাষাগত এবং

২. পদ্ধতি ও কৌশলগত।

৩. কুরআনের কাজে বিরোধিতাকারী কারা?

কুরআনের কাজে শত্রুতার ক্ষেত্রে যায়েনবাদী ইহুদিরাই অগ্রগামী। তারপর মুশরিকরা। তারপর খৃষ্টানদের কোনো কোনো গোষ্ঠী। বাকিরা এই তিন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত, অথবা তাদের অনুসারী বা মানসিক দাস। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে মহান আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন :

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۝

অর্থ : নিশ্চয় তুমি মুমিনদের প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উগ্র দেখতে পাবে ইহুদিদের এবং মুশরিকদের। (সূরা ৫ মায়িদা : আয়াত ৮২)

এই একই আয়াতে খৃষ্টানদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা অন্যদের তুলনায় মুমিনদের ব্যাপারে বন্ধুসুলভ। অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

অর্থ : তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের থেকে এবং মুশরিকদের থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। তবে তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং ন্যায়নীতি অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয়ই সেটা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৮৬)

মূলত, এরা ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ আপত্তি ও অপবাদ ছড়ায়, যা মুমিনদের মানসিক কষ্ট দেয়। এদের অন্তরে রয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ। কুরআনের বাহকদের অগ্রগতি ও সাফল্য দেখলে তারা ক্রোধে ও ক্ষোভে আঙ্গুল কামড়ায় :

وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ

অর্থ : তারা নিজেরা যখন একান্তে মিলিত হয়। তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুল কামড়ায়। তুমি বলো : তোমরা তোমাদের আক্রোশ নিয়েই মরো। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১১৯)

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ط وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ○

অর্থ : তোমরা কোনো কল্যাণ লাভ করলে তা তাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তোমাদের কোনো অমঙ্গল দেখলে তারা আনন্দে ফুলে উঠে। তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তাদের কোনো ষড়যন্ত্রই তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অবশ্যি আল্লাহ তাদের কর্মকান্ড পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১২০)

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ج وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللَّهِ ج وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ○

অর্থ : (হে মুহাম্মদ!) তোমার পূর্ববর্তী অনেক রসূলকেই অস্বীকার করা হয়েছে। তারা এতে সবর করেছে। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তোমার কাছে রসূলদের কিছু ইতিহাস তো পৌঁছেছেই। (সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ৩৪)

৪. শত্রুতা, বিদ্রুপ, বিবাদ ও বাধা প্রদানের ধরণ

মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর অনুসারীগণ সমাজে ইসলামের যে আলো প্রজ্জ্বলিত করেন, বিরোধীরা তা নিভিয়ে দিতে উদ্যত হয় :

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ○

অর্থ : তারা আল্লাহর নূরকে (কুরআন ও ইসলামকে) ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যি তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও অমান্যকারীরা তা অপছন্দ করে। (সূরা ৬১ আস সফ : আয়াত ৮)

তারা নবীগণকে আছাড় মেরে বিনাশ করে দিতে চায় :

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ○

অর্থ : বিরুদ্ধবাদীরা যখন কুরআন শুনে, তখন তারা চোখের তীব্র তীক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছাড় মেরে ফেলে দিতে চায় এবং মুখে বলে : একে তো ভূতে ধরেছে। (সূরা ৬৮ আল কলম : আয়াত ৫১)

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ○

অর্থ : তুমি তো তাদের (সত্যের বিরোধিতা দেখে) বিস্মিত হচ্ছো, অথচ তারা (তোমাকে নিয়ে) করছে বিদ্রুপ। (সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ১২)

وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْابِهَا حَتّٰى اِذَا جَاءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ○

অর্থ : তারা যদি (ইসলাম সত্য ও বাস্তব হবার) সকল প্রমাণ-নিদর্শনও দেখে, তবু তারা তার প্রতি ঈমান আনবে না। এমনকি তারা তোমার কাছে এলে (এই মহাসত্য নিয়ে) বিতর্কে লিপ্ত হয়। (সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ২৫)

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ ج وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ○

অর্থ : তারা জনগণকে (কুরআনের কথা, ইসলামের কথা) শ্রবণে বাধা দেয়, বারণ করে, নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে। আসলে এসবের মাধ্যমে তারা কেবল নিজেদেরই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়; অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না। (সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ২৬)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ○

অর্থ : অমান্যকারী-বিরুদ্ধবাদীরা (জনগণকে) বলে : 'তোমরা এই কুরআন (-এর কথা) শুনো না। যেখানে কুরআন (-এর কথা) আলোচিত হবে, সেখানেই হট্টগোল বাধিয়ে দাও যাতে করে তোমরা জয়ী হতো পারো।' (সূরা ৪১ : ২৬)

اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ط وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِهُمْ كٰفِرُوْنَ○
اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে (আল্লাহর কাজে) বাধা দেয় আর তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে এবং আখিরাত (এর বিচারকে) অস্বীকার করে, তারা পৃথিবীতে (আল্লাহকে) অক্ষম-পরাস্ত করতে পারবে না। (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ১৯-২০)

৫. ষড়যন্ত্র যুলুম নির্যাতন হত্যা

আল্লাহর বাণীবাহক এবং তাঁদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের ধরণ সম্পর্কে দেখুন কুরআন মজিদের বিবরণ :

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ○ وَقَالُوْا لَاتَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ ○

অর্থ : এবং তারা (নূহের বিরুদ্ধে) এক জঘন্যতম ষড়যন্ত্র করছিল। এছাড়া তারা জনগণকে বলেছিল : 'তোমরা (নূহের কথায়) তোমাদের পূজনীয়দের ত্যাগ করো না।' (সূরা ৭১ নূহ : আয়াত ২২)

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ○ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ○

অর্থ : তারা বললো (সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো) : 'তোমরা তাকে (ইবরাহিমকে) আগুনে পুড়িয়ে মারো, আর তোমাদের উপাস্য ও পূজনীয়দের সাহায্য করো যদি কিছু করতে চাও।' কিন্তু আমি (আগুনকে) বলে দিলাম : 'হে আগুন! ইবরাহিমের জন্যে সুশীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' -এভাবে তারা (ইবরাহিমের বিরুদ্ধ) এক জঘন্য ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে ছাড়লাম। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৬৮-৭০)

قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ج اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

অর্থ : তারা বললো : তোমরা লূতকে সপরিবারে দেশ থেকে বহিষ্কার করো, তারা বড় পাক-পবিত্র (clean) থাকতে চায়! (সুরা ২৭ আন নামল : আয়াত ৫৬)

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ○ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○ قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ج لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

অর্থ : (আমার রসূলরা) তাদের বলেছিল : 'আমাদের প্রভু (আল্লাহ) জানেন, আমরা অবশ্যি তোমাদের কাছে তাঁর প্রেরিত রসূল ! তাঁর বার্তা স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।' জবাবে তারা বললো : আমরা তোমাদেরকে আমাদের ক্ষতির কারণ মনে করি। যদি তোমরা (তোমাদের মিশন থেকে) বিরত না হও,

তবে অবশ্যি আমরা তোমাদের পাথর মেরে হত্যা করবো এবং কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবো। (সূরা ৩৬ ইয়াসীন : আয়াত ১৬-১৮)

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَاشَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ○ وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ○

অর্থ : তারা (নগরীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা) বললো : তোমরা আল্লাহর কসম (শপথ) করো যে : 'আমরা অবশ্যি রাত্রিকালে তার (সালেহর) এবং তার পরিবার পরিজনের উপর আক্রমণ করবো। তারপর তার কোনো অলি-অভিভাবক খুনের অভিযোগ করলে আমরা তাকে বলবো : তার পরিবার পরিজনকে কারা হত্যা করেছে আমরা তা দেখি নাই, আমরা সত্যবাদী।' আসলে তারা এক জঘন্য চক্রান্ত করেছিল; এদিকে আমরাও করে রেখেছিলাম একটি কৌশল, কিন্তু তারা কিছুই টের পায় নাই। (সূরা ২৭ আন নামল : আয়াত ৪৯-৫০)

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ○ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ○ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ○ وَّهُمْ عَلٰى مَايَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ○ وَمَانَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ○

অর্থ : অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনে অগ্নিসংযোগকারীরা। যখন তার কিনারায় বসেছিল। তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করছিল, তা নিরীক্ষা করছিল। তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রসংশিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। (সূরা ৮৫ : ৪-৮)

পূর্বের নবীগণ এবং তাদের অনুসারীদের মতোই মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধেও একই ধরণের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র করা হয় :

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ○

অর্থ : স্মরণ করো (হে মুহাম্মদ)! যখন অবিশ্বাসী বিরুদ্ধবাদীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল তোমাকে বন্দী করার জন্যে, কিংবা তোমাকে হত্যা করার জন্যে, অথবা তোমাকে (তোমার আবাসভূমি থেকে) বহিষ্কার করার জন্যে। তারা (এসব) ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহও কৌশল করছিলেন তাদের সব ষড়যন্ত্র নস্যাত করার। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী। (সূরা ৮ আনফাল : আয়াত ৩০)

وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ

অর্থ : এই লোকেরাই আল্লাহর রসূলকে তার স্বদেশভূমি থেকে বের করে দেয়ার সংকল্প করেছিল। (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ১৩)

৬. বিরোধিতা ও যুলুম নির্যাতনের মোকাবেলায় করণীয়

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ○

অর্থ : তোমার প্রভুর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধরো, অটল থাকো। (সূরা ৭৪ আল মুদ্দাসসির : আয়াত ৭)

إِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ○

অর্থ : বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্যে আমিই যথেষ্ট। (সূরা ১৫ : ৯৫)

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا○ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا○ وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا○ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا○ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِيْمًا○

অর্থ : তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রভু। তিনি ছাড়া কোনো ত্রাণকর্তা নেই। সুতরাং তাকেই উকিল (কার্যসম্পাদনকারী) নিয়োগ করো। তারা যা কিছু বলে (অভিযোগ আপত্তি ও মিথ্যারোপ করে), তাতে সবর অবলম্বন করো এবং সৌজন্যের সাথে তাদের পরিহার করে চলো। আর আমার হাতে ছেড়ে দাও মিথ্যারোপকারী নিয়ামতের (কর্তৃত্ব ও সম্পদের) অধিকারীদেরকে এবং (এই জগতে কিছুটা ভোগ করার) অবকাশ তাদের দাও। কারণ, ডান্ডাবেড়ি তো আমার হাতেই, আরো রয়েছে প্রজ্জ্বলিত আগুন, পুঁজ গলা খাদ্য আর মর্মন্তুদ আযাব। (সূরা ৭৩ মুজ্জাম্মিল : আয়াত ৯-১৩)

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ○ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ○

অর্থ : সবর করো, তোমার সবরের সাথেই আল্লাহর সাহায্য জড়িত। তাদের (অভিযোগ ও বিরোধিতার) কারণে তুমি দু:খ করোনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে মন ছোট করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বান উত্তম কর্মপরায়নদের সাথে রয়েছেন। (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত১২৭-১২৮)

৭. ইসলাম এবং মুমিনরাই বিজয়ী হবে

কুরআন মজিদের যে আয়াতগুলো উল্লেখ করা হলো, তা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহর কিতাবের বাহক ও প্রচারকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নতুন নয়। ষড়যন্ত্র সর্বকালেই হয়েছে এবং হবে। কিতাবের প্রকৃত অনুসারীদের বিরুদ্ধে সর্বকালেই অভিযোগ আপত্তি উত্থাপিত হবে, তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন হবে, ষড়যন্ত্র করা হবে।

কিন্তু, কিতাবের প্রকৃত অনুসারী মুমিনরা সর্বাবস্থায় যদি সবর ও ধৈর্যের সাথে ইসলামের কাজ করে যায়, তবে অবশ্যি ইসলাম বিজয়ী হবে এবং মুমিনরা দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্য লাভ করবে। বিজয় মুমিনদেরই পদচুম্বন করবে। বাতিল অবশ্যি পরাজিত হবে :

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۝

অর্থ : জেনে রাখো, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি। (সূরা ৯৪ নাশরাহ : ৫)

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا۝

অর্থ : তুমি বলো : সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিতাড়িত হয়েছে, আর মিথ্যা তো বিতাড়িত হতে বাধ্য। (সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ৮১)

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ۝

অর্থ : আমি অবশ্য অবশ্যি সাহায্য করবো আমার রসূলদের এবং যারা ঈমানের উপর অটল থাকে তাদের, পৃথিবীর জীবনেও এবং যেদিন সাক্ষীরা দন্ডায়মান হবে সেদিনও। (সূরা ৪০ আল মুমিন : আয়াত ৫১)

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۝ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ط وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ۝ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ۝

অর্থ : তোমরা (তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে) হীনবল (weak) হয়ো না, মনভাংগা হয়ো না; তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা (সত্যিকার) মুমিন হও। এখন যদি তোমাদের উপর আঘাত এসেই থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও লেগেছিল। আমি মানুষের মধ্যে সুদিন-দুর্দিন পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই; যাতে করে আল্লাহ, মুমিনদের যাচাই (test) করে নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য

থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন, আর আল্লাহ যালিমদের পছন্দই করেন না। (বর্তমান দুর্দিন আল্লাহ এজন্যেই আবর্তিত করেছেন) যাতে করে তিনি মুমিনদের পরিশোধন (purify) করতে পারেন এবং অবিশ্বাসী বিরুদ্ধবাদীদের নিশ্চিহ্ন (destroy) করতে পারেন। (সুরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৩৯-১৪১)

আল্লাহর কিতাবের বাহক ও প্রচারকদের আল্লাহ তায়ালা এভাবে সান্ত্বনা দেন :

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ۝

অর্থ : নাকি তারা ষড়যন্ত্র করতে চায়? জেনে রাখো মূলত (সত্যকে) অস্বীকারকারীরাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার। (সূরা ৫২ আত তূর : আয়াত ৪২)

১৫

কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়-৮

আংশিক নয় সমগ্র কুরআন দৃষ্টিতে রাখুন

একজন কুরআনের বাহক, কুরআনের কর্মী ও কুরআনওয়ালা ব্যক্তিকে-

১. কুরআন বুঝার জন্যে, কুরআন জানার জন্যে,
২. মানুষকে কুরআন বুঝানোর জন্যে, শিখানোর জন্যে, জানানোর জন্যে,
৩. কুরআনের প্রশিক্ষণ, দরস ও তফসির প্রদানের জন্যে,
৪. কুরআনের দাওয়াত ও তবলীগের জন্যে, কুরআনের প্রচার ও প্রসারের জন্যে,
৫. কুরআনের অনুসরণ ও অনুবর্তনের জন্যে,
৬. ব্যক্তিজীবন ও সমাজের সামগ্রিক ক্ষেত্রে কুরআন প্রবর্তন ও প্রচলনের কাজ করার জন্যে,
৭. মানব জীবনকে কুরআনের রঙে সাজিয়ে গুছিয়ে গড়ে তোলার জন্যে,
৮. আল্লাহর বাণী ও বিধানকে প্রকাশ, প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ী করার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্যে-

অবশ্যি সমগ্র কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে, কুরআনের সামগ্রিক নলেজ আয়ত্ত্ব করতে হবে। গোটা কুরআনকে সবসময় চোখের সামনে রাখতে হবে। চিন্তা চেতনায় সবসময় সমগ্র কুরআনকে ধারণ করতে হবে।

সাধারণত দেখা যায়, আমাদের দেশে কিছু ভুল চিন্তা, ভুল দৃষ্টিভংগি এবং ভুল কর্মপদ্ধতি এ ক্ষেত্রে চালু আছে। তাহলো সাধারণত-

০১. একদিকে কিছু লোক ফায়দা-ফযিলত হাসিলের জন্যে কুরআন মজিদের কিছু কিছু সূরা বা খণ্ডাংশ না বুঝে নিয়মিত পড়েন। অপরদিকে অন্যকিছু লোক দরস প্রদান করা বা মৌখিক তফসির করার জন্যে কুরআন মজিদের নির্দিষ্ট কয়েকটি খণ্ডাংশ অধ্যয়ন করেন। এ প্রক্রিয়ায় সমগ্র কুরআন অধ্যয়ন করা এবং সমগ্র কুরআন বুঝে নেয়ার বিষয়টি তাদের কাছে গৌণ হয়ে থাকে।

০২. মাদ্রাসা এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাসও তথৈবচ। সেখানে সমগ্র কুরআন পড়ানো হয়না, পড়ানো হয় কিছু কিছু সূরা বা অংশ।

০৩. অল্প সংখ্যক ছাড়া সামগ্রিকভাবে উলামায়ে কিরামের অবস্থাও করুণ। তাঁরাও সমগ্র কুরআন নিয়ে ভাবেননা, সমগ্র কুরআন স্টাডি করেন না। ছাত্র জীবনে যা পড়েছেন অধিকাংশই তার উপর নির্ভর করেন।

০৪. যেসব সংগঠন সংস্থা ইসলামি আন্দোলনের কাজ করছেন, সমাজে ইসলাম প্রবর্তনের চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন, কুরআন জানা-বুঝার ক্ষেত্রে তাদের ঘাটতিও নগণ্য নয়। তাদের জনশক্তির জন্যে তৈরি করা সিলেবাসেরও পূর্ণাংগতা নেই।

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আমরা শিক্ষিত লোকেরা, খাস্ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা যখনই কোনো বই পড়ি, সেটা হক আদায় করেই পড়ার চেষ্টা করি। কোনো লেখকের কোনো বই যখন পড়ি, তখন তা আগাগোড়াই পড়ি। পুরোটা না পড়লে মন অতৃপ্ত থেকে যায়।

কিন্তু কুরআনের ব্যাপারটা আমরা সেভাবে নিইনা। সওয়াবের জন্যে, ফায়দা হাসিলের জন্যে, বিপদ দূর করার জন্যে, দরস দেয়ার জন্যে, শিক্ষাদানের জন্যে অংশ বিশেষ পড়ি। এভাবে পড়লে কুরআনের হক আদায় হয়না এবং এভাবে কুরআন বুঝাও সম্ভব নয়। কুরআনের পূর্ণাংগ চেতনা ধারণা করাও এভাবে সম্ভব নয়।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা সর্বত্রই 'আল কিতাব' এবং 'আল কুরআন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা আংশিক নয়, পূর্ণাংগ কুরআনের কথাই তিনি বলেছেন। যেমন :

নিশ্চয়ই আল কুরআন পথ দেখায় সবচাইতে সঠিক। (আল কুরআন ১৭:০৯)	إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ.
রমযান মাস। এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন, মানব জাতির জীবন যাপনের ব্যবস্থা হিসেবে। (আল কুরআন ২ : ১৮৫)	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ.
এটি আল কিতাব, এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই, এটি সচেতন লোকদের পথ প্রদর্শক। (আল কুরআন ২:২)	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ ج فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.
নিশ্চয়ই আমরা আল কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে। (আল কুরআন ৫৪:৪০)	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ -
ইয়াসিন! শপথ বিজ্ঞানময় আল কুরআনের।(আল কুরআন ৩৬:১-২)	يٰسٓ ○ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ

সুতরাং যথাযথভাবে কুরআন বুঝার জন্যে একটি একক গ্রন্থ হিসেবে কুরআন অধ্যয়ন করুন। কুরআন অধ্যয়নের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে খ্যাতনামা তফসির তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকায় বলা হয়েছে :

"যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞান লাভ করতে চান তার জন্যে সম্ভবত কুরআন একবার পড়ে নেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু যিনি কুরআনের অর্থের গভীরে নামতে চান তার জন্যে তো দু'বার পড়ে নেয়াও যথেষ্ট হতে পারে না। অবশ্যি তাকে বার বার কুরআন পড়তে হবে। প্রতি বার একটি নতুন ভংগিমায় পড়তে হবে। একজন ছাত্রের মতো কলম ও নোটবই সাথে নিয়ে বসতে হবে। জায়গা মতো প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করতে হবে।

এভাবে যারা কুরআন পড়তে প্রস্তুত হবেন, কুরআন যে চিন্তা ও জীবন পদ্ধতি উপস্থাপন করতে চায় তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাটা যেনো তাদের সামনে ভেসে ওঠে, কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্যেই তাদের অন্ততপক্ষে দু'বার এ কিতাবটি পড়তে হবে।

এ প্রাথমিক অধ্যয়নের সময় তাদের কুরআনের সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর ব্যাপকভিত্তিক জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের দেখতে হবে, এ কিতাবটি কোন্ কোন্ মৌলিক চিন্তা পেশ করে এবং সে চিন্তাধারার উপর কিভাবে জীবন ব্যবস্থার অট্টালিকার ভিত্ গড়ে তোলে?

এ সময় কোনো জায়গায় তার মনে যদি কোনো প্রশ্ন জাগে বা কোনো খট্কা লাগে, তাহলে তখনি সেখানেই সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং সেটি নোট করে নিতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে সামনের দিকে অধ্যয়ন জারি রাখতে হবে। সামনের দিকে কোথাও না কোথাও তিনি এর জবাব পেয়ে যাবেন, এরি সম্ভাবনা বেশি। জবাব পেয়ে গেলে নিজের প্রশ্নের পাশাপাশি সেটি নোট করে নেবেন। কিন্তু প্রথম অধ্যয়নের পর নিজের কোনো প্রশ্নের জবাব না পেলে ধৈর্য সহকারে দ্বিতীয় বার অধ্যয়ন করতে হবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, দ্বিতীয়বার গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর কালেভদ্রে কোনো প্রশ্নের জবাব অনুদঘাটিত থেকে গেছে।

এভাবে কুরআন সম্পর্কে একটি ব্যাপক দৃষ্টিভংগি লাভ করার পর এর বিস্তারিত অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। এ প্রসংগে পাঠককে অবশ্যি কুরআনের শিক্ষার এক একটি দিক পূর্ণরূপে অনুধাবন করার পর নোট করে নিতে হবে। যেমন মানবতার জন্যে কোন্ ধরনের আদর্শকে কুরআন পছন্দনীয় গণ্য করছে, অথবা মানবতার জন্যে কোন্ ধরনের আদর্শ তার কাছে গৃণার্হ ও প্রত্যাখ্যাত -একথা তাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

এ বিষয়টিকে ভালোভাবে নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নেয়ার জন্যে তাকে নিজের নোট বইতে একদিকে লিখতে হবে 'পছন্দনীয় মানুষ' এবং অন্যদিকে লিখতে হবে 'অপছন্দনীয় মানুষ' এবং উভয়ের নিচে তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী লিখে যেতে হবে। অথবা যেমন, তাকে জানার চেষ্টা করতে হবে, কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং কোন্ কোন্ জিনিসকে সে মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক গণ্য করে? এ বিষয়টিকেও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আগের পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ নোট বইয়ে 'কল্যাণের জন্যে অপরিহার্য বিষয়সমূহ' এবং 'ক্ষতির জন্যে অনিবার্য বিষয়সমূহ' এই শিরোনাম দু'টি পাশাপাশি লিখতে হবে।

অতপর প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয় দুটি সম্পর্কে নোট করে যেতে হবে। এ পদ্ধতিতে আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও নৈতিকতা, অধিকার ও কর্তব্য, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, দলীয় সংগঠন শৃংখলা, যুদ্ধ, সন্ধি এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কে কুরআনের বিধান নোট করতে হবে। অতপর প্রতিটি বিভাগের সামগ্রিক চেহারা কি দাঁড়ায়, এবং সবগুলোকে এক সাথে মিলালে কোন্ ধরনের জীবনচিত্র ফুটে ওঠে, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে।

আবার জীবনের বিশেষ কোনো সমস্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে হলে এবং সে ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভংগি জানতে হলে সেই সমস্যা সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এ অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার মৌলিক বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে। মানুষ আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কি কি চিন্তা করেছে এবং তাকে কিভাবে অনুধাবন করেছে? কোন্ কোন্ বিষয় এখনো সেখানে সমাধানের অপেক্ষায় আছে? মানুষের চিন্তার গাড়ি কোথায় গিয়ে আটকে গেছে? এই সমাধানযোগ্য সমস্যা ও বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। কোনো বিষয় সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভংগি জানার এটিই সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর পথ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, এভাবে কোনো বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকলে এমন সব আয়াতের মধ্যে নিজের প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যাবে যেগুলো ইতিপূর্বে কয়েকবার পড়া হয়ে থাকলেও এই তত্ত্ব সেখানে লুকিয়ে আছে একথা ঘুর্ণাক্ষরেও মনে জাগেনি"।*

হাঁ, এই পদ্ধতিটাই কুরআন বুঝার সঠিক পথ।

---

* আবুল আলা মওদূদী রহ.-এর তফসির তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. তফসিরে তাবারি : মুহাম্মদ ইবনে জরির আত তাবারি
২. তফসিরে ইবনে আতিয়া : আবদুল হক উন্দুলুসি
৩. তফসিরে ইবনে কাসির : ইসমাঈল ইবনে উমর দামেস্কি
৪. ফী যিলালিল কুরআন : শহীদ সাইয়েদ কুতুব
৫. তাফহীমুল কুরআন : সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
৬. মা'আরিফুল কুরআন : মুহাম্মদ শফি
৭. তাদাববুরে কুরআন : আমীন আহসান ইসলাহি
৮. যাদুল মা'আদ : ইবনুল কায়্যিম
৯. আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন : জালালুদ্দীন সুয়ূতি
১০. আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন : বদরুদ্দীন মুহাম্মদ যারকশি
১১. কাশফুয যুনূন : মুস্তফা বিন আবদুল্লাহ হাজি খলিফা
১২. মানাহিলুল ইরফান : আবদুল আযিম যারকানি
১৩. আত তাফসিরু ওয়াল মুফাসসিরুন : ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয যাহাবি
১৪. মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন : মান্না আল কাত্তান
১৫. আত তিবয়ানু ফী উলূমিল কুরআন : মুহাম্মদ আলি আস সাবূনি
১৬. আল মুফরাদাত ফী গারায়িবিল কুরআন : রাগিব ইসফাহানি
১৭. আস সাকাফাতুল ইসলামিয়া : রাগিব আত তাবাখ
১৮. উলূমুল কুরআন : মুহাম্মদ তকি উসমানি
১৯. দিরাসাতুন ফী উলূমিল কুরআন : ড. আমির আবদুল আযীয
২০. মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন : ড. সুবহি সালেহ
২১. গারিবুল কুরআন ওয়া তাফসিরুহু : আবদুল্লাহ আল মুবারক
২২. মা'আলিমুন ফীত্ তরিক : সাইয়েদ কুতুব
২৩. সহীহ আল বুখারি
২৪. সহীহ মুসলিম
২৫. কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে : আবদুস শহীদ নাসিম
২৬. আল মুজামুল লিআলফাযিল কুরআনি কারিম : মুহম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি
২৭. কুরআনের সাথে পথ চলা : আবদুস শহীদ নাসিম

সমাপ্ত

আবদুস শহীদ নাসিম লিখিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন : কি ও কেন?
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
ঈমানের পরিচয়
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদ্সী
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য
কুরআনে হাশর ও বিচারের দৃশ্য
ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ আপত্তি : কারণ ও প্রতিকার
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল সা.
ঈমান ও আমলে সালেহ্
যিকির দোয়া ইস্তিগফার
ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
নির্বাচনে জেতার উপায়

• কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম ও ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)

• অনূদিত কয়েকটি বই

আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ্
এন্তেখাবে হাদীস
মহিলা ফিকহ্ ১ম ও ২য় খণ্ড
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব
রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড (এবং অন্যান্য খণ্ড)
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি
দাওয়াত ইলাল্লাহ দা'য়ী ইলাল্লাহ
ইসলামী বিপ্লবের পথ
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
মৌলিক মানবাধিকার
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
ইসলামী অর্থনীতি
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম

• এছাড়াও আরো অনেক বই

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবাঃ ০১৭৫৩-৪২২২৯৬